উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

মোদি, অমিত শা, জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করেছেন » ৭

৩১ শতাংশ বাড়ি অসম্পূর্ণ

টাকা পাওয়ার ১ বছর পরেও ৩১ শতাংশ উপভোক্তা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কাজ শেষ করেননি। গত ডিসেম্বরে ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তি, জুনে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩০° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

সমালোচনা আমাদের আরও বিখ্যাত করেছে » ৭

২৩ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 10 November 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 171

ফালাকাটা পুরসভা

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে জল্পনা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ নভেম্বর : শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি ও ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত অধিকারী শুক্রবার পদত্যাগ করেছেন। এবারে কারা এই পদগুলিতে বসতে পারেন তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। রবিবার এ নিয়ে দিনভর চর্চা হয়। চেয়ারম্যান হিসেবে তিনজন পুরুষ কাউন্সিলার ও ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে তিনজন মহিলা কাউন্সিলারের নাম নিয়ে চর্চা চলে। দলীয়ভাবে এ বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'এ বিষয়ে শীর্ষ নেতৃত্ব

উদ্যোগ নেবে। আমরা সেদিকেই তাকিয়ে আছি।'

চেয়ারম্যান পদে যে তিনজনের নাম নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে তাঁদের মধ্যে সবার আগে অভিজিৎ রায় রয়েছেন। ফালাকাটা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। ফালাকাটা যখন গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল তখন তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যও ছিলেন। ফালাকাটা হাইস্কুলের প্যারাটিচার অভিজিৎবাবুর শহরে বেশ জনপ্রিয়তা আছে। কাউন্সিলার হয়ে পুরসভায় যেমন সময় দেন তেমনি দলীয় অফিসেও তাঁকে দেখা যায়। তবে অভিযোগ, নিজের ওয়ার্ডে কিছু কাজ নিয়ে ভোটাররা তাঁর প্রতি কিছুটা হলেও ক্ষিপ্ত।

দলের পুরোনো কর্মী পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রতন সরকারের নাম নিয়েও আলোচনা চলছে। ফালাকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থাকাকালীন রতন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে দীর্ঘ ২৫ বছর জনপ্রতিনিধি থেকেছেন। ফালাকাটা পুরসভা হওয়ার পর তিনি জয়ী হয়ে কাউন্সিলার হন।

এরপর দশের পাতায়

শীতের শুরুতেই কুয়াশার চাদর। রবিবার আলিপুরদুয়ার স্টেশনে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কালাধান্দার কমান্ড সেন্টার পুণ্ডিবাড়ি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : কোচবিহার শহরে ঐতিহ্যের নিয়ন আলো ছাড়িয়ে পুণ্ডিবাড়ির অন্ধকার চোরাগলির আড়ালে রয়েছে বিলাসবহুল এক রিসর্ট। সেই রিসর্টই আসলে সোনার কালো কারবারের কমান্ড সেন্টার; সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের কুশীলবদের কুকর্মের প্রধান ঘাঁটি। রাতের অন্ধকারে মাঝেমধ্যেই নীলবাতির গাড়ি যখন রিসর্টের গেটে থামত, তখন থেকেই স্থানীয়দের মনে কু ডেকেছিল। বেআইনি কারবার যে কমবেশি হচ্ছে সেটা তাঁরা ভালোই বুঝেছিলেন। তবে প্রভাবশালী আমলা এবং তৃণমূল নেতার অপরাধ সিন্ডিকেটের শিকড় যে কতদূর ছড়িয়েছে তা তাঁদের কল্পনাতেও নেই।

কালো সোনাকে দ্রুত সাদা করার এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছে অপরাধ সিন্ডিকেট। কলকাতা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত পাচারের টাকায় একরের পর একর জমি কিনে রেখেছে কারবারিরা। কোথাও সেই জমি প্লট করে, কোথাও আবাসন বানিয়ে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। জেলায় জেলায় অপরাধচক্রের সম্পত্তির বহর বাড়ছে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, কলকাতায় নামে-বেনামে থাকা প্রভাবশালী আমলার একের পর এক বিলাসবহুল বাড়ির খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। তবে স্বপন হত্যাকাণ্ডের তদন্তে ওই আমলার আরও অনেক গোপন সম্পত্তি দেখে চোখ কপালে উঠেছে তদন্তকারীদের।

গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, সম্প্রতি কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে লম্বাদিঘি সংলগ্ন এলাকায় কয়েক কোটি

কলকাতা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত সোনা পাচারের টাকায় জমি কিনে প্লট করে বা আবাসন বানিয়ে চড়া দামে বিক্রি চলছে।

টাকা খরচ করে জমি কিনে প্রাসাদ সমান একটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছে ওই আমলা। আর সেই কাজ দেখভাল করছে কয়েকজন সরকারি কর্মী। শনিবার ওই নির্মাণকাজ দেখে এসেছেন দুই তদন্তকারী। মোবাইলের ক্যামেরায় ছবি, ভিডিও তুলে সেখান থেকেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার একটি নামী শপিং মল লাগোয়া এলাকায় থাকা একটি নির্মাণ সংস্থার দপ্তরে গিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। সেখানে প্রভাবশালী আমলার কয়েক কোটিতে বিলাসবহুল দুটি ফ্ল্যাট কেনার হদিস পেয়েছেন তাঁরা।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

স্বার্থপর আপসে দুর্নীতির জাল গভীরে

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি শব্দগুলো এখন জীবনের চেনা ছকে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আগে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে পাড়া বা মহল্লায় বহুলচর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়াত। এখন এগুলো ধূসর অতীত। কোনও সরকারি আধিকারিক বা প্রভাবশালী কারও আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় সমাজে হেলদোল হয় না। কীরকম যেন গা-সওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার সূচনাকালে গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম 'দুর্নীতি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত রোমান তাত্ত্বিক মার্কাস টুলিয়াস সিসারো দুর্নীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তারপর সময়ের হাত ধরে, ইতিহাসের পরতে পরতে শব্দটি তার সর্বগ্রাসী সাক্ষ্য দিতে দিতে চলেছে। দেশকালের সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র এখন দুর্নীতির অস্তিত্বের প্রমাণ ছড়িয়ে গিয়েছে।

ফলে নাগরিক সমাজে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী- উভয় রাজনৈতিক শিবিরের নেতাদের প্রতি আস্থা প্রায় বিলীন। রাজনীতিতে আর্থিক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, 'যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ' প্রবাদটি মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে একাধিক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ উঠছে আকছার। একেবারে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ব্লক স্তরের প্রশাসনের এক সর্বোচ্চ আধিকারিকের যুক্ত থাকার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো সম্পত্তি, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা- সরকারি আধিকারিকের এই হাল হলে জনমানসে প্রশাসন সম্পর্কে কী ধারণা গড়ে উঠতে পারে, তা সহজে অনুমেয়! জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সহ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি নীচুতলার এরকম সরকারি আধিকারিকের উপর ন্যস্ত থাকে।

শুধু আর্থিক দুর্নীতি বা তছরুপ নয়, এই অনিয়মের জন্য অভিযুক্ত আমলা, আধিকারিকরা অনেক ক্ষেত্রে পেশিশক্তির সঙ্গে গাঁটছড়াও বাঁধছেন। ভাবুন, কী ভয়ংকর অবস্থা! প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি ১৯৮৫ সালে মন্তব্য করেছিলেন, সরকার এক টাকা বরাদ্দ করলে গরিবের কাছে পৌঁছায় মাত্র পনেরো পয়সা। তিনি হয়তো এই জাতীয় আমলা ও নেতাদের দেখে ওইরকম মন্তব্য করেছিলেন!

সেই পরিস্থিতি পালটায়নি, বরং আরও খারাপ হয়েছে! যে বিচারকরা দুর্নীতির বিচার করে দোষীদের সাজা দেবেন, তাঁদের কারও কারও বাড়ি থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি নোটের বান্ডিল উদ্ধার হচ্ছে! কোন দিকে চলেছি আমরা?

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

বিডিও'র বিরুদ্ধে অসন্তোষের পাহাড়

» *দুইয়ের পাতায়*

ধর্মের ভেদ ভুলে বোল্লায়

» *দুইয়ের পাতায়*

দেহ লোপাটে নীলবাতির গাড়ি

তদন্তে উত্তরের আরও ৪ জনের হদিস

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও সৌরভ দেব

কলকাতা ও জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও পদক্ষেপ করেনি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় তদন্তের জাল ক্রমে গুটিয়ে আনছে পুলিশ। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে ধৃত দুজনকে জেরা করে পুলিশ নিশ্চিত যে, নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চড়িয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে তুলে আনা হয়েছিল। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ থেকেও পুলিশ বুঝতে পেরেছে, ওই গাড়িতে তুলেই স্বপনের দেহ নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকায় একটি খালের ধারে ফেলা হয়।

নীলবাতি লাগানো ওই গাড়ির চালক রাজু ঢালি পুলিশি জেরায় জানিয়েছেন, ওই গাড়িতেই ঘটনার পরদিন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে বিডিও ও ধৃত দুজন বাদে আরও চারজনের নাম জড়িয়ে গিয়েছে। সেই চারজন উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। নিহত স্বপনকে নিগ্রহের সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন বলে ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছেন।

তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ওই চারজনের নাম বলেনি বটে। তবে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সিসিটিভি ফুটেজে তাঁদের গতিবিধিও পুলিশ পেয়ে গিয়েছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার একটি দল এখন উত্তরবঙ্গে আছে। অভিযুক্ত বিডিও বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় পুলিশ ওই বিডিও-কে গ্রেপ্তার করতে সাহস পাচ্ছে না।'

অভিযুক্ত বিডিও

- বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও পদক্ষেপ করেনি
- তাঁর বিরুদ্ধে সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় তদন্তের জাল ক্রমে গুটিয়ে আনছে পুলিশ
- পুলিশ নিশ্চিত যে, নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চড়িয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে তুলে আনা হয়েছিল

সুকান্তর কথায়, 'আমাদের কাছে খবর আছে, অনেকের সামনে এই বিডিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে লাউডস্পিকার চালু করে কথোপকথন শুনিয়ে প্রমাণ করেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কতটা ঘনিষ্ঠ।' জলপাইগুড়ির বিজেপি নেতা বাপি গোস্বামী বলেন, 'প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আমরা মঙ্গলবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিস তালা মেরে বিক্ষোভ এবং আন্দোলন করব।'

বিডিও প্রশান্ত বর্মন প্রথম থেকেই দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ওই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেও তিনি ক'দিন ধরে মন্তব্য করে চলেছেন। রবিবার অবশ্য নতুন কোনও প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। পুলিশি তদন্তে অবশ্য স্পষ্ট যে, প্রমাণ লোপাট করার জন্যই অপহরণ ও পরে দেহ ফেলে দিতে নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। সে কথা ধৃতরা পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছেন।

প্রশান্তকে কলকাতা বিমানবন্দরে যে ওই গাড়িই পৌঁছে দিয়েছিল,

এরপর দশের পাতায়

ভেসে আসা গাছে উপকৃত শালকুমারহাটের ৪ গ্রাম

নদী জোগাচ্ছে জ্বালানি

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৯ নভেম্বর : কথায় আছে, 'কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ!' ঠিক যেন সেটাই হচ্ছে।

কাউকে প্রতি মাসে, কাউকে দেড় মাস অন্তর রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার কিনতে হত। কিন্তু গত এক মাস ধরে অনেকেই আর রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার কিনছেন না। সৌজন্যে শিসামারা নদীতে ভেসে আসা কাঠ। গত অক্টোবরে শালকুমারহাটের চার গ্রামে দু'বার বিপর্যয় ঘটে যায়। তাতে মারাত্মক ক্ষতি হয়।

ঘরবাড়িতে ডলোমাইটের পলি ঢুকে পড়ে। চাষের জমি নষ্ট হয়। অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে নদীতে গাছের প্রচুর ডালপালা ভেসে আসতে শুরু করায় অনেকে উপকৃতও হয়েছেন। নদীতীরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারা এসব সংগ্রহ করায় এখন কারও বাড়িতে জ্বালানির আর অভাব হচ্ছে না।

নতুনপাড়া গ্রামে নদীর পাশেই গৃহবধূ সুচিত্রা রায়ের বাড়ি। নদীর জল কিছুটা কমতেই তিনি বেশ কিছু জ্বালানি সংগ্রহ করেছেন। সুচিত্রার কথায়, 'এই নদী তো সব ক্ষেত্রেই আমাদের ক্ষতি করেছে। নদীর জল বাড়লেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। তবে এবার নদীতে প্রচুর গাছপালা, গাছের লগ, গুঁড়ি ভেসে আসে। জল কমলে সেসব কিছুটা

নদীতে ভেসে আসা গাছের লগ চেরাই চলছে। শালকুমারহাটে।

সংগ্রহ করি। তাই এখন জ্বালানির অভাব হচ্ছে না। এক মাস থেকে গ্যাস সিলিন্ডারও কিনছি না।'

গত ৫ অক্টোবর হঠাৎ করেই শিসামারা নদীর জল নেপালিবস্তি, নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া ও প্রধানপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। তবে একদিন পরেই জল নেমে যায়। দু'দিন পর নদীর জলস্তরও কমে। জল কমতেই এলাকার পুরুষরা নদীতে নেমে ভেসে আসা গাছ বা গাছের লগ, গুঁড়ি সংগ্রহ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথমে সেগুলি নদীর তীরেই সারিবদ্ধভাবে জমা করে রাখা হয়। তারপর ধাপে ধাপে পরিবারের অনেকেই সেগুলি বাড়িতে নিয়ে আসেন। সুদীপ রায় নামে মাঝবয়সি এক ব্যক্তির কথায়, 'এই নদী তো আমাদের সব ক্ষেত্রে ক্ষতিই করছে। তবে যেভাবে গাছপালা ভেসে এসেছে সেসব সংগ্রহ করেই কিছুটা উপকার হল।

এরপর দশের পাতায়

বিডিও'র বিরুদ্ধে অসন্তোষের পাহাড়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৯ নভেম্বর : রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না কেউ। কিন্তু বিডিওর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে রাজগঞ্জের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যায় তাঁর বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের কথা। যেমন বিডিওর ধমক খেয়ে অসুস্থ স্বাস্থ্যকর্মী রত্না সরকার আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এর কয়েক মাস পরেই তাঁর বেতন বন্ধ হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরেই মারা যান তিনি। কিন্তু এতকিছুর পরেও পরিবারের ক্ষোভ বাইরে আসেনি। আবার রাস্তা সংস্কারের দাবি তোলায় মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিতে না বলেছিলেন এই বিডিও। অভিযোগ, এক ঠিকাদার কাজের বকেয়া টাকা কবে পাবেন জানতে গেলে তাঁকে ধমক খেতে হয়। এ ব্যাপারে বক্তব্য জানতে প্রশান্তকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

সালটা ২০২৩ এর শেষের দিকে। রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন সবে বদলি হয়ে কালচিনি থেকে রাজগঞ্জে কাজে যোগ দিয়েছেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ করে পরিদর্শনে যান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তিনি। সেখানকার ফার্স্ট এএনএম রত্না সরকার অসুস্থ শরীর নিয়ে একটু দেরি করে আসায় সবার সামনে তাঁকে ধমক দেন প্রশান্ত।

সেই সময় নিজের অসুস্থতার কথা এবং জটিয়াকালী থেকে ফুলবাড়ি খারাপ রাস্তার কথা বললে শুনতে চাননি বিডিও। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) রাজগঞ্জ

> অনেক টাকা আটকে আছে। কাজ করেছি টাকা পাচ্ছি না। মানসিক চাপে আমার ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। বিডিও অফিসে টাকা চাইতে গেলে বিডিও আমাকে ধমক দেন। বেশ কিছুদিন ধরে অনেক টাকা বকেয়া থাকায় আমার সংসার চলছে না। বাধ্য হয়ে এবছর সেপ্টেম্বরে আমি কোর্টে মামলা করেছি। কী আর বলব।
>
> **দিলীপ দাস** ঠিকাদার

স্কুলপাড়ার বাসিন্দা রত্না সরকার অপমানে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ঠিক এই ঘটনার কয়েক মাস পরে রত্নার বেতন বন্ধ হয়ে যায়। অপমান এবং আর্থিক দুশ্চিন্তায় এর কয়েক মাস পরে ২৪ অক্টোবর ২০২৪ সালে মৃত্যু হয় রত্নার। কিন্তু এতকিছুর পরেও পরিবারের ক্ষোভ বাইরে প্রকাশ পায়নি।

রাজগঞ্জ পোস্ট অফিস মোড়ের বাসিন্দা ঠিকাদার দিলীপ দাস বেশ কিছু কাজ শেষ করার পরেও টাকা পাননি। তিনি বলেন, 'অনেক টাকা আটকে আছে। কাজ করেছি টাকা পাচ্ছি না। মানসিক চাপে আমার ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। বিডিও অফিসে টাকা চাইতে গেলে বিডিও আমাকে ধমক দেন। বেশ কিছুদিন ধরে অনেক টাকা বকেয়া থাকায় আমার সংসার চলছে না। বাধ্য হয়ে এবছর সেপ্টেম্বরে আমি কোর্টে মামলা করেছি। কী আর বলব।'

ছোট রাস্তার কারণে বারবার দুর্ঘটনা ঘটায় শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নর্থবেঙ্গল ফার্মের মহিলারা রাস্তা নির্মাণের দাবিতে পথ অবরোধ করেছিলেন একসময়। অবরোধস্থলে পৌঁছে মহিলাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিডিও। ধমক দিয়ে বলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছাড়লে রাস্তা হবে।

এমনই আরও না বলা কাহিনী এবার হয়তো সামনে আসবে। কারণ এতদিন ধরে চুপ করে বসে থাকা সাধারণ মানুষ সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার সাহস পেয়েছেন।

ধর্মের ভেদ ভুলে বোল্লায়

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ নভেম্বর : ধূপধুনোর গন্ধে আর বাজনার তালে মেতে উঠেছে বালুরঘাটের বোল্লা গ্রাম। কালীপুজো মানে এখানে শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধনও বটে। পুজোর চারদিন গোটা গ্রাম পরিণত হয় হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক উৎসবমুখর মেলায়।

বোল্লাকালীপুজো ও তাকে ঘিরে মেলা মহামিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে পুজোর ক'দিন। বোল্লা গ্রামে মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বাস বেশি। আনন্দ উপভোগ করতে সেইসব পরিবারের মানুষ এবং আত্মীয়স্বজন আসেন। এমনকি, মুসলিম বাড়িতে হিন্দু বন্ধুবান্ধবদের ভিড় পড়ে মেলার কয়েকদিন। পুজোর আগে বাড়িঘর রং ও মেরামত করে সাজিয়ে তুলেছেন মুসলিম পরিবারগুলো। মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে সেই মুসলিম বাড়িতেই হাজির হচ্ছেন হিন্দু ভক্তরা। ঘাড়ে হাত রেখে পাঁপড়ভাজা থেকে পেয়ারা মাখা খেতে ব্যস্ত 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম'। চায়ের দোকানেও চলছে জমজমাট আড্ডা।

গ্রামের বাসিন্দা রাহুল সরকার হাসতে হাসতে বললেন, 'আমাদের কাছে কালীপুজো মানে শুধু পুজো নয়। বন্ধুত্বের উৎসব। ছোটবেলা থেকে হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে আমরা উৎসবে মেতেছি। মেলায় দোকানে দোকানে গিয়ে খাবার খাই। সেই বন্ধুত্বের ধারা এই প্রজন্মের মধ্যেও বজায় রয়েছে।' স্থানীয় আরেক বাসিন্দা জহিরুল ইসলাম জানালেন, 'আমার বাড়িতে পুজোর রাতে হিন্দু বন্ধুরা আসেন খেতে। আমরা সবাই মিলে পাঁপড় ভাজি। ধর্ম আলাদা হতে পারে। কিন্তু মন এক। এটাই বোল্লার ঐতিহ্য।'

হিলির তরুণ সুমন দাস বললেন, 'প্রতিবছর বন্ধু জাহাঙ্গিরের বাড়িতে আসি। খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, হাসি-সব মিলিয়ে অন্যরকম আনন্দ হয়।

বোল্লাকালীর মেলায় ব্যস্ত জিলিপি কারিগর। রবিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

মনে হয়, এটাই আসল পুজো।'

পতিরামের বাসিন্দা অরূপ মণ্ডলও বলেন, 'বহু বছর ধরে স্থানীয় মুসলিম বন্ধুর বাড়িতে মেলা উপলক্ষ্যে আসি। কোনওদিন আলাদা মনে হয়নি। এই পুজো আমাদের একসঙ্গে থাকার শিক্ষা দেয়। এমন সম্প্রীতি আজকাল আর কোথায় দেখা যায়!' বালুরঘাটের শিক্ষক গগন ঘোষ বলেন, 'পুজো এলে ধর্মের ভেদরেখা মিলিয়ে যায় আনন্দের স্রোতে। পুজোর আগে মুসলিম পরিবারগুলো বাড়িঘর রং করে সাজিয়ে তোলে অতিথিদের জন্য। সেই বাড়িতে পুজোর দিনে হিন্দুরা হাজির হন প্রসাদ হাতে। আবার মেলা ঘুরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ায় মেতে ওঠেন সকলে। এই দৃশ্য এখন বড় বিরল।'

ধর্মের দেওয়াল পেরিয়ে বোল্লা কালীপুজো আজও প্রমাণ দেয়, সম্প্রীতির মেলবন্ধন সত্যিকারের উৎসব। চায়ের দোকানে, মেলার মাঠে, কিংবা মন্দিরের সামনেও এক দৃশ্য। ধর্ম নয়, সবাই বন্ধুত্বের সুরে বাঁধা। রাতভর বাজনা, রোশনাই, মিষ্টিমুখ আর হাসির উচ্ছ্বাসে মুখর বোল্লা গ্রাম হয়ে ওঠে একতার প্রতীক।

> আমার বাড়িতে পুজোর রাতে হিন্দু বন্ধুরা আসেন খেতে। আমরা সবাই মিলে পাঁপড় ভাজি। ধর্ম আলাদা হতে পারে। কিন্তু মন এক। এটাই বোল্লার ঐতিহ্য।
>
> **জহিরুল ইসলাম** স্থানীয় বাসিন্দা

> পুজো এলে ধর্মের ভেদরেখা মিলিয়ে যায় আনন্দের স্রোতে। পুজোর আগে মুসলিম পরিবারগুলো বাড়িঘর রং করে সাজিয়ে তোলে অতিথিদের জন্য। সেই বাড়িতে পুজোর দিনে হিন্দুরা হাজির হন প্রসাদ হাতে। আবার মেলা ঘুরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ায় মেতে ওঠেন সকলে। এই দৃশ্য এখন বড় বিরল।
>
> **গগন ঘোষ** শিক্ষক

কর্মখালি

গার্ড, সুপারভাইজার চাই ফ্যাক্টরির জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি সহ 13,500/- স্যালারি। M:- 86536 09553, 85098 27671, 86536 09553.

শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে কাপড়ের দোকানের জন্য কর্মঠ স্থানীয় পুরুষ স্টাফ চাই। M:- 96416 18231.

শিলিগুড়ি মহকুমায় বসবাসকারী স্থানীয় এবং নিজের মোটর সাইকেল আছে এমন দুজন যুবক (25-35 বৎ) Assist Marketing Exec পদে 3 মাস অস্থায়ী (কাজ বুঝে স্থায়ীকরণ) 6500/- মাসে বেতনের জন্য ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ, 12/11/25 11 A.M., ভেনু: মাটিগাড়া, (M) 80164 21331. (C/119064)

ভর্তি

সারদা শিশুতীর্থ-সেবক রোড (হাইস্কুল) শিলিগুড়ি। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য অরুণ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনপত্র ১৪/১১/২০২৫ শুক্রবার থেকে দেওয়া হবে। মোঃ ৯৮৩২০-২৪০০৯. (C/119117)

বিক্রয়

ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড় সংলগ্ন (৫নং ওয়ার্ড মধ্যপাড়া) পৌরসভা অফিসের পাশের গলিতে, মোড় থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। নির্দিষ্ট ক্রেতারা যোগাযোগ করবেন। দালাল নহে। M - 7908527142/ 8972088460. (A/B)

অ্যাফিডেভিট

গত 03.11.2025 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে (নম্বর - 35AA924226) Sanchayit Bhaduri থেকে Sanchayita Bhaduri হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্ম তারিখ 01-04-1971 গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি। (N/D)

সামিমের নেতৃত্বে সেরা নিমহ্যান্স

নিউজ ব্যুরো

৯ নভেম্বর : স্নায়ুর 'যুদ্ধে' সেরা ভারত। দলে বাংলার ছেলে এমএম সামিম। যিনি শিলিগুড়ির মিত্র মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তনী।

পোশাকি নাম 'টুর্নামেন্ট অফ দ্য মাইন্ডস'। পরিচিতি 'নিউরো বিশ্বকাপ' হিসেবে। চলতি বছর দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে নিউরোলজিস্ট ও নিউরোসায়েন্সের দ্বিবার্ষিকী সম্মেলনে আয়োজিত ওই টুর্নামেন্টটি জিতে নিল ভারতের বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সের (নিমহ্যান্স) চারজনের প্রতিনিধি দল। ওই দলকে নেতৃত্ব দেন সামিম।

এবারের টুর্নামেন্টে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামজাদা নিউরো চিকিৎসকরা অংশ নেন। তবে নার্ভ, স্পাইন ও ব্রেনের নানান রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পারদর্শিতায় সবাইকে টেক্কা দিয়ে শেষ হাসি হাসে টিম নিমহ্যান্স ইন্ডিয়া। সামিমদের পুরস্কার প্রদান করেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ নিউরোলজির দুই চিকিৎসক অধ্যাপক রিচার্ড স্টার্ক ও নিকোলাস ডেভিস। সামিম দেশের সর্ববৃহৎ নিউরো হাসপাতাল নিমহ্যান্স বেঙ্গালুরুর গোল্ড মেডালিস্ট। ২০১৮ সালে নিমহ্যান্সের প্রবেশিকায় তিনি দেশের মধ্যে প্রথম হন। নিমহ্যান্সের ডিরেক্টর চিকিৎসক প্রতিমা মূর্তি সামিম ও তাঁর দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'নিমহ্যান্সের নেতৃত্বে ভারতের এক ঐতিহাসিক জয়।'

৩.৯ শতাংশ বাড়ল রেলের লোডিং

নিউজ ব্যুরো

৯ নভেম্বর : গ্রাহকদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ২০২৫-এর অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মোট ৬.৩৯০ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করেছে। আগের বছরের একই সময়ে এই পরিসংখ্যানটি ছিল ৬.১৫০ মিলিয়ন টন। এবার তা ৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কয়েকটি পণ্যের লোডিং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। যেমন সিমেন্ট লোডিং ১৪২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার খাদ্যশস্য ৭১.৪ শতাংশ, কনটেনার লোডিং ৭.৭ শতাংশ এবং সার লোডিং ১৭.৬ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া স্টোন চিপস লোডিং আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ৩০৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

লোডিং বৃদ্ধির প্রবণতা একটি অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে এবং রেলের রাজস্বেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে বলে জানান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

কালিম্পংয়ের পেমলিং ওয়াটার ফলসে পর্যটকরা।

রিপলিংয়ে আকর্ষণ বাড়ছে পেমলিংয়ে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের প্রথম রিপলিং হিসেবে জনপ্রিয় হচ্ছে পেমলিং। রিপলিংয়ের জন্য এখন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস প্রিয় মানুষজন ভিড় জমাচ্ছেন কালিম্পংয়ের পেমলিং ওয়াটার ফলসে। একটি ঝরনাধারা বা ওয়াটার ফলস কীভাবে একটি জায়গার অর্থনীতিকে বদলে দিতে পারে, তার প্রমাণও রাখছে পাহাড়ি জনপদটি। দিন-দিন ভিড় বাড়তে থাকায় নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পেমলিং ইকো ট্যুরিজমের সভাপতি লাপকা শেরিং লেপচা বলেন, 'স্থানীয় পর্যটনকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে এখানে রিপলিং চালুর জন্য আমরা জিটিএ'র কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। জিটিএ'র সহযোগিতায় এখানে রিপলিং শুরু হয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন শনি ও রবিবার রিপলিং হচ্ছে। আগামীতে দিনের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে।' জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড অফিসার দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ বাড়ছে। তাই প্ল্যারাগ্লাইডিং, রিভার র‍্যাফটিং, কায়াকিং, স্নোরকেলিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসগুলিতে নজর দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।'

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় রিপলিং। একটি ওয়াটার ফলসকে কাজে লাগিয়ে কালিম্পংয়ের পেমলিংয়ে শুরু হয়েছে রিপলিং। যথারীতি সেই খবর ছড়িয়ে পড়ায় ভিড় বাড়তে শুরু করেছে এলাকাটিতে। এখানে রিপলিং বলতে ফলসের মধ্যে দিয়ে দড়ি বেয়ে পাহাড়ে ওঠা এবং পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসা। ঝুঁকি এড়াতে অবশ্য হেলমেট ও নি গার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যাঁরা অংশ নিচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে থাকছেন এইচএমআই সার্টিফায়েড গাইড।

> **রিপলিং কী?**
>
> ঝরনার জলে দড়ি বেয়ে উপরে ওঠা হল রিপলিং।

কালিম্পংয়ের পেমলিং গ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য জনপ্রিয় হলেও, সেভাবে পর্যটকদের পা এখানে পড়ত না। ওয়াটার ফলসটিকে কেন্দ্র করে যে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পেমলিং নজর কাড়তে পারে, সেই ভাবনাচিন্তাও করা হয়নি অতীতে। কিন্তু রিপলিংয়ের হাত ধরে কালিম্পং শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরের পেমলিং এখন জনপ্রিয় ডেস্টিনেশন। সেখানে তৈরি হয়েছে একাধিক হোমস্টে। তবে বর্ষার মরশুমে রিপলিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। জিটিএ সূত্রে খবর, বাঞ্জি জাম্পিং ও হট এয়ার বেলুন চালুর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে বিভিন্ন এলাকা দেখা হচ্ছে।

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের আওতায় ভোট প্রচারও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : বিহারের ভোট রাজনীতিতে লক্ষ্মীলাভ শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায়ীদের একাংশের। প্রার্থীর হয়ে ডিজিটাল প্রচার থেকে শুরু করে মিছিলের রুটম্যাপ, ব্যানার ডিজাইন- সব জোগাড়-যন্তের দায়িত্ব পাচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। তিন-চার মাস ধরে বিধানসভা এলাকায় রীতিমতো সমীক্ষা চালানো হয়েছে। ঠিক করা হয়েছে, নির্বাচনি প্রচারে টি-শার্ট, পেন থেকে নোটবুক- কী কী ব্যবহার করা হবে। এদিকে, বিহার নির্বাচনে দলগুলি শিলিগুড়ির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় প্রশ্ন উঠছে- পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনেও কি এভাবে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে?

যদিও নির্বাচন কমিশনের নিয়ম বলছে, এভাবে সরাসরি দলীয় প্রচারে অন্য সংস্থার সাহায্য নেওয়া যায় না। তবে দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তনে বড় ভূমিকা পালন করেছেন প্রশান্ত কিশোর, প্রতীক জৈনের মতো প্রবাদপ্রতিম ভোটকুশলীরা। তাঁদের দেখানো সেই পথে, তৃণমূল-স্তরে এবার হাঁটছে এই ছোট ছোট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। বাংলার ভোটেও সেই প্রয়োজন উড়িয়ে দিচ্ছেন না তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষের মতো নেতারা।

কয়েক বছর ধরে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন সুমন বসাক। বিহারের ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রে এনডিএ প্রার্থীদের প্রচারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। সুমন বলেন, '৬টি বিধানসভার মধ্যে পাঁচটিতে জেডিইউ এবং একটিতে এলজেপি-র হয়ে কাজ করছি। কুড়িজনের বেশি ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছি আমরা। জুলাই থেকে এ ব্যাপারে কাজ শুরু হয়। জনসভার জায়গা এবং মিছিলের রুট আমরাই ঠিক করে দিচ্ছি।'

Notice Inviting e-tender

Vides NIeT No.WB/APD/KMG/ TTKGP/ET/08/2024-2025, NIQ-1&2, NIT-07, DATED: 10/11/2025 Last Date and Time for Online Bid Submission is **1/12/2025 at 10.00** Hours **& 17/11/2025** at **16.00** Hours. for more information please visit::**www.wbtenders.gov.in & office of the undersign**

SD/-
Pradhan
Turturikhanda Gram Panchayat

আজ টিভিতে

সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট বিকেল ৪.১১ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ককপিট, দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.১৫ রাখীপূর্ণিমা, সন্ধে ৭.১৫ গোত্র, রাত ১০.১৫ অমানুষ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ শিবা, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৩.৪৫ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.১৫ যুদ্ধ, রাত ১০.৩০ রোমিও

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুন্দর বউ, দুপুর ১২.০০ অভিমন্যু, ২.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, বিকেল ৫.০০ শতরূপা, রাত ১০.৩০ জানলা দিয়ে বউ পালালো

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ মর্দ, বিকেল ৩.৫০ কেয়া কেহনা, সন্ধে ৬.৫০ বর্ডার, রাত ১০.০০ চোরি চোরি

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৪ সুলতান, দুপুর ১.৫৪ লক্ষ্মী, বিকেল ৫.০৫ ওএমজি, সন্ধে ৭.৫০ টোটাল ধমাল

জি বলিউড : বেলা ১১.১৬ ম্যায় তেরা দুশমন, দুপুর ২.০৩ হা ম্যায়নে ভি পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.৪০ খুদা কসম, রাত ৮.০০ জাল দ্য ট্র্যাপ, ১০.৪৬ ওয়েল-কাম ব্যাক

জি সিনেমা : সকাল ৯.৫৩ অ্যান্টনি, দুপুর ১২.৪৩ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৪.৫৮ প্রলয় দ্য ডেস্ট্রয়ার, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ গড তুসসি গ্রেট হো, দুপুর ২.০২ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.০৮ রাম লখন, সন্ধে ৭.৩০ করণ অর্জুন, রাত ১০.৪৬ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি

বন্ধন দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

জানলা দিয়ে বউ পালালো রাত ১০.৩০ জি বাংলা সোনার

অমানুষ রাত ১০.১৫ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রের কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃষ : সম্পত্তির দখল নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ বাড়বে। কাউকে উপহাস করে অনুশোচনায় ভুগতে পারেন। মিথুন : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। বিজ্ঞান ও গবেষণায় যুক্তদের বিদেশে যাওয়ার সমস্যা কেটে যাবে। কর্কট : সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ে নাক গলাবেন না। সমস্যা তৈরি হতে পারে। জমি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। সিংহ : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। প্রেমে সংকট কাটবে। কন্যা : অংশীদারি ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ না করাই ভালো। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের রাস্তা খুঁজে পাবেন। তুলা : বহুজাতিক কোম্পানিতে বড় পদে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পাওনা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। বৃশ্চিক : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে পরিবারের বিরাগভাজন হবেন। ব্যক্তিগত কারণে কর্মক্ষেত্র বদল করতে হতে পারে। ধনু : কোনও জিনিস তুলতে গিয়ে কোমরে চোট পেতে পারেন। সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। মকর : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। বাইরের খাবার থেকে খুব সাবধানে থাকুন। কুম্ভ : স্ত্রীর পরামর্শে যৌথ ব্যবসায় সাফল্য পেবেন। পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাড়বে। মীন : প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। পুরোনো কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় জটিলতা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ কার্তিক, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ২৩ কাতি, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ বদি, ১৮ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫১, অঃ ৪।৫২। সোমবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৫৭। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ১।২২। সাধ্যযোগ রাত্রি ৭।২। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৫৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৬ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৭।৩৯ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১।২২ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১।২২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৫৭ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।১৪ গতে ৮।৩৬ মধ্যে ও ২।৭ গতে ৩।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।৫৭ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৭।১৪ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জন্মদিবস ও শহিদ কানাইলাল দত্তের প্রয়াণ দিবস। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩২ মধ্যে ও ৮।৫৮ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৭ গতে ১১।১ মধ্যে ও ২।৩৪ গতে ৩।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিডিও'র 'কীর্তি' ভোলেননি মানুষ

প্রশান্তর 'বাড়ি' এখন শুনসান

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : এমনিতেই বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম গত কয়েক বছর ধরে বেশ চর্চার বিষয় রাজ্যে। নানা সময়ে নানা অভিযোগ উঠে এসেছে এই দাপুটে আধিকারিকের বিরুদ্ধে। তার ওপর সম্প্রতি সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা অপহরণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত প্রশান্তকে নিয়ে ফের সরগরম চারদিক। বর্তমানে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত এর আগে কালচিনির বিডিও ছিলেন।

একসময় আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজ সংলগ্ন প্রশান্তর প্রাসাদোপম বাড়ির সামনের রাস্তায় চার চাকা গাড়ির সারি দেখা যেত। রাত বাড়তেই গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। এমনকি সেই বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি পার্কিং নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রশান্ত। তারপর বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়। একসময় সেই বাড়ি দেখভালের জন্য সারাক্ষণ এক কর্মী থাকতেন বলে প্রতিবেশীরা জানান। তবে এখন দিনেরবেলায় কাউকে দেখা যায় না। তবে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে মাছি গলারও উপায় নেই। প্রায় ছয় মাসের বেশি সময় ধরে ওই বাড়িতে কাউকে যাতায়াত করতে দেখেননি স্থানীয়রা। স্বাভাবিকভাবেই গাড়ির বাড়বাড়ন্তও নেই। বাড়ির প্রতিটি গেটে তালা ঝোলানো রয়েছে। তবে মাঝেমধ্যে রাতে কেউ এসে সেই বাড়িতে নজরদারি চালান বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। স্থানীয় এক ব্যক্তির মন্তব্য, 'এখন রাস্তাঘাটে যানবাহনের জটলা থাকে না। প্রায় ছয় মাস হল ওই বাড়ির সামনে লোকজন দেখা যায় না।'

ইতিপূর্বে দমনপুর এলাকাতেও কয়েকজন চিকিৎসকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রশান্ত। মারধরও করা হয়েছিল তাঁদের। স্থানীয়রা ভোলেননি সেই ঘটনাও। এছাড়া আলিপুরদুয়ার শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এক পরিচিতের বাড়িতেও বিডিওর আনাগোনা ছিল। সেখানে অবশ্য চার চাকার গাড়ি অনেকটা দূরেই পার্ক করা হত বলে প্রতিবেশীরা জানান। যদিও সেখানেও গাড়ি রাখা নিয়ে অনেকেরই আপত্তি ছিল। তবে গত এক বছর ধরে সেখানে প্রশান্তকে দেখতে পাননি স্থানীয়রা। এমনকি সেই আত্মীয়কেও আর নিয়মিত দেখা যায় না। আলিপুরদুয়ার শহরের এক বাসিন্দা বলেন, 'এখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে প্রশান্তকে মাঝেমধ্যেই দেখা গেলেও গত প্রায় এক বছরে তাঁকে আসতে দেখা যায়নি।'

এবার আসা যাক কালচিনিতে। সেখানে বিডিও থাকাকালীন প্রশান্তর বিরুদ্ধে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ করেছেন জনপ্রতিনিধিদের অনেকে। আরও জানা যায়, স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির পেট্রোল পাম্প থেকে প্রশান্ত নিয়মিত জ্বালানি তেল নিতেন। যার টাকা তিনি কোনওদিনও মেটাননি বলে অভিযোগ। এনিয়ে তাঁকে কিছু বলার সাহস পাননি ওই জনপ্রতিনিধি তথা পেট্রোল পাম্প মালিক।

বীরপাড়ায় প্রশান্ত বর্মনের বাড়ি।

পুরোনো অভিযোগ

- একসময় আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজ সংলগ্ন নিজের প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে গাড়ি পার্কিং নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রশান্ত
- দমনপুরে কয়েকজন চিকিৎসকের সঙ্গেও বচসায় জড়িয়েছেন তিনি, সেই চিকিৎসকদের মারধরের

অভিযোগও রয়েছে

- কালচিনির বিডিও থাকাকালীন প্রশান্তর বিরুদ্ধে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ করেছেন জনপ্রতিনিধিদের অনেকে
- এক প্রভাবশালী ব্যক্তির পেট্রোল পাম্প থেকে প্রশান্ত জ্বালানি তেল নিতেন, যার টাকা তিনি কোনওদিনও মেটাননি বলে অভিযোগ

সরকারি বাস বন্ধ দুই দশক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৯ নভেম্বর : রাজ্যে পালাবদলের পর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) চাঙ্গা হয়েছে। বাসের সংখ্যাও বেড়েছে। অথচ বঞ্চিত আলিপুরদুয়ার শহর থেকে হাসিমারা বীরপাড়া হয়ে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটটি। বিশেষ করে, ওই রুটে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে কলকাতা পর্যন্ত এনবিএসটিসি'র একটি বাসও চলে না। অথচ বাম আমলে ওই রুটে কলকাতা পর্যন্ত প্রতিদিন রকেট ও সুপার বাস চালাত এনবিএসটিসি। রবিবার জয়গাঁ থেকে বীরপাড়া হয়ে কলকাতা পর্যন্ত বেসরকারি ভলভো বাস পরিষেবা চালু হয়েছে। অর্থাৎ ওই রুটে যাত্রী পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই, এনবিএসটিসি'র ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন ওই এলাকার মানুষ।

একসময় বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ছিল এনবিএসটিসি'র টিকিট কাউন্টার এবং স্ট্যান্ড। সেখান থেকেই কলকাতা যাওয়ার টিকিট বুক করা যেত। বর্তমানে অনলাইনেও বাসের টিকিট বুকিং করার সুবিধা রয়েছে। অথচ কলকাতা যাওয়ার সরকারি বাস পান না হাসিমারা, মাদারিহাট, বীরপাড়া, বানারহাট, নাগরাকাটার বাসিন্দারা। বীরপাড়ার রূপার্থ চক্রবর্তীর কথায়, 'হাসিমারা-মাদারিহাট-বীরপাড়া রুটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকার প্রচুর মানুষ প্রতিদিন কলকাতা যাতায়াত করেন। ট্রেন রয়েছে মাত্র ১টি। আগে এই রুটে একাধিক বাস চালাত এনবিএসটিসি। আমার বাবা এই রুটেই এনবিএসটিসি'র রকেট বাস চালিয়েছেন। বেসরকারি বাসগুলি বিলাসবহুল হলেও ভাড়া নাগালের বাইরে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই রুটে কলকাতা পর্যন্ত প্রতিদিন এনবিএসটিসি'র কমপক্ষে একটি বাস চালানো উচিত।'

> হাসিমারা-মাদারিহাট-বীরপাড়া রুটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকার প্রচুর মানুষ প্রতিদিন কলকাতা যাতায়াত করেন। ট্রেন রয়েছে মাত্র ১টি। আগে এই রুটে একাধিক বাস চালাত এনবিএসটিসি। বেসরকারি বাসগুলি বিলাসবহুল হলেও যাত্রীভাড়া সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এই রুটে কলকাতা পর্যন্ত প্রতিদিন এনবিএসটিসি'র কমপক্ষে একটি বাস চালানো উচিত।
>
> **রূপার্থ চক্রবর্তী**
> *বীরপাড়ার বাসিন্দা*

আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে হাসিমারা-মাদারিহাট-বীরপাড়া রুটে ট্রেন বলতে কেবল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। অথচ বেশিরভাগ সময়ই কনফার্ম টিকিট মেলে না। ফালাকাটা কিংবা শিলিগুড়ি গিয়ে কলকাতার বাসে চাপতে হয়। কারণ কোচবিহার তো বটেই, আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকেও এনবিএসটিসি'র বাসগুলি কলকাতা পর্যন্ত চলে ফালাকাটা রুটে। ফালাকাটা থেকে সলসলাবাড়ি পর্যন্ত নির্মীয়মাণ মহাসড়কের ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত অংশটি বেহাল থাকায় আলিপুরদুয়ার থেকে দিঘা পর্যন্ত ভলভো বাসটি পুজোর পর থেকে মাদারিহাট-বীরপাড়া রুটে চালানোর কথা জানিয়েছিলেন এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। অবশ্য ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

রাঙ্গালিবাজনার নিরঞ্জন রায় বলছেন, 'হাসিমারা-বীরপাড়া রুটের মানুষ এনবিএসটিসি'র পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। আলিপুরদুয়ার শহর এবং জয়গাঁ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত মাত্র দু-তিনটি বাস চলে। আমাদের ভরসা বেসরকারি বাস। এছাড়া এই রুটে কলকাতা যাওয়ার সরকারি বাস পরিষেবা নেই।' বীরপাড়ার প্রণব নাগ জানালেন, এলাকার অনেকেই জরুরি কাজে কলকাতা যান। কিন্তু কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে কলকাতা পৌঁছাতে সকাল গড়িয়ে যায়। দুপুরবেলা বীরপাড়া থেকে সরকারি বাস পরিষেবা থাকলে পরদিন ভোরবেলা কলকাতা পৌঁছানো সম্ভব।এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'ওই রুটে বাসের সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে।' আলিপুরদুয়ারে প্রচুর বিহারি বাস করেন। একসময় জয়গাঁ থেকে বীরপাড়া হয়ে বিহারের মোতিহারি এবং মুজফফরপুর পর্যন্ত এনবিএসটিসি'র বাস চলত। বছরের পর বছর ওই পরিষেবা বন্ধ। জয়গাঁ থেকে মোতিহারি, মুজফফরপুর পর্যন্ত যাত্রী টানছে বেসরকারি বাস। বীরপাড়ার দেবাশিস ভগত বলেন, 'আগে বীরপাড়া থেকে বিহারে যাওয়ার সরকারি বাস পাওয়া যেত। কিন্তু প্রায় দুই দশক এনবিএসটিসি'র ওই পরিষেবা বন্ধ।'

প্রতিষ্ঠা দিবস

হাসিমারা, ৯ নভেম্বর : দুঃস্থ মানুষ যাতে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পান সেজন্য ১৯৮৭ সালে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ তৈরি হয়েছিল। রবিবার কালচিনির মালঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এই কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। স্কুল পড়ুয়া ও মহিলাদের আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সচেতন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা কোর্টের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ (ফার্স্ট কোর্ট) পরেশচন্দ্র কর্মকার সহ অন্যরা।

রক্তদান শিবির

জটেশ্বর, ৯ নভেম্বর : গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রমোদনগরের নেহরু স্মৃতি ক্লাবের এবছর ৪১তম বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানকে সফল করতে রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির আয়োজিত হল। রক্তদান শিবিরে ২৫ জন রক্তদান করেন।

ছুরিকাঘাতে জখম তরুণ

সমীর দাস

কালচিনি, ৯ নভেম্বর : রবিবার সন্ধেবেলা কালচিনি ব্লকের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান সংলগ্ন পানা বনবস্তিতে ছুরির আঘাতে এক তরুণ গুরুতরভাবে জখম হন। আহত তরুণের নাম পঙ্কজ মৌর্য ওরফে আমন। উত্তরপ্রদেশে বাড়ি হলেও পঙ্কজ হ্যামিল্টনগঞ্জে সরোজিৎপল্লিতে মামার বাড়িতে থাকেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আহত তরুণকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পঙ্কজ জয়গাঁর একটি জিমে জিম ট্রেনার হিসেবে কাজ করেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে এদিন বিকেলে এক তরুণীকে স্কুটির পিছনে বসিয়ে পঙ্কজ জয়গাঁ থেকে বাসরা নদ পার হয়ে পানা বনবস্তিতে আসেন। যদিও স্থানীয়রা কোনও তরুণীকে ঘটনাস্থলে দেখতে পাননি। এদিন রাত পর্যন্ত জখম তরুণের পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে কালচিনি থানার

পরকীয়ার জের?

ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার পিছনে পরকীয়ার জের থাকতে পারে। বেশ কয়েক মাস আগে চলতি বছরের জুন মাসের ২৩ তারিখ রাতে পঙ্কজ এক বিবাহিত তরুণীকে নিয়ে স্কুটি করে যাওয়ার সময় হাসিমারা-কালচিনি রাজ্য সড়কের ওপর গুদামডাবরির রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় ছুরিকাহত হন। অভিযোগের তির ছিল স্কুটিতে বসা বিবাহিত তরুণীর দিকেই। ওই বিবাহিত তরুণী দলসিংপাড়ার বিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। যদিও বিবাহিত তরুণী অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। দুই পক্ষের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় পঙ্কজ সেইসময় পুলিশে অভিযোগ করেননি।

কয়েক মাসের ব্যবধানে পঙ্কজ ফের ছুরির আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হওয়ায় জল্পনা বাড়ছে। এদিন সন্ধেবেলা পঙ্কজের সঙ্গে স্কুটিতে ওই তরুণীই ছিলেন নাকি অন্য কেউ সেই প্রশ্নও উঠছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পঙ্কজ এদিন এক তরুণীকে নিয়ে পানা বনবস্তিতে গিয়েছিলেন। অথচ স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে কোনও তরুণীকে দেখেননি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাড়ছে ধোঁয়াশা।

প্রয়াত নেতা

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ নভেম্বর : শনিবার সিপিএম নেতা শনিচরণ বসুমাতার মৃত্যু হয়। রবিবার নেতার মৃত্যুতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবেশ্বর বর্মন, সিপিএম নেত্রী তারামণি কার্জি প্রমুখ। শনিচরণ খোয়ারডাঙ্গা এলাকায় কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

BA LL.B & LL.B Admission
SHREE RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION COLLEGE OF JURIDICAL STUDIES
WBSU & BCI, New Delhi Approved
Nischinda (Belur) Howrah
9831395349

পালাতে গিয়ে ধৃত ৩ বাংলাদেশি

দিনহাটা, ৯ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে পালানোর হিড়িক পড়েছে। এমনটা করতে গিয়ে কোচবিহার জেলার নানা সীমান্তে অনেকে ধরা পড়েছে। এবারে দিনহাটা-২ ব্লকের শালমারা দলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তিন বাংলাদেশি বিএসএফের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁদের সহযোগিতার অভিযোগে দুই ভারতীয় নাগরিককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ওই ভারতীয়রা ওই বাংলাদেশিদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে নিয়েছিলেন। শনিবার শালমারা দলবাড়ি সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। বিএসএফের ১৬২ নম্বর ব্যাটালিয়নের আধিকারিকরা এই পাঁচজনকে ধরে সাহেবগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেন।

ধৃতদের রবিবার দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক ধৃত বাংলাদেশিদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজত ও ধৃত ভারতীয়দের ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে খুলনার জেসমিন রহমান, চট্টগ্রামের খালিদা আক্তার ও ঢাকার মহম্মদ হাসান আলি রয়েছেন। সীমান্ত পারাপারে তাঁদের সহায়তা করার অভিযোগে দিনহাটার পূর্ব দিঘলটারি এলাকার দুই ভারতীয় নাগরিক মহিরউদ্দিন শেখ ও নজরুল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হাতির হানায় মৃত্যু, আতঙ্ক লেফরাগুড়িতে

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ৯ নভেম্বর : বাজার সেরে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে শনিবার সন্ধ্যায় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে কুমারগ্রাম ব্লকের ভক্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লেফরাগুড়ি বনবস্তির বাসিন্দা বিনোদ টোপ্পোর। পেশায় দিনমজুর ওই ব্যক্তির অকালমৃত্যুতে এলাকাজুড়ে চাপা ক্ষোভের পাশাপাশি ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নেমেছেন বনকর্মীরা। গুরুতর জখম বিনোদকে দ্রুত উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করালেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনার পরই বনবস্তি এলাকায় নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছে বন দপ্তর। লোকালয়ে হাতির হানা ঠেকাতে বনকর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাতে পাহারা দিচ্ছেন বন সুরক্ষা কমিটির লোকজন। মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তর।

কিছুদিন হল লেফরাগুড়ি বনবস্তি লাগোয়া টুকরো জঙ্গলে একপাল হাতি ছানাপোনা সহ আস্তানা গেড়েছে। খেতের পাকা ধান খাওয়ার লোভে হামেশা লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। লেফরাগুড়ি বনবস্তি থেকে শুরু করে পূর্ব শালবাড়ি, শিলবাংলো, আদিবাসীপাড়া, রাধানগর, ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দাদের হাতির আতঙ্কে দিন কাটছে। এরই মাঝে হাতির আক্রমণে বনবস্তিবাসীর মৃত্যুতে আতঙ্ক বহুগুণে বেড়েছে। জনবসতি লাগোয়া টুকরো জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে থাকা হাতির পালকে গভীর জঙ্গলে পাঠাতে সবরকম কৌশল চালিয়ে যাচ্ছেন ভক্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা। শুধু তাই নয়, ৩টি দলে ভাগ হয়ে বনকর্মীরা হাতির গতিবিধির

লেফরাগুড়ি বনবস্তি লাগোয়া এলাকায় বনকর্মীদের নজরদারি।

উপর নজর রাখছেন। এমনকি এই নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ড্রোন ক্যামেরাও। এক বনাধিকারিকের কথায়, ঘাঁটি গেড়ে থাকা হাতির পালের উপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারি রাখা হচ্ছে। তাদেরকে গভীর জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বন দপ্তরের এমন তৎপরতায় হাতির হানার আতঙ্ক যে কাটছে না তা বনবস্তিবাসীদের কথায় স্পষ্ট। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা লক্ষ্মী রাভা বলেন, 'ঘটনার দিন বিনোদ বাদে আরও কয়েকজন গ্রামবাসীকে হাতি তাড়া করেছিল। কপালজোরে ওদের কিছু হয়নি। মাঝেমধ্যেই খাবারের লোভে লোকালয়ে হাতি চলে আসছে। বছরভর আমরা ভয়ে ভয়ে চলাচল করি। জোড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হলে জঙ্গলপথ এড়ানো যাবে।'

এদিকে, হাতির হানার মৃত্যুর ঘটনা ঘটতেই দুই ফুলের রাজনৈতিক তর্জায় সরগরম হয়ে উঠেছে এলাকা। পদ্মফুলের নেতা বিজয় বড়ুয়া বলেন, 'তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির কারণে জঙ্গল ফাঁকা করে দিয়েছে কাঠ মাফিয়ারা। বন দপ্তরে পর্যাপ্ত কর্মী নেই। দু'-একজন ডিএল কর্মীদের দিয়ে বিট ও রেঞ্জ অফিসের কাজ চলছে। জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের খাবার নেই। এনিয়ে বনমন্ত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূল সরকারের কোনওরকম ভ্রূক্ষেপও নেই। রাজ্য সরকারের চরম উদাসীনতার কারণেই নানাভাবে সাধারণ মানুষের অকালে প্রাণ যাচ্ছে।'

পালটা ঘাসফুলের নেতা ভিক্টর রায়ের বক্তব্য, 'বাম আমলে এলাকার বাম নেতাদের মদতেই জঙ্গল কেটে সাফ করে দিয়েছিল। তারাই এখন বিজেপি নেতা। নিজেদের কুকর্মের দায় এখন তৃণমূলের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। আমরা পরিবারটির পাশে আছি। মৃতের পরিবারের একজনকে বন দপ্তরে চাকরি দেওয়ার দাবি জানিয়েছি।'

চেরি ব্লসমে সেজেছে সামাবিয়ং

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৯ নভেম্বর : বসন্তের এখনও দেরি, তবে নভেম্বর তো এসে গিয়েছে। আর তাতেই গোলাপি, লাল আর সাদা ফুলে সাজতে শুরু করেছে কালিম্পং জেলার পাহাড়ি গ্রাম সামাবিয়ং। আবহাওয়ার বিরূপতায় দিন কয়েক দেরিতে হলেও, ফের একবার রঙিন চেরি ফুলের ডালি সাজিয়েছে ঝান্ডি থেকে লাভা যাওয়ার পথে সামাবিয়ং টি এস্টেট।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চেরি ফুল ফোটার এই সময়টাকে 'চেরি ব্লসম' বলা হয়। বাস্তবে চেরি ব্লসম বলতে জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার নাম মনে এলেও ভারতের শিলং, দক্ষিণ সিকিমের টেমি টি গার্ডেন এবং কালিম্পং জেলার সামাবিয়ং টি এস্টেট গত কয়েক বছরে চেরি ব্লসমের জন্য পর্যটকদের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠেছে।

কালিম্পং জেলার আলগাড়া-২ ব্লকের সামাবিয়ং টি এস্টেটের সবুজ পাহাড়ি ঢালে এখন দ্যুতি ছড়াতে শুরু করেছে গোলাপি চেরি ফুল। এই ফুলের সৌন্দর্য, রং এবং অল্প কয়েকদিনের জন্য এর প্রকাশ, এককথায় একে অনন্য করে তুলেছে। পর্যটকদের কাছে চেরি ফুলের হালকা গোলাপি রংয়ের অপরূপ সৌন্দর্য প্রকৃতির

সামাবিয়ং টি এস্টেটে চেরি ব্লসম।

সঙ্গে মেলবন্ধনের অনুভূতি দেয় বলেই জাপানে প্রতিবছর চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল 'সাকুরা' দেখতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ জাপানে পাড়ি দেন। ভারতেও উত্তর-পূর্বের শিলংয়ে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল চালু হয়েছে। সেখানেও দেশবিদেশের পর্যটকদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। চেরি ফুলের অপার সৌন্দর্যের আধার কালিম্পংয়ে এখনও এমন কোনও উৎসবের আয়োজন হয় না। তাই কার্যত আড়ালে থাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫০০ ফুট উচ্চতায় ছবির মতো সুন্দর সামাবিয়ং চা বাগান যেন রূপকথার দেশ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা রোশন রাই বলেন, 'এ বছর নভেম্বরের শুরুতে টানা বৃষ্টিতে কিছুটা দেরি হয়েছে বটে, তবে তারপর থেকে চড়া রোদ ওঠায় চেরি ফুলের পাপড়িগুলো যেন ডানা মেলতে শুরু করেছে।' পবনদীপ মুখিয়া নামে স্থানীয় এক তরুণ বলেন, 'ভোরে সূর্যের আলো যখন চেরি ফুলের পাপড়িতে জমে থাকা শিশিরের ওপর এসে পড়ে, সেই দৃশ্য বর্ণনাতীত। যে কয়েকজন হাতেগোনা পর্যটক আসেন, তাঁরা এই দুর্লভ অভিজ্ঞতা নিয়ে যান।'

২৫-৪০ ফুট উচ্চতার একেকটি চেরি গাছে নভেম্বরের শুরু থেকেই ফুল ফুটতে শুরু করে। তার কোনওটির রং লাল বা সাদা। তবে বেশিরভাগই হালকা গোলাপি রংয়ের। মোটামুটি ২০ দিন ধরে চলে ফুল ফোটার পালা। এই সময় ঝান্ডি থেকে শেরপাগাঁও হয়ে লাভা যাওয়ার পথে সারি সারি গাছে গোলাপি রংয়ের হাতছানি উপভোগ করে এই পথে আসা পর্যটকদের দল।

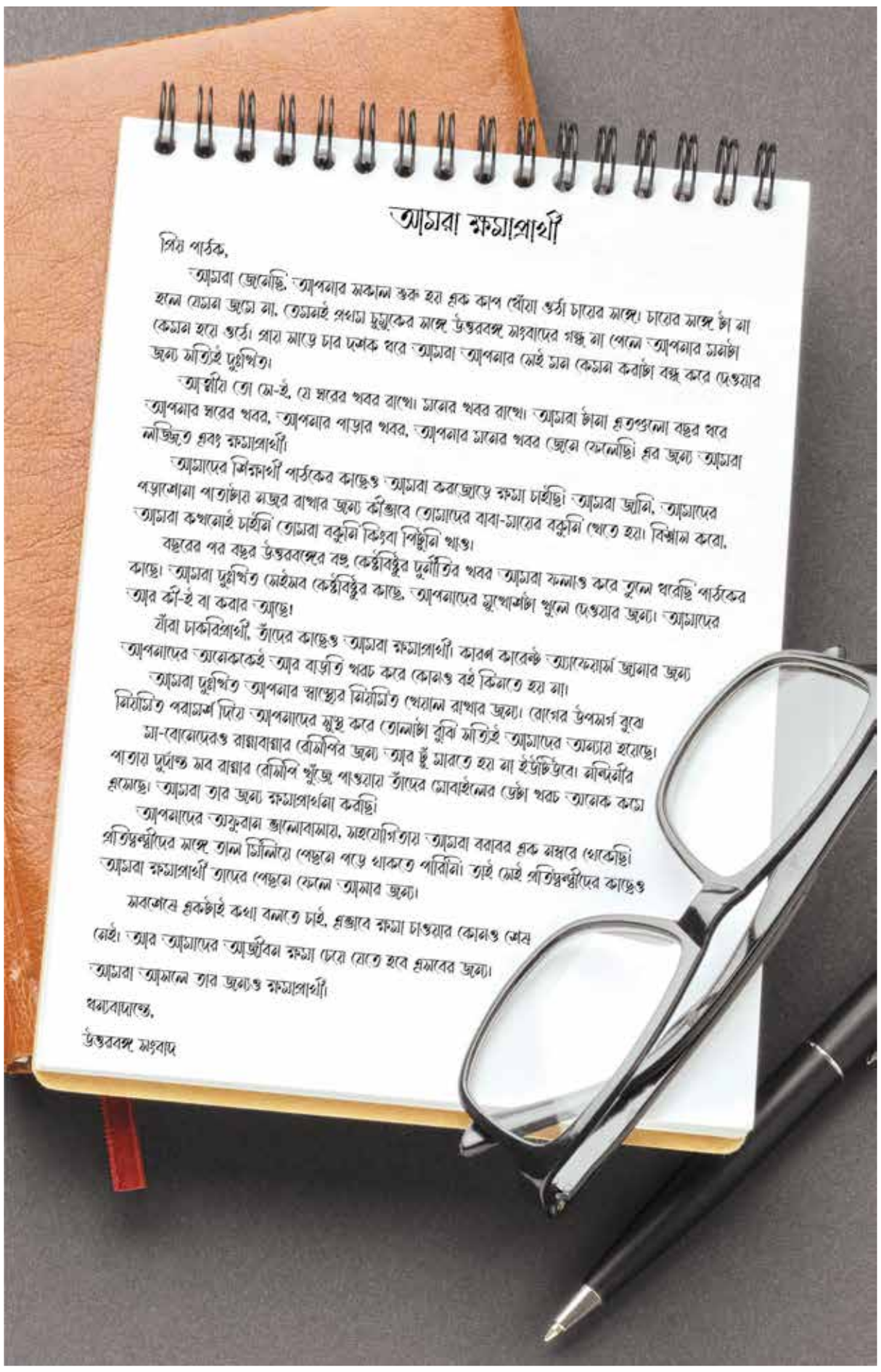

এনুমারেশন ফর্ম হাতে মথুরা চা বাগানের বাসিন্দারা। -সংবাদচিত্র

প্রশাসনের নির্দেশে কালঘাম বিএলও-দের

দু'দিনে ফর্ম বিলি শেষ করার টার্গেট

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : আগামী ১১ নভেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবারের মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার এনুমারেশন ফর্ম বিলি শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিল আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় সুপারভাইজার মারফত বুথ লেভেল অফিসারদের কাছে সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সেই টার্গেট কীভাবে পূরণ হবে তা ভেবেই কালঘাম ছুটছে বিএলও-দের। এসআইআর-এর কাজে যুক্ত জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, দ্রুত ফর্ম বিলি শেষ হলে তা জমা নেওয়ার কাজ শুরু করা হবে। তাই তাড়াতাড়ি ফর্ম বিলি শেষ করতে বলা হচ্ছে। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার দিন থেকেই জেলায় ফর্মের ঘাটতির সমস্যা ছিল। তবে রবিবার সেই সমস্যা মেটানো হয়েছে বলে জানালেন জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অরবিন্দ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'এদিন বাকি থাকা সব ফর্ম পাওয়া গিয়েছে। বিএলও-দের তা দিয়েও দেওয়া হয়েছে। আগামী দু'দিনের মধ্যে তা বিতরণ করা শেষ হয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।'

এদিকে, জেলা প্রশাসনের তাড়ায় চিন্তা বাড়ছে বিএলও-দের। বিভিন্ন এলাকায় এদিনই তাঁরা ফর্ম হাতে পেয়েছেন। আলিপুরদুয়ার শহরে অনেক বিএলও রবিবার দুপুর পর্যন্ত মাত্র ১০টি করে ফর্ম পেয়েছিলেন। দুপুরের পর অবশ্য অনেকে ফর্ম পেয়ে বিকেলের মধ্যে তা বিলি করেন। কেউ কেউ জানান, সোমবার থেকে আরও দ্রুত কাজ হবে। তবে তা সত্ত্বেও মঙ্গলবারের মধ্যে ফর্ম বিলি শেষ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এনিয়ে শহরের এক মহিলা বিএলও বলেন, 'রবিবার সব ফর্ম দেওয়া হয়েছে। দু'দিনের মধ্যে সেগুলি বিলি করে শেষ করতে বলা হয়েছে। হাজারের বেশি ফর্ম রয়েছে। কীভাবে দু'দিনের মধ্যে কাজ শেষ করব, তাই ভাবছি।' অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের আরেক বিএলও'র বক্তব্য, 'সুপারভাইজার প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০০টি ফর্ম বিলি করতে বলছেন। সকাল থেকে বের হলেও তা করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এদিনও সকাল থেকে ফর্ম দিচ্ছি।'

নির্বাচন কমিশন থেকে বিএলও-দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় জানানো হয়েছিল যে, সব ফর্ম একসঙ্গে দেওয়া হবে এবং সেগুলি বাছাই করে সব বাড়ির ফর্ম আলাদা করতে হবে। তারপর তা বিলি করতে সুবিধা হত বিএলও-দের। তবে পর্যাপ্ত ফর্ম না পাওয়ায় সেই পদ্ধতি মানা যায়নি। তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পুরো বিষয়টি ছন্দে আসবে বলে মত প্রশাসনের। তবে মঙ্গলবারের বদলে ১০০ শতাংশ ফর্ম বিলি করতে আরও দু'দিন সময় লাগতে পারে বলে দাবি বিএলও-দের। তথ্য বলছে, রবিবার বিকেল পর্যন্ত ৩৫ শতাংশ ফর্ম বিলি হয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, সঠিকভাবে ফর্ম আবার ফেরত নিতে হবে। এরপর সেই তথ্য যাচাই ও ম্যাপিং হবে। যেসব ফর্ম নিয়ে সন্দেহ থাকবে সেগুলির আলাদা তালিকা তৈরি করে হিয়ারিং প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। এর জন্যই প্রথমে কিছুটা দেরি হলেও এরপর থেকে দ্রুত বিএলও-দের কাজ শেষ করাতে চাইছে জেলা প্রশাসন।

সমস্যা যেখানে

আলিপুরদুয়ার শহরে অনেক বিএলও রবিবার দুপুর পর্যন্ত মাত্র ১০টি করে ফর্ম পেয়েছিলেন

এদিন সব ফর্ম পেয়েছেন তাঁরা

সুপারভাইজার প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০০টি ফর্ম বিলি করতে বলছেন। সকাল থেকে বের হলেও তা করা মুশকিল বলে জানাচ্ছেন বিএলও-রা

১০০ শতাংশ ফর্ম বিলি করতে আরও দু'দিন সময় লাগতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যানের ইস্তফায় কটাক্ষ সুকান্তর

কালেকশন কম, চেয়ার বদল

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ নভেম্বর : 'উত্তরবঙ্গের পুরসভাগুলো থেকে কালেকশন কম। তাই দু'-তিন বছর অন্তর চেয়ারম্যান বদল করে তৃণমূল কংগ্রেস। যে ক্যামাক স্ট্রিটে বেশি টাকা পাঠাতে পারবে, তাকেই চেয়ারম্যান করা হবে!', রবিবার ফালাকাটার ট্রাফিক মোড়ের পথসভা থেকে কার্যত এই ভাষাতেই শাসকদলকে কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

এদিন প্রথমে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ফালাকাটা শহরে সংকল্প পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নেন সুকান্ত। এরপর পথসভা থেকে চাঁছাছোলা ভাষায় তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। সুকান্ত বলেন, 'পুরসভার চেয়ারম্যান বদল নিয়ে নাটক হচ্ছে। শুনতে পারছি, উত্তরবঙ্গের পুরসভাগুলোর চেয়ারম্যানের পদ দেড় কোটি টাকায় নিলাম হচ্ছে।'

শুক্রবার দলীয় সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নিয়ে ইস্তফা দিয়েছেন ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি এবং ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত অধিকারী। সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশেষ কিছু না বললেও, জয়ন্ত কিন্তু ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পদ ও দলীয় পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। প্রদীপ এর আগেও দুইবার চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এবার দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশেই পদত্যাগ বলে প্রদীপ জানিয়েছেন। তবে সুকান্তর কটাক্ষের প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রদীপ ও জয়ন্ত, দুজনের কেউই মুখ খুলতে চাননি।

> উত্তরবঙ্গের পুরসভাগুলো থেকে কালেকশন কম। তাই দু-তিন বছর অন্তর চেয়ারম্যান বদল করে তৃণমূল কংগ্রেস। শুনতে পারছি, চেয়ারম্যানের পদ দেড় কোটি টাকায় নিলাম হচ্ছে। যে ক্যামাক স্ট্রিটে বেশি টাকা পাঠাতে পারবে, তাকেই চেয়ারম্যান করা হবে!
>
> **সুকান্ত মজুমদার**
> *কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী*

ফালাকাটায় মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার।

এদিনের সভা থেকে পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বদল নিয়ে বক্তব্য রাখেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন। তিনি বলেন, 'এই নিয়ে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান তিনবার পদত্যাগ করলেন। তবে কে চেয়ারম্যান হবেন, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা চাই নাগরিক পরিষেবা বজায় থাকুক।'

তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি রাজু মিশ্র অবশ্য বলছেন, 'চেয়ারম্যান বদল একেবারেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত। ভুলভাল বলে বিজেপি বাজার গরম করতে চাইছে। তবে মানুষের পুরসভা ও তৃণমূলের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমরা খুব দ্রুত পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পাব।' সরকারি ও দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিলেও খাতায়-কলমে পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এখনও জয়ন্ত। এর আগেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এই পদত্যাগ আমার কাছে অসম্মানজনক। আমার বাবা প্রয়াত অনিল অধিকারীর জন্যই ফালাকাটায় তৃণমূল এই জায়গায় পৌঁছেছে। তাঁর নাম ভাঙিয়ে আজও দল চলছে। কিন্তু বাবাকে যেমন দল সম্মান দেয়নি, তেমনই ঠিক একই ব্যবহার করা হল আমার সঙ্গে।'

> চেয়ারম্যান বদল একেবারেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত। ভুলভাল বলে বিজেপি বাজার গরম করতে চাইছে। তবে মানুষের পুরসভা ও তৃণমূলের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমরা দ্রুত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পাব।
>
> **রাজু মিশ্র** *সভাপতি, ফালাকাটা টাউন ব্লক, তৃণমূল কংগ্রেস*

মেধা অন্বেষণ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৯ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত 'নিখিলবঙ্গ মেধা উৎকর্ষ অভিযান'। জেলার ১২টি সার্কেলের ২৮টি অভীক্ষাকেন্দ্রে ৩৪২টি স্কুলের মোট ৪,৯৫২ জন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া অংশ নিয়েছে।

জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত পরীক্ষায় ৬৯১ জন পড়ুয়া অংশ নেয়, তার মধ্যে ৩৮৫ জন ছাত্রী। সংগঠনের ফালাকাটা উত্তর মণ্ডলের সম্পাদক নিশিকান্ত সরকার বলেন, 'পড়ুয়াদের মেধাকে বাহবা দিতে প্রতিবছর রাজ্যজুড়ে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এ বছর উত্তর মণ্ডলে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।' এদিন জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি বিপ্লব ঝাঁ, জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিপিন রায়, ফালাকাটা উত্তর মণ্ডল সভাপতি কেশরীমোহন বর্মন প্রমুখ।

কুমারগ্রাম পূর্ব মণ্ডলে ৫৫০ জন পড়ুয়া পরীক্ষায় বসে। সোনাপুর বিকে হাইস্কুল, উত্তর কামশিং গ্রাম স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়, রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়, শালকুমারহাট হাইস্কুলে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৬৬২ জন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com
ছুটি বলে কথা। ইসলামপুরের বলঞ্চায় ছবিটি তুলেছেন শেখ ফরিদ আলম।

সন্ধ্যা হলেই ভয়ে ঘরে উত্তর ধুলাগাঁও

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৯ নভেম্বর : সন্ধ্যা হলেই চিতাবাঘের আতঙ্ক। আর তাতেই ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ধুলাগাঁও লক্ষ্মী মন্দির এলাকার বাসিন্দাদের ঘুম উড়েছে।

শনিবার রাতে একটি চিতাবাঘকে রাস্তা পারাপার করতে দেখেছেন অনেকে। অন্ধকার নামতেই যাতায়াতের রাস্তা কিংবা ঝোপঝাড়ে চিতাবাঘের দেখা মেলে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। তার জেরে আতঙ্কিত এলাকার সকলে। এমনকি চিতাবাঘের হামলা ঠেকাতে পথচারীদের দলবেঁধে চলাচল করতে দেখা গিয়েছে। অনেকে আবার জোরালো আলো কিংবা লাঠিসোঁটা নিয়েও রাস্তায় চলাচল করছেন। সন্ধ্যার পরে খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে এলাকার কেউ বের হচ্ছেন না। এই অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত বন দপ্তরের সহযোগিতা দাবি করেছেন।

যদিও এনিয়ে মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বলেন, 'কড়াইবাড়ি এলাকায় চিতাবাঘের জন্য একটি খাঁচা বসানো আছে। তবে ধুলাগাঁও থেকে আমাদের কেউ কিছু জানাননি। বিষয়টি দেখা হবে।'

জানা গিয়েছে, প্রায় বছরখানেক আগেও লক্ষ্মী মন্দির সংলগ্ন শ্মশানঘাট এলাকায় চিতাবাঘের নিথর দেহ উদ্ধার করেছিল বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জ। দেহ উদ্ধারের পরও বিভিন্ন এলাকায় চিতাবাঘের পায়ের ছাপ মিলেছিল। তা দেখে বন দপ্তর ও স্থানীয়দের অনুমান ছিল, ওই এলাকায় আরও চিতাবাঘ থাকতে পারে।

এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় রায় বলেন, 'লক্ষ্মী মন্দির এলাকার পিছনে প্রচুর গাছপালা ও কলা বাগান রয়েছে। এছাড়া রয়েছে মুজনাই নদী। সেখানে চিতাবাঘ থাকতে পারে। আমরা চাই বন দপ্তরের তরফে দ্রুত চিতাবাঘ ধরার ব্যবস্থা করা হোক।'

আরেক বাসিন্দা শ্যামলী রায় জানান, এলাকার নানা রাস্তায় মানুষ চলাচল করেন। এখন চিতাবাঘের আনাগোনার কথা শোনা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বেরোতে সকলে ভয় পাচ্ছেন। তাই দ্রুত খাঁচা পেতে চিতাবাঘ ধরা হোক, চাইছেন স্থানীয়রা।

শীতের মুখে মথুরায় ফের দেখা চিতাবাঘের

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৯ নভেম্বর : গত বছর নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় থেকে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে তিনটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছিল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা চা বাগানে। এক মাসের মধ্যে তিনটি চিতাবাঘ আটক হওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। এবছর ফের নভেম্বর পড়তেই মথুরায় চিতাবাঘের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যা হলেই চা মহল্লার বিভিন্ন জায়গায় চিতাবাঘ দেখা যাচ্ছে বলেও জানাচ্ছেন শ্রমিকরা। স্থানীয়দের নিরাপত্তা দিতে ইতিমধ্যেই বন দপ্তরের পক্ষ থেকে টহল দেওয়া শুরু হয়েছে। মথুরা বলরাম আউট ডিভিশন এবং কৃষ্ণ ডিভিশন দু'জায়গাতেই চিতাবাঘ দেখা যাচ্ছে বলে রবিবার চা বাগানের ওই দু'জায়গায় দুটি খাঁচা পাতা হল।

খুব শীঘ্রই খাঁচায় চিতাবাঘ ধরা পড়বে বলে মনে করছেন বনকর্মীরা। এদিন বন দপ্তরের চিলাপাতার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ্ত ঘোষ বলেন, 'মথুরায় চিতাবাঘ রয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। সেজন্যই বনকর্মীরা টহল দিচ্ছেন। আর খাঁচাও বসানো হয়েছে। কোনও জায়গায় চিতাবাঘ দেখা গেলে বনকর্মীদের খবর দিতে বলা হয়েছে।' গত বছরও শীত পড়ার মুখে একই রকম আতঙ্ক ছড়িয়েছিল চা মহল্লায়। অনেক গৃহপালিত পশু হয়েছিল চিতাবাঘের শিকার। এবছরও একই রকম ঘটনা নজরে আসছে। ওই চা বাগানের বিভিন্ন জায়গায় চিতাবাঘ দেখা যাচ্ছে। বন দপ্তর মনে করছে একাধিক চিতাবাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে এসেছে। এতেই বিপদের ভয় থাকছে। আবার চা বাগানে এসে চিতাবাঘ বাচ্চা প্রসব করেছে কি না সেটাও চিন্তা বাড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে চিতাবাঘ আরও অনেকদিন থাকবে বলেও মনে করা হচ্ছে। এদিন মথুরার আউট ডিভিশনের বাসিন্দা সাহীন ওরাওঁ বলেন, 'চিতাবাঘের ভয়ে সন্ধ্যায় অনেকেই একা রাস্তায় বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছেন। গত বছরও প্রায় তিন মাস এই রকম ভয় ছিল। এরপর চিতাবাঘগুলি ধরা পড়ায় ভয় কাটে।' এই চিতাবাঘ একদিকে যেমন স্থানীয়দের আতঙ্কের, তেমনই ভয়ে দিন কাটছে চা বাগানের শ্রমিকদের। এদিন চা বাগানের কর্মী রাজেন এক্কা বলেন, 'চা বাগানে চিতাবাঘ লুকিয়ে থাকলে তা খুঁজে বের করা মুশকিল। আর এজন্য বাগানে কাজ করতেও অনেকে ভয় পাচ্ছেন। কখন ওই চিতাবাঘগুলি বেরিয়ে এসে আক্রমণ করে দেবে তার তো ঠিক নেই।' বাগানের শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে চা বাগান কর্তৃপক্ষ। বন দপ্তরের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ রাখা হয়েছে তেমনই আবার বাগানের কর্মীদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বলে জানালেন আউট ডিভিশনের ইনচার্জ আকাশকুমার ঝা।

মথুরা চা বাগানে বসানো হয়েছে খাঁচা।

অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক।

ইউনিয়নের কমিটি গঠন

শালকুমারহাট, ৯ নভেম্বর : রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত খেতমজদুর ইউনিয়নের দ্বিতীয় বার্ষিকী অঞ্চল প্রতিনিধি সম্মেলন।

এই সম্মেলনে সংগঠনের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সম্পাদক জয়নাথ রায়, জেলা সদস্য যোগেশ রায়, হজরত আলি, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের জেলা সম্পাদক অরবিন্দ রায় সহ ৩৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। হাজির ছিলেন সমর্থকরাও। সম্মেলন শেষে ১৩ জনের শালকুমারহাট অঞ্চল কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন রতন মজুমদার। সম্পাদক যোগেশ অধিকারী ও কোষাধ্যক্ষ হন বিকাশ রায়।

১০০ দিনের কাজ চালুর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাই তা দ্রুত কার্যকরের দাবি তুলেছে এই সংগঠন।

রাইস মিলের দূষণে জেরবার, এলাকায় বিধায়ক

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ নভেম্বর : উত্তর পারোকাটার কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ রবিবার রাইস মিল সংক্রান্ত নানা সমস্যায় জর্জরিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। গত কয়েক মাস ধরে ওই এলাকার রাইস মিল থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া ও দূষিত বর্জ্য জল নিয়ে বাসিন্দাদের অসন্তোষ চরমে পৌঁছেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, কালো ধোঁয়ায় এলাকার বাতাস দূষিত হয়ে পড়ছে। যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনই বহু মানুষ শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। শুধু তাই নয়, মিল থেকে নির্গত নোংরা জল পাশের কৃষিজমিতে ঢুকে ফসলের ক্ষতি করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এদিন বৈঠকে বিধায়ক মনোজ স্থানীয়দের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সরাসরি রাইস মিলে গিয়ে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। তিনি মিলের ম্যানেজার ও অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার মূল কারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিধায়ক বলেন, 'এলাকাবাসীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তিন মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।' অন্যদিকে রাইস মিলের পক্ষ থেকে ম্যানেজার দেবপ্রকাশ দত্ত রায় বলেছেন, 'সমস্ত রকম অনুমতি নিয়েই মিলটি খোলা হয়। দূষণ কমাতে একটি নির্দিষ্ট মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও জলের জন্য একটি ফিল্টারও ব্যবহার করা হয়। তারপরেও যদি কোনও অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাব।'

চাষিরা জানাচ্ছেন, মিলের বর্জ্য জলে ধান ও অন্য ফসল চাষে ক্ষতির পরিমাণ দিন-দিন বাড়ছে। ফলে আর্থিক দুরবস্থার মুখে পড়ছেন তাঁরা। এছাড়া রাইস মিলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ক্রমাগত শব্দে এলাকার শান্তি নষ্ট হচ্ছে। শিশু ও বয়স্কদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রিঙ্কু তরফদার বলেন, 'প্রতিদিন মিলের কালো ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে বয়স্করা বেশি ভুগছেন। তাই আমরা চাই, দ্রুত সমস্যার সমাধান হোক।' অপর বাসিন্দা গণেশ দে জানান, রাইস মিলের কাজের জন্য সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী। অবিলম্বে মিল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন একযোগে ব্যবস্থা না নিলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হবে।

আদিবাসী সংস্কৃতি-সাহিত্য উৎসবে অনুবাদ কর্মশালা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : রবিবার বিরসা মুন্ডা অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ডুয়ার্স আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য উৎসবের শেষ দিনে, অন্যতম আকর্ষণ ছিল অনুবাদ কর্মশালা। বইগ্রাম পানিঝোরায় ৫টি আদিবাসী ভাষার অনুবাদ কর্মশালা হয়েছে।

এদিন প্রথমে পড়ুয়া ও স্থানীয়দের সঙ্গে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 'রাভা', 'মেচ', 'টোটো', 'সাদরি' ও 'কুরুখ'-এই ৫টি ভাষার বিশেষজ্ঞরা তাদের ওই ভাষা থেকে কিছু কিছু পংক্তির বঙ্গানুবাদ শেখান।

বাংলায় ওই বিপন্নপ্রায় ভাষাগুলির অনুবাদই ভাষা বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম উপায় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসবের শেষ দিনে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এই অনুবাদ কর্মশালা করা হয়েছে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি পাঁচটি ভাষাতেই অনুবাদ করে তাঁদের বোঝানো হয়।

'জীবনে চলার পথে নানারকম প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি থাকবেই, কিন্তু যতই বাধাবিপত্তি আসুক লক্ষভ্রষ্ট হওয়া চলবে না। তবেই একমাত্র জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব।' নয়োমি রাভাকে, 'কোচাক্র' ভাষায় লেখা রাভা সম্প্রদায়ের 'লাম' কবিতাটির প্রথম অংশটা এভাবেই বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন শান্তিরাম রাভা। দমনপুর হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া নয়োমি রাভার কথায়, 'বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করি। কোনওদিন কোচাক্র বুঝতে পারিনি। আজ শিখে, বুঝে মনে হচ্ছে এখন কোচাক্রতে লেখা গল্প কবিতা, গল্প যেমন বুঝতে পারব, লিখতে পারব, আবার বাংলায় অনুবাদও করতে পারব।'

তাঁদের 'কোচাক্র'-র অর্থ বোঝাতে বোঝাতে শান্তিরাম বলেন, 'আমাদের অনেকের এই ভাষা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। আগামীর গবেষক ও ভাষাপ্রেমীদের জন্য এই ভাষার সংরক্ষণ ভীষণ প্রয়োজন। অনুবাদ ছাড়া সেটা অসম্ভব।'

> আমাদের অনেকের এই ভাষা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। আগামীর গবেষক ও ভাষাপ্রেমীদের জন্য এই ভাষার সংরক্ষণ ভীষণ প্রয়োজন। অনুবাদ ছাড়া সেটা অসম্ভব।
>
> **শান্তিরাম রাভা**
> *'কোচাক্র' ভাষার বিশেষজ্ঞ*

বইগ্রাম পানিঝোরায় ৫টি আদিবাসী ভাষার অনুবাদ কর্মশালা।

আবার মাতৃভাষা 'কুরুখ' হলেও, 'সাদরি'-তেই কথা বলেন ও লেখেন সুধা টোপ্পো ও সুস্মিতা টোপ্পোরা। তাই কুরুখ শিখতে কর্মশালায় এসেছিলেন তাঁরাও। আর কুরুখের বঙ্গানুবাদ করে দিচ্ছিলেন বিমলকুমার টোপ্পো। সুধার কথায়, 'একটু একটু কবিতা লিখতে চেষ্টা করি সাদরিতে। এখন নিজের ভাষাতেও লিখতে পারব। তেমনি কুরুখ থেকে বাংলাতেও অনুবাদ করতে পারব।'

ঝুনু মারাকের মাতৃভাষা গারো। তিনিও এদিন বাংলা ভাষা শিখতে এদিনের কর্মশালায় যোগ দিয়েছিল। ঝুনুর কথায়, 'বাংলা শেখার ও বিশেষ করে পড়তে শেখার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কখনও সুযোগ পাইনি। আগামীতেও এরকম কর্মশালা চলতে থাকলে, বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষাও বেঁচে থাকবে।'

জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ডুয়ার্সজুড়ে যেহেতু নানা ভাষাভাষী মানুষের বসবাস, তাই সবাই যদি সবার ভাষা একটু একটু করে শেখে, তাহলে সব ভাষাই সেখানে নিজ গুরুত্বে বেঁচে থাকবে বলে তাদের বিশ্বাস।

বিরসা মুন্ডা অ্যাকাডেমির সচিব ও উপ-অধিকর্তা সন্তু বিশ্বাস বলেন, 'অনুবাদ কর্মশালা ছাড়াও এদিন ভাষার বেঁচে থাকা, মাতৃভাষার গুরুত্বের মতো একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

> বাংলা শেখার বিশেষ করে পড়তে শেখার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কখনও সুযোগ পাইনি। আগামীতেও এরকম কর্মশালা চলতে থাকলে, বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষাও বেঁচে থাকবে।
>
> **ঝুনু মারাক**
> *গারোভাষী*

গ্রেপ্তার

আপত্তিকর ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা করল নাবালিকা। বীরভূমের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মালগাড়ির ধাক্কা

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে শাখার বালিচক স্টেশনে মালগাড়ির ইঞ্জিন ও দুই বগির ধাক্কা লাগে প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে। বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে রেল।

সরব বাংলা পক্ষ

দমদমের নাবালিকার গণধর্ষণের প্রতিবাদে মিছিল করল বাংলা পক্ষ। এয়ারপোর্ট ১ নম্বর গেট থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত মিছিল হয়। ধর্ষকদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলা পক্ষ। মিছিলে নেতৃত্ব দেন গর্গ চট্টোপাধ্যায়।

আত্মঘাতী মা

ছেলের মৃত্যু দেখার পরই তিনতলা থেকে ঝাঁপ মেরে আত্মঘাতী হলেন মা। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের রাইনগ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে।

শিশুকে যৌন নির্যাতনে গ্রেপ্তার ঠাকুরদা

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : হুগলির তারকেশ্বরে চার বছরের ঘুমন্ত শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের জালে তার ঠাকুরদা। শনিবার ভোরে মশারি কেটে শিশুটিকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর পাশবিক অত্যাচারের পর স্টেশন সংলগ্ন একটি নর্দমা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাকে। ইতিমধ্যেই তার মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে। যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন প্রাথমিক তদন্তের পর জানান, যৌন নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত একজনই। গুড়াপের শিশু ধর্ষণের মতো এই ঘটনারও তদন্ত দ্রুত শেষ করা হবে। তদন্তের জন্য ৫ জনের একটি দলও গঠন করা হয়েছে।

> একটা শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। সত্য লুকোতে পুলিশ প্রশাসন মিথ্যে ভাবমূর্তি তৈরি করছে। তারা সত্যি পুলিশ কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি একজন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

শিশুর ঠাকুরদাকে দীর্ঘ জেরার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার আরও জানান, ঘটনাটি স্পর্শকাতর, অপ্রত্যাশিত। রবিবার আদালত বন্ধ থাকায় অভিযুক্তকে একদিনের জন্য জেলে পাঠানো হয়েছে। সোমবার আদালতে হাজির করানো হবে। ইতিমধ্যেই ফরেন্সিক দল নমুনা সংগ্রহ করেছে। চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটিকে তদন্তে যুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন শিশুটি হোমে থাকবে। এই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'একটা শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। সত্য লুকাতে পুলিশ প্রশাসন মিথ্যে ভাবমূর্তি তৈরি করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি একজন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী।'

ঠাকুমার পাশেই শিশুটি শুয়ে ছিল। ভোর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে স্টেশন সংলগ্ন নর্দমা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। শিশুটির যৌনাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তার গলায়, যৌনাঙ্গে কামড়ের দাগ ছিল। তাকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের দাবি, যৌনাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এর পর শিশুটিকে নিয়ে পুলিশের কাছে যায় পরিবারের সদস্যরা। তবে অভিযোগ, তাদের থানা থেকে চলে যেতে বলা হয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধের পর মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ফের শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় জানান, এই ঘটনায় রেল পুলিশের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। রাজ্য পুলিশের তরফে সকালে অভিযোগ জানানোর কথা বলা হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরের কথা শুনে ওই পরিবার থানা থেকে চলে যায়। তবে শিশুটির চিকিৎসা সহ সমস্ত রকমের সহায়তা করেছে প্রশাসন।

ব্রেনস্ট্রোকে মৃত্যু বিএলও'র

মেয়ের মুখে বিষ, এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা ও বর্ধমান, ৯ নভেম্বর : কাজের চাপে ব্রেনস্ট্রোক হয়ে এক বিএলওর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নমিতা হাঁসদা (৫০) বলরামপুরে ২৭৮ নম্বর বুথের বিএলও হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি মেমারি থানার বোহার দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চক বলরামের বাঙাল পুকুর এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে তিনি ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্বামী মাধব হাঁসদা বলেন, 'কাজের চাপেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন বেশি সংখ্যক বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এত চাপ নিতে পারছিলেন না। কর্মরত অবস্থাতেই ব্রেনস্ট্রোক হয়েছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি।' তাঁর ছেলে মানিক হাঁসদাও অত্যাধিক কাজের চাপকেই দায়ী করেছেন।

জেলা শাসক আয়েশা রানি জানান, যাঁরা অসুস্থ তাঁদের ডিউটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখছেন। বিএলও ঐক্যমঞ্চের সম্পাদক স্বপন মণ্ডল সিইওর দপ্তরে চিঠি দিয়ে নমিতার পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি করেছেন।

এরই মধ্যে এসআইআর আতঙ্কে ছয় বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন হুগলির ধনেখালির এক গৃহবধূ। পরিবারের সকলে এনুমারেশন ফর্ম পেলেও শুধু তিনিই পাননি। তাই মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা বলে দাবি পরিবারের। বর্তমানে দুজনেই এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিধায়ক অসীমা পাত্র বলেন, 'বিজেপি নেতারা যেভাবে বলছেন, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেব, তাতে গোটা বাংলায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।' পূর্ব বর্ধমানের কালনাতেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে ক্ষিতীশ শর্মা নামে এক ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ।

> কাজের চাপেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন বেশি সংখ্যক বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এত চাপ নিতে পারছিলেন না। কর্মরত অবস্থাতেই ব্রেনস্ট্রোক হয়েছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি।
>
> **মাধব হাঁসদা**
> মৃতের স্বামী

বিএলওদের এনুমারেশন ফর্ম বিলিতে অনিয়ম, তাঁদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এদিকে পিংলা বিধানসভার খড়গপুর ২ ব্লকের তেঁতুলমুড়ি ১৩২ নম্বর বুথে বিএলওর স্বামী ও তৃণমূল নেতা ফর্ম বিলি করেছেন বলে অভিযোগ। হাওড়ার উনসানির সর্দারপাড়ায় তৃণমূলের সহায়তা শিবিরে ফর্ম বিলির অভিযোগ নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও। নিউআলিপুরের সাহাপুরে স্কুলের মধ্যে ক্যাম্প করে এনুমারেশন ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠেছে। যদিও বিএলওদের দাবি, এলাকাবাসীদের অনুরোধেই তাঁরা এটা করেছেন। কয়েকজন এই ক্যাম্প থেকে ফর্ম তুলেছেন। কালনায় রাস্তা থেকে উদ্ধার হয়েছে বালুরঘাট এলাকার ২৭টি এনুমারেশন ফর্ম। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তায় পড়ে থাকা ফর্মগুলি নিয়ে যাচ্ছিলেন বিজেপির বিএলএ ১। তাঁকে আটকে রেখে কালনা থানায় খবর দেওয়া হয়। ওই বিএলএ-কে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। মহকুমা শাসক জানান, দক্ষিণ দিনাজপুরের এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটি মিসিং ছিল। এগুলি সেই ফর্ম কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে এনুমারেশন ফর্ম বিলির সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে চিঠি দিয়েছেন বিএলও ঐক্যমঞ্চ। তাদের দাবি, ১১ নভেম্বরের বদলে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ফর্ম বিতরণের সময় বাড়ানো হোক।

সেয়ানে-সেয়ানে... রবিবার কলকাতার পথে মোরগের লড়াই। ছবি : রাজীব মণ্ডল

৩১ শতাংশ উপভোক্তা কাজ শেষ করেননি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : টাকা পাওয়ার প্রায় ১ বছর পরও প্রায় ৩১ শতাংশ উপভোক্তা এখনও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কাজ শেষ করেনি। গত ডিসেম্বরে রাজ্যের ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। গত জুন মাসে দ্বিতীয় কিস্তির আরও ৬০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও ৩ লক্ষ ৭০ হাজার বাড়ি তৈরি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কোচবিহার জেলাতেই রয়েছে ২৯ হাজার বাড়ি। এছাড়াও মুর্শিদাবাদে ৩৯ হাজার, উত্তর ২৪ পরগনায় ৪৭ হাজার ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪৬ হাজার বাড়ি তৈরি অসম্পূর্ণ রয়েছে। এই বাড়িগুলি তৈরি কেন সম্পূর্ণ হয়নি তা নিয়ে জেলা শাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। অসম্পূর্ণ বাড়িগুলির উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে কারণ খোঁজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছর ডিসেম্বরে আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপভোক্তাদের তালিকা তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। চলতি আর্থিক বছরের (২০২৫-২৬) বাজেটে এই ১৬ লক্ষ উপভোক্তার বাড়ি তৈরির জন্য টাকা সংস্থানও রাখা হয়েছে। তার আগে জেলাগুলি থেকে সমীক্ষা রিপোর্ট চেয়ে পাঠান মুখ্যসচিব। সেখানেই দেখা যায়, প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার উপভোক্তা এখনও বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেননি। কেউ লিনটন পর্যন্ত কাজ করে রেখে দিয়েছেন, আবার কেউ ছাদ ঢালাই করেননি। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর লিনটন পর্যন্ত কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। লিনটন পর্যন্ত কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা। মে মাসের মধ্যে লিনটন পর্যন্ত কাজ করার নির্দেশ থাকলেও প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ উপভোক্তা জুলাই মাস পর্যন্ত লিনটনের কাজ শেষ করার পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই এখনও বাড়ির কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছেন। তাঁরা যাতে দ্রুত কাজ শেষ করেন সেইজন্য বিডিওদের এলাকায় তদারকিও করতে বলা হয়েছে।

BANGLARBARI.COM
বাংলার বাড়ি
গ্রামীণ

যদিও প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশ মনে করছেন, এবার রাজ্যে বর্ষা বেশি হওয়ার কারণে কাজ আটকে যাওয়া স্বাভাবিক। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবছর তিনবার বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে সেখানে কাজের অগ্রগতি শ্লথ হওয়ার কথা। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া জেলাগুলির মধ্যে হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলায় কাজের অগ্রগতি ভালো। তুলনামূলকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার জেলায় পরিস্থিতি ততটা ভয়াবহ না হলেও সেখানে কাজ পিছিয়ে রয়েছে। সেই জন্য কারণ খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'উপভোক্তারা যাতে দ্রুত কাজ শেষ করেন, সেজন্য তাঁদের আমরা উৎসাহিত করছি। এজন্য জনপ্রতিনিধিদেরও দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে।'

রবি-বঙ্কিমের অসম্মান, সরব গণমঞ্চ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : সম্প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর কাগেরির মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। রবিবার দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'আরএসএস-বিজেপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিদেশের দালাল বলে দেগে দিতে চায়।' তাদের দাবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরির অপচেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সরব হয়েছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসু। জোড়াসাঁকোতে বিশ্বকবির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শশী দাবি করেন, অবিলম্বে এই মন্তব্যের জন্য কর্ণাটকের সাংসদের পদত্যাগ করা উচিত। এদিন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, সাংসদ দোলা সেন, ইতিহাসবিদ সৈয়দ তানভির, বাসুদেব ঘটক, বর্ণালি মুখোপাধ্যায়, নাজমুল হক ও অভিনেতা ভিভান ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টের দাবি, বন্দেমাতরম কিংবা জনগণমন নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার নেই বিজেপির। বিজেপি হিন্দু বলে যাঁদের দাগিয়ে দিতে চায়, রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণিতে পড়েন না। কারণ, তিনি সম্প্রীতির কথা বলে গিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দে মাতরমের' সার্ধশতবর্ষ পালনের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে নয়াদিল্লিতে কর্ণাটকের সাংসদ মন্তব্য করেছিলেন, ইংরেজদের খুশি করতে জনগণমন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গণমঞ্চের পালটা যুক্তি, রবীন্দ্রনাথ পঞ্চম জর্জের আগমন উপলক্ষ্যে জনগণমন লিখেছিলেন। বিজেপির এই জ্ঞানও নেই। দেশের এই মহান দুই সংগীতকে সমান সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছে মঞ্চ।

দমদমে নাবালিকা ধর্ষণের প্রতিবাদ মিছিল কলকাতায়। রবিবার।

মৃতদের পরিবারের পাশে অভিষেকের দল

এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন কল্যাণের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিশেষ প্রতিনিধিদল রবিবার পৌঁছে গিয়েছিল এসআইআর আতঙ্কে মৃত ব্যক্তিদের বাড়িতে। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভায় ২৯১ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে উধাও বলেও অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন চক্রান্ত করে হাজার হাজার নাম বাদ দিচ্ছে। কমিশনের কাছে জবাব চাইতে যাব।'

সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, '২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকলে তাঁকে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। ফর্ম জমা দিলে তবেই নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে। জমা না দিলে নাম উঠবে না। তাহলে ২০২৪ বা ২০২৫-এ যিনি ভোট দিয়েছেন, তাঁর ভোটাধিকার কেন থাকবে না?' দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ২১২ নম্বর বুথে অভিযোগ উঠেছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় এলাকার ৪১ জন ভোটারের নাম থাকলেও নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে তাঁদের নাম নেই। দুর্গাপুর মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস ও পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পোন্নাবলমের কাছে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন। রবিবার এলাকায় যান দুর্গাপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি রাজীব ঘোষ, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতা। যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নেই, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। সুমন জানিয়েছেন, বিষয়টি কমিশনকে জানানো হবে। স্থানীয় সঞ্জয় সেনের কথায়, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও কমিশনের তালিকায় আমাদের নাম নেই।' বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের পালটা অভিযোগ, 'তৃণমূল এসআইআর নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।'

এদিন অভিষেকের নির্দেশে এসআইআর আতঙ্কে মৃত বিমল সাঁতরার জামালপুরের বাড়িতে যান বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবি চট্টোপাধ্যায়। ভাঙড়ে মৃত সফিকুল ইসলামের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়ক সওকত মোল্লা ও দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। বহরমপুরে মৃত তারক সাহার বাড়িতে যান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বিধায়ক অপূর্ব সরকার। কুলপিতে মৃত হাফেজের বাড়ি যান সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও বাপি হালদার। বীরভূমের সাঁইথিয়ায় মৃত বিমান প্রামাণিকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। আগামী কিছু মাসের মধ্যে দিল্লিতে কমিশনের দপ্তর অভিযান করার বার্তা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন অভিষেক। রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, মৃতদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়েই দিল্লি অভিযান করতে পারে ঘাসফুল।

ডিসেম্বরে বাঘ শুমারি

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে বাঘশুমারি। এজন্য সুন্দরবনের জঙ্গলের একাংশে পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রতিবছরই একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাঘের সংখ্যা জানতে এই শুমারি হয়। শুধু সুন্দরবনেই নয়, বাঘের সংখ্যা জানতে উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলেও এই শুমারির ব্যবস্থা করা হয়। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে শুমারি নিয়েও শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

জঙ্গলের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক চিহ্ন খতিয়ে দেখে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বাঘশুমারির কাজ করা হয়।

বন দপ্তর জানাচ্ছে, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর পর্যটকদের জন্য সুন্দরবনে জলপথে ভ্রমণও বন্ধ থাকছে। ওই দু'দিন কোনও বোট বা লঞ্চ পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবে না। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের খবর, বাঘশুমারির প্রথম পর্যায়ের কাজ চলবে এই দু'দিনে। সেই কারণেই পর্যটন বন্ধের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পর্যটকদের যাতায়াত ও শব্দদূষণের কারণে শুমারির কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাই ওই দু'দিন পর্যটকবিহীন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সুন্দরবনে প্রবেশের জন্য অনলাইন বুকিংও বন্ধ থাকবে, ফলে কোনও পর্যটনকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

সরকারি এই নির্দেশিকার পর বোট মালিক ও ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তাদের আর্থিক ক্ষতি হবে, তবু পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষার স্বার্থে পর্যটকদের বুকিং তারা বাতিল করছে ও অর্থ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

সুন্দরবনবাসীরাও চাইছেন, বাঘশুমারির কাজ যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সুন্দরবনে প্রায় প্রতি চার বছর অন্তর বাঘশুমারি হয়। তবে তার মধ্যেও ছোট ছোট অঞ্চলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ বা প্রাথমিক গণনা প্রতি বছরই চালানো হয়। সেই অনুযায়ী এবার ১১ ও ১২ ডিসেম্বর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করা হচ্ছে।

ফের চিটফান্ডের হদিস আসানসোলে

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ৯ নভেম্বর : আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে রবিবার আসানসোল দক্ষিণ থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। যেখানে আরও একটি চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে হাজার হাজার মানুষের প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এদিন প্রতারিত হওয়া শতাধিক মানুষ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান।

২০০ কোটি কেলেঙ্কারির অভিযোগ

বিধায়ক জানান, সম্প্রতি আসানসোলে একই ধরনের চিটফান্ড কেলেঙ্কারির ঘটনা সামনে এসেছিল। সেই কেলেঙ্কারিতে শাসকদল তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা শাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন আহমেদ জড়িত। এবার আসানসোলে আবারও একই ধরনের কেলেঙ্কারির অভিযোগ সামনে এল। তিনি বলেন, 'অ্যারোপোনিক্স এগ্রিকালচার অ্যান্ড সাপোর্ট ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট নামে একটি কোম্পানি এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত। এই কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, সেইসঙ্গে ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়েও হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কোম্পানির মালিক ফায়াজ আহমেদ এবং মহম্মদ নাদিম এই কেলেঙ্কারির মাথা। সেইসঙ্গে রয়েছে বিজয় পণ্ডিত, সাবির আনসারি, রোহিত রানা এবং সাকির আলি। এদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। যার পরিমাণ ২০০ কোটি টাকারও বেশি বলে জানা গিয়েছে।' এই পুরো কেলেঙ্কারিতে জড়িত সমস্ত অপরাধীদের সাতদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চিটফান্ডের মাথা এবং তার সঙ্গীরা আসানসোল শহরের বাসিন্দা। তারা আপাতত ফেরার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিভিন্ন দপ্তরের কাজের রিপোর্ট তলব

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিজেদের এলাকায় এসআইআরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রাজ্যের মন্ত্রীরা। দপ্তরের কাজে যতটা প্রয়োজন ততটা সময় দিতে পারছেন না তাঁরা। বিধানসভা ভোটের আগে এখন এটাই ভাবাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

নবান্নের ওপর মহল সূত্রের খবর, রাজ্যে এসআইআরের কাজের সরগরম আবহের মধ্যেও ব্যস্ততা কাটিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত, পুর ও নগরোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, কৃষি ও সেচের মতো দপ্তরগুলির কী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে, বাজেট বরাদ্দের টাকা কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে, আশু আগামী পরিকল্পনাই বা কী, তার মূল্যায়ন চান মুখ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রীরা এসআইআরের কাজে ব্যস্ত থাকলেও দপ্তর সচিবরা এই কাজে কতটা এগিয়ে আছেন তথ্য পরিসংখ্যান সহ তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী হাতে পেতে চান। এ ব্যাপারে মুখ্য সচিবকে নির্দেশও দিয়েছেন তিনি বলে জানা গিয়েছে নবান্ন সূত্রেই।

নবান্নের শীর্ষ মহলের ধারণা, রাজ্যে এসআইআরের কাজের হাওয়া গরম হওয়ার আগে মন্ত্রীসভার ছোটখাটো রদবদল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা বারবার ধাক্কা খেয়েছে। এখন ওই উদ্যোগ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে গুটিয়েও নিয়েছেন। বিধানসভা ভোটের পর নতুন সরকার গঠনের সময়ই মন্ত্রীসভার চেহারা নিয়ে আবার তিনি ভাববেন বলেই ঘনিষ্ঠ মহলে তা জানিয়ে দিয়েছেন। এখন শুধু ভোটের আগে দলকে ঠিকভাবে তৈরি করা এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের গতি বাড়ানোর দিকেই নজর মুখ্যমন্ত্রীর।

নবান্নে তাঁর সচিবালয়ের খবর, রাজ্যে ভোটার তালিকার সংশোধনের কাজে আবহ কিছুটা স্তিমিত হওয়ার পরই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির কাজের মূল্যায়ন করতে মুখ্যমন্ত্রী আলাদা আলাদাভাবে বৈঠক করবেন। চলতি মাসের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচির খসড়া তৈরি করা হচ্ছে। নবান্নে তাঁর সচিবালয় এই ব্যাপারে এখন থেকেই তৎপর বলে জানা গিয়েছে। মন্ত্রীদের আপাতত বাদ দিয়েই তাঁদের দপ্তর সচিবদের এ বিষয়ে সক্রিয় করা হচ্ছে।

বন্ধ ঘড়ি অক্সিজেন পায় গোপালের কাছে

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : রং চটে যাওয়া দেওয়াল। তার গায়ে সাজানো ধুলো জমে থাকা ফ্রেঞ্চ, সুইস, ব্রিটিশ ঘড়ির সারি। কাঠের রেকে অর্ধজীবিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে টেবিল ক্লক, হ্যান্ড ওয়াচ, ব্যাটারি চালিত ও মেকানিক্যাল ঘড়ির রাশি। ম্যাগনিফাইং লেন্সে চোখ রেখে ভিতরের কলকবজা নেড়েচেড়ে দেখছেন সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। শিয়ালদা স্টেশন থেকে এমজি রোড ধরে কলেজ স্ট্রিটের দিকে হাঁটলেই বাঁদিকের ফুটপাথে একফালি একটি দোকান। ৫০এ মহাত্মা গান্ধি রোডের এই ঠিকানায় এসে অক্সিজেন খুঁজে পায় দম আটকে যাওয়া ঘড়িগুলি। তার জোগান দেন গোপালচন্দ্র দাস। পূর্বপুরুষের এই দেড়শো বছরের দোকান আগলে পুরোনো কলকাতার সময় আঁকড়ে ধরে রেখেছেন এই বৃদ্ধ।

কলেজ স্ট্রিটের এক কোণে পড়ে থাকা দোকানটিকে বাইরে থেকে দেখলে যেন মনে হয় এখানে এসে সময় থমকে গিয়েছে। সারাদিন কত শব্দ, 'টিকটিক', 'ঢংঢং'। সকাল থেকে সন্ধে চোখ, মস্তিষ্ক ও আঙুলের কারসাজিতেই মৃতপ্রায় ঘড়িগুলিতে প্রাণ ফিরিয়ে আনেন সময়ের কারিগর। উঠে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার্র চাইমিংটির বাক্স খুলে দম দিয়ে দেখালেন। বললেন, 'জানেন, এটায় দিনে ৪ বার দম দিতে হয়। মথুরা থেকে যন্ত্রপাতি এনে ঠিক করতে হয়েছে।'

গোপালবাবু বললেন, 'একেবারে প্রথমে আমার প্রিন্টিংয়ের ব্যবসা ছিল। ফোটোগ্রাফিতেও প্রবল ঝোঁক ছিল। কিন্তু বাপ-ঠাকুরদার স্মৃতি বলে এত সহজে এই কাজ ছাড়তে পারিনি। আমার পর দোকান চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কেউ নেই। ছেলে আইটি সেক্টরে কাজ করে।' ঘড়ি হাতে নিয়েই তিনি বুঝে যান অসুখের কারণ এবং কী পথ্য প্রয়োজন। ফরাসি, জাপানি, জার্মান, আমেরিকান, ভারতীয় মিলিয়ে বহু পুরোনো অ্যান্টিক ঘড়ি রয়েছে তাঁর কাছে।

দোকানে ঘড়ি সারাতে ব্যস্ত গোপালচন্দ্র দাস।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে সূর্য-ঘড়ি, জল-ঘড়ি, বালি-ঘড়ির ইতিহাস কমবেশি সবার পড়া। জার্মান উদ্ভাবক পিটার হেনলেইন প্রথম যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন। কালের বিবর্তনে পকেট ওয়াচ থেকে হাতঘড়ি, ব্যাটারিচালিত ঘড়ি পেরিয়ে বর্তমানে এখন স্মার্ট ওয়াচের রমরমা। মোবাইল ফোনের সব কারুকার্য এক নিমেষে স্মার্ট ওয়াচটায় করে ফেলা দেদার সহজ। তাই আক্ষেপ নিয়েই বললেন, 'এখনকার জেনারেশন পুরোনো ঘড়ি নিয়ে আগ্রহী নয়। আসলে ইতিহাসের সংরক্ষণ নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই?'

অ্যানসোনিয়া, অ্যাংলোসুইস, ক্লোক, গ্র্যান্ড ফাদার, রোলেক্স, ওমেগা, টিসো থেকে শুরু করে নানা কুলীন গোত্রীয় হাতঘড়ির কোনওটার লিভার বদল, কোনওটার স্প্রিং সবই যেন তাঁর নখদর্পণে। তাঁর মন্তব্য, 'বিদেশ থেকেও লোকেরা আসেন। একবার লন্ডন থেকে একজন একটি ঘড়ি এনেছিলেন। সেটি ছিল ইউনিভার্সাল হ্যান্ডমেড। সারাতে ৮০ হাজার টাকা নিয়েছিলাম।' একরাশ আশা নিয়েই বৃদ্ধ বললেন, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি এই পুরোনো জিনিসগুলি নিয়েই বেঁচে থাকব। এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব।' ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ির হর্ন, স্ট্রিট লাইটের আলো, হিমেল হাওয়ার সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক শান্ত সন্ধ্যায় যেন পেন্ডুলামগুলি দুলতে দুলতে বলে উঠল, 'আছে আছে, এখনও দম আছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭১ সংখ্যা, সোমবার, ২৩ কার্তিক ১৪৩২

নিয়মভঙ্গের খেলা

প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষণের জমানায় কোনও ক্ষেত্রেই পান থেকে চুন খসার জো ছিল না। এখনকার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর জমানায় নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যথেচ্ছাচারের গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ উঠছে। এই সমস্যা বেশি করে আসছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর) কেন্দ্র করে।

এক সপ্তাহেরও বেশি হয়ে গেল রাজ্যে বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলি চলছে। সেই কাজে নিযুক্ত আছেন ৮০০০০ বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। যাঁদের অধিকাংশ প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকের শিক্ষক। তাঁরা এই অতিরিক্ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাবেন। কিন্তু এসআইআর নিয়ে শুরু থেকেই তৃণমূল ও বিজেপির পরস্পরের বিরুদ্ধে হুংকারে বিএলও-রা আতঙ্কিত।

মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, একজন ভোটারের নামও তালিকা থেকে বাদ দিতে দেবেন না তিনি। বিএলও-দের একাংশ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু আদালত জানিয়ে দেয়, কমিশনের দেওয়া দায়িত্ব পালন করতেই হবে বিএলও-দের। অন্যথায় শাস্তি। একইসঙ্গে নিজের মূল কর্মক্ষেত্র স্কুলও সামলাতে হবে তাঁদের।

পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রধান সমস্যা হল, বহু জেলায় এনুমারেশন ফর্ম বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিলি করা হচ্ছে না। কমিশনের নিয়ম, বিএলও-রা বাড়িতে গিয়ে ফর্ম দেবেন ও ভোটারদের সব বুঝিয়ে বলবেন। তারপর আবার আরেক দিন গিয়ে পূরণ করা ফর্ম নিয়ে আসবেন। প্রতিটি বাড়িতে তিনবার যাওয়ার কথা তাঁদের। অথচ বিভিন্ন জেলা থেকে উলটো খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বাস্তবে ফর্ম বিলি, পূরণে সহায়তা ইত্যাদি এরাজ্যে পুরোটা চলে গিয়েছে শাসকদলের নিয়ন্ত্রণে। সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায় টোটোয় মাইকে ভোটারদের উদ্দেশে আবেদন করা হচ্ছে, বিএলও-রা বাড়িতে যাবেন না। এনুমারেশন ফর্মের জন্য ওয়ার্ড অফিসে আসতে হবে সকলকে। সেখানে গিয়ে ফর্ম নিয়ে যেতে হবে, বাড়িতে পূরণ করে ফের ওয়ার্ড অফিসে জমা করতে হবে।

একেবারে গোড়ায় এই অভিযোগ আসছিল মূলত মালদা ও মুর্শিদাবাদ থেকে। তারপর উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা শহরতলি, নদিয়া, বীরভূম সহ বহু জেলা থেকে এমন অভিযোগ আসছে। কোথাও তৃণমূল অফিস, কোথাও তৃণমূল নেতার অফিস, কোথাও কাউন্সিলারের অফিস, কোথাও কোনও পরিচিত চায়ের কিংবা মুদির দোকান থেকে মাইকে ঘোষণা করে ফর্ম তোলার আহ্বান করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলির নির্দেশ দিয়েছে। অথচ বিএলও-রা তৃণমূলের নজরদারিতে সেই নির্দেশ পালন করতে পারছেন না। তৃণমূল এই কাজে সহায়তা করার জন্য বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) তো দিয়েছেই, তার ওপর কোনও বাড়িতে বিএলও যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর ওপর নজরদারি করতে ৩৫-৪০ জন তৃণমূল কর্মীকে পাঠানো হচ্ছে।

ফলে নিজের মতো করে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন না বিএলও-রা। যদিও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, দু-এক জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে এমন ঘটে থাকতে পারে। যেখানে এমন ঘটনা ঘটেছে, সেখানে যথাযথ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কমিশন এই দাবি করলেও বাস্তব চিত্রটা যে ভিন্ন, তা সাধারণ মানুষ দেখতেই পাচ্ছে। সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে বিজেপি এইসব অনিয়মকে ঠেকাতে পারছে না। শুধু কমিশনে একের পর এক নালিশ করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। সাংবিধানিক সংস্থাটি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে কি না, তা নিয়ে সংশয় জাগছে। শুধু বিএলও-দের ওপর হম্বিতম্বি চলছে। বাড়ি বাড়ি না গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আটজন বিএলও-কে শোকজ-ও করেছে। অন্যদিকে, সেটিং তত্ত্বের কথাও উঠেছে। বাংলার মতো বিপুল জনসংখ্যার রাজ্যে এক মাসে প্রতিটি বাড়িতে যাওয়া যদি কঠিনই হয়, তাহলে ঢাকঢোল পিটিয়ে এই কর্মযজ্ঞ আয়োজন তাই প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

ন্যায়বিচার থমকে হুমকির আড়ালে

অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তদন্ত কমিটি হয়। তদন্তের ফল জানা যায় না। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

অক্টোবর মাসটা পার হয়ে গেল। এক বছর আগে এমনই এক অক্টোবরের শেষের দিনগুলিতে আরজি কর মেডিকেলে এক চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্য উত্তাল ছিল। সেই নির্যাতিতার কল্পিত নাম দেওয়া হল অভয়া। অভয়া খুনের ন্যায্য বিচারের দাবিতে সরকারি জুনিয়ার এবং সিনিয়ার চিকিৎসকদের আন্দোলনে তোলপাড় হয়েছিল বাংলা। বিপাকে পড়ে রাজ্য সরকার নরমে-গরমে আন্দোলন স্তিমিত করার অপচেষ্টা করেছে।

সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। সিবিআই একের পর এক শুনানিতে মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিয়েছে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে। রিপোর্টে একের পর এক চাঞ্চল্যকর এবং ভয়ংকর সব তথ্য উঠে আসায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি চন্দ্রচূড়। বলেছিলেন, ওই ঘটনায় জড়িত যাঁদের নাম উঠে আসছে, তা প্রকাশ্যে এলে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে যাবে। শীর্ষ আদালতের সেইসব শুনানির দিকে তখন তাকিয়ে থাকত সারা দেশ।

আন্দোলনরত জুনিয়ার চিকিৎসকরা ধর্মতলার ধর্নামঞ্চে বসে মোবাইলে সেই শুনানি দেখতেন। শেষপর্যন্ত সিবিআই কলকাতা পুলিশের তদন্তে সিলমোহর দিয়েছিল। শিয়ালদা আদালত সেই তদন্তে ধর্ষণ ও খুনে একমাত্র দোষী সাব্যস্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। সিবিআইয়ের এই তদন্তে খুশি হয়নি অভয়ার পরিবার, চিকিৎসকদের বড় অংশ।

ওই সময় সুপ্রিম কোর্ট সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য একগুচ্ছ নির্দেশ জারি করেছিল। গত এক বছরে রাজ্য সরকার সেইসব নির্দেশ কতটা মেনেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন অনেক। অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে গত বছর এই সময়ের উত্তাল এবং স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলন আজ একেবারেই স্তিমিত। অভয়া মঞ্চ এবং সরকারি ডাক্তারদের কিছু সংগঠন মাঝে মাঝে রাস্তায় নামে বটে। 'অভয়ার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই' বলে স্লোগানও দেয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সেই স্লোগান নবান্নের চোদ্দোতলায় পৌঁছায় কি না, জানা নেই।

অভয়া কাণ্ড ঘটে যাওয়ার প্রায় ১৪ মাস পরেও সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির বিরাম নেই। চলতি উৎসবের মরশুমে দুর্গাপুরে এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। ওই তরুণী ওডিশার বাসিন্দা। পরিবার তাঁকে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এই রাজ্যে মেয়েকে রাখতে ভরসা পাননি সন্ত্রস্ত বাবা-মা।

তারপরই উলুবেড়িয়া সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সিভিক ভলান্টিয়ারের নিগ্রহের শিকার হন এক তরুণী চিকিৎসক। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনে তাঁকে মারধর করা হয়। ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। কী করে বাড়ি ফেরেন, দেখে নেওয়া হবে বলে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজও করা হয়। অভিযুক্তদের পিছনে শাসকদলের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। আরও আছে। গাইঘাটায় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে নিগৃহীতা হন এক ইঞ্জিনিয়ার তরুণী। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মার খান সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক। এই ঘটনায়

ধৃতদের মধ্যে এক তৃণমূল নেতার আত্মীয় আছেন বলে অভিযোগ।

এরপর আসুন কলকাতার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকেএমে। সেখানে এক নাবালিকাকে শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত এক অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী। তিনি আবার এসএসকেএম হাসপাতালের কর্মী নন। এনআরএস মেডিকেলের কর্মী। চিকিৎসকের নীল অ্যাপ্রন, নীল টুপি পরে সেই রক্ষী কী করে হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ঢুকলেন, কে জানে!

এর মধ্যে বীরভূমের মহম্মদবাজারে এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লাঞ্ছিত হয়েছেন এক নার্স।

সরকারি হাসপাতালে যখন ডাক্তার, রোগীর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সেগুলি বন্ধ করার বদলে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চক্রান্ত খুঁজে বেড়ালেন। স্বাস্থ্য দপ্তরে যে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে, তা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। দুর্নীতি, বেনিয়ম, এক শ্রেণির চিকিৎসকের দাদাগিরি, বদলি, পোস্টিংয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, লবিবাজি ইত্যাদি সব চলছে অবাধে।

ছুটির মধ্যে হাসপাতালে ডিউটি করতে গিয়ে তাঁকে মার খেতে হয়েছে এক মদ্যপের হাতে। নার্সের মাথায় ২২টি সেলাই পড়েছে। ঘটনার ঘনঘটা আরও আছে। উত্তরবঙ্গের ইসলামপুর হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সকে ধমকেছেন সেখানকার রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা শাসকদলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

নার্সের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গেলে নার্স ইনচার্জকেও শাসকদলের নেতার রোষানলে পড়তে হয়। ওই নেতার সঙ্গীরাও ধমকধামক দেন প্রবীণ নার্স ইনচার্জকে। কানাইয়ালাল তাঁকে বদলির হুমকি দেন। সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দিনকয়েক আগেই কান্দি হাসপাতালে এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে নিগ্রহ করা হয়েছে।

সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস, অভয়া মঞ্চের অভিযোগ, আরজি করের ঘটনা থেকে রাজ্য সরকার কোনও শিক্ষা নেয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মানেনি সরকার। সরকারি হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকরা এখন আতঙ্কেই থাকেন। যথারীতি বিভিন্ন হাসপাতালে শাসকদলের মদতপুষ্ট চিকিৎসকদের হুমকি-সংস্কৃতির দাপট চলছে। এক কথায়, গত বছর আরজি করের সেই নৃশংস ঘটনার পরেও সরকারি হাসপাতালগুলির হাল ফেরেনি।

সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে এক-একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সরকার ঘটা করে বৈঠক করে। তদন্ত কমিটি হয়। নানা সিদ্ধান্ত হয়। তদন্ত কমিটির ফল জানা যায় না। সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত হয় না। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের একটাই লবজ শোনা যায়, আইন আইনের পথে চলবে। আমরা এসব ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নিয়ে চলি। কোনও কোনও মুখপাত্র বা মন্ত্রী আবার দাবি করেন, এখানে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। তারপরেই তাঁরা বিজেপি শাসিত রাজ্যে কোথায় কী ও কত অপকম্ম হয়েছে, তার খতিয়ান খুঁজতে শুরু করে দেন। বোঝানোর চেষ্টা করেন, ওইসব রাজ্য কত খারাপ। সরকার বা পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয় বলেই কি সাত খুন মাফ হয়ে যায় বাংলায়?

এসএসকেএমে নাবালিকার শ্লীলতাহানির পর আমরা কী দেখলাম? নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ হাসপাতাল কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করলেন। সেই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি একাধারে পুলিশমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুললেন, তাঁর হাতে থাকা দুই দপ্তরকে নিশানা করা হচ্ছে না তো এসব ঘটিয়ে? এসবের পিছনে বিরোধীদের চক্রান্ত রয়েছে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।

সরকারি হাসপাতালে যখন ডাক্তার, রোগীর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সেগুলি বন্ধ করার বদলে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চক্রান্ত খুঁজে বেড়ালেন। স্বাস্থ্য দপ্তরে যে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে, তা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। দুর্নীতি, বেনিয়ম, এক শ্রেণির চিকিৎসকের দাদাগিরি, বদলি, পোস্টিংয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, লবিবাজি ইত্যাদি সব চলছে অবাধে।

গত বছর আরজি কর আন্দোলনের আবহে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে নবান্নের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী যেসব গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। ২০২৪-এর ১৪ অগাস্ট রাতে কারা আরজি কর মেডিকেলে তাণ্ডব চালাল, তা আজ পর্যন্ত জানা গেল না। মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের ন্যায্য বিচারের দাবিতে আজও অভয়ার বাবা-মা দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা বলছেন বটে, শেষ দেখে ছাড়ব। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও হাত গুটিয়ে বসে আছে। শুনানির দিন ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে।

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আগ বাড়িয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করলেন। এজলাসে বসে তিনি সিবিআইয়ের রিপোর্ট দেখে প্রায়ই আঁতকে উঠতেন। এখনও অভয়ার পরিবার ন্যায়বিচার পায়নি জেনে অবসরের পরেও তিনি আঁতকে ওঠেন কি না, কে জানে। মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, আপনি কি একটু খোঁজ নেবেন ওই অসহায় পরিবারটির?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩২
কোচবিহারের মহারানি সুনীতি দেবীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৫৪
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি জয় গোস্বামী।

আলোচিত

আদবানিজির দীর্ঘ জনজীবনকে একটিমাত্র ঘটনার ভিত্তিতে বিচার করা অন্যায্য। যেমন নেহরুজিকে কেবল চিন যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য বিচার করা যায় না, ইন্দিরা গান্ধির কর্মজীবনকে জরুরি অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আধুনিক ভারত গঠনে আদবানিজির ভূমিকা স্মরণীয়। তিনি প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক।

- শশী থারুর

ভাইরাল/১

বেঙ্গালুরুর চার্চ স্ট্রিট থেকে নিজের গন্তব্যে পৌঁছোতে এক মহিলা বাইকক্যাব ভাড়া করেছিলেন। যাওয়ার পথে চালক তাঁর ঊরুতে বারবার স্পর্শ করতে থাকেন। মানা করলেও শোনেননি। পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভাইরাল/২

মুম্বই থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল বাসটি। রাত তখন ২টো ৫০। হাইওয়েতে ছুটে চলা বাসের চালক মোবাইলে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'বিগ বস' দেখছিলেন। এক যাত্রী সেই ভিডিও শেয়ার করতেই বরখাস্ত করা হয়েছে চালককে।

জনমন
জনমত

প্রদীপের নীচে চির অন্ধকার

দেশকে সেরা প্রমাণ করে হরমন-জেমিমারা যখন সবাইকে দেখিয়ে দিলেন 'আমরাও পারি' বা মেয়েরাও পারে, ঠিক সেই সময় খবরে প্রকাশ, এক ঠাকুমা সদ্যোজাতকে মেয়ে বলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। আলিপুরদুয়ারের খবর তো আরও ভয়ানক। প্রথমে বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ। পরে জানা গেল, মা তার বাচ্চাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। যদিও খবরে প্রকাশ, মা কিছুটা হলেও মানসিক ভারসাম্যহীন। আমি ক্ষেত্রবিশেষে অনেক মানসিক ভারসাম্যহীন মাকে দেখেছি। তাঁরা কেউ সন্তানের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেননি।

দেশের মেয়েদের আজও যদি এই ভাবনায় হত্যা করার প্রবণতা থাকে তাহলে অভাগা এই দেশে রিচা-ঝুলনরা মরমে মরে যাবে। সেইসঙ্গে আরও লজ্জা আমাদের, যারা একটু হলেও চাইছি নিজের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে। সে লড়াই করেই হোক বা সহজেই হোক। তাই দেশের সব মেয়ের মায়েদের কাছে নিবেদন, তাঁরা মা, এটাই তাঁদের শেষ পরিচয় হোক। প্রত্যেকটি মেয়েকে অনুভব করতে দিন তারা কারও থেকে কোনও ক্ষেত্রে কম নয়। আমরা গর্ব করতে শিখি যে আমরা মেয়ে, আমরা মা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া এই ধরনের অমানবিক, ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, সেইসঙ্গে প্রকৃত দোষী ও ইন্ধন দানকারীদের শাস্তির দাবি করছি।

সুনীতা দত্ত
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

নিয়োগকর্তাদের কাছে প্রস্তাব

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত নিয়োগের আগে কর্মপ্রার্থী যে রাজ্যে নিযুক্ত হবেন সেই রাজ্যের ভাষা জানার একটি পরীক্ষা নেয়। কারণ ব্যাংকের কাজে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানীয় ভাষা না জানলে গ্রাহকদের অসুবিধা হয়। একই রকম কাজ পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ করে থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের স্থানীয় ভাষা জানার পরীক্ষা পোস্ট অফিসে নিযুক্তির সময় নেওয়া হয় না। ফলে বাংলা না জেনেও অনেক কর্মী পশ্চিমবঙ্গে পোস্ট অফিসের কাজে নিযুক্ত হন। পোস্ট অফিসের গ্রাহকরা সেজন্য বেশ অসুবিধায় পড়েন। ডাক বিভাগে যাঁরা কর্মচারী নিযুক্ত করেন তাঁদেরও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতো একই ধরনের স্থানীয় ভাষা জানার পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। ফলে আমাদের মতো কর্মপ্রার্থীদের কিছুটা সুবিধা হবে।

পামেলা আইচ, সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

মন ভালো রাখতে হাতিয়ার ছাদবাগান

ছাদবাগানের পরিচর্যায় যে সময় যায় সেটাই 'কোয়ালিটি টাইম'। নিজের সৃজনশীলতা অন্য পর্যায়ে উন্নীত হয়।

অভিজিৎ পাল

ডিপ্রেশন বা মনখারাপ আজকাল অনেকেরই নিত্যসঙ্গী। তবে তা কাটানোর সহজ উপায়ও কিন্তু আছে, হাতের নাগালেই। 'রুফটপ গার্ডেন' বা 'ছাদবাগান'।

নগরায়ণ বাড়ছে, পাশাপাশি জমির আকালও। আগে প্রত্যেক বাড়িতে বড় উঠোন, ফুলের বাগান থাকত, কিছু সবজির চাষবাসও হত। সেসব বর্তমানে উধাও। বিশেষত শহর এলাকায় তা বটেই। স্বস্তির বিষয় বলতে, শহর এলাকায় অনেক বাড়িতেই আজকাল ছাদবাগানের দেখা মিলছে। সেখানে নানারকম ফুল গাছের পাশাপাশি ছোট আকারে সবজি চাষ করা হচ্ছে। বাড়ির ছাদে তৈরি এই ছোট্ট বাগান শুধু পরিবেশকেই শীতল রাখে না, সামগ্রিকভাবে বাড়ির তাপমাত্রা কমাতেও সাহায্য করে। টব বা বেডে ফুল, ভেষজ গাছ, সবজি— যা খুশি চাষ করা যায়। অল্প পরিশ্রমে নিজের খাবার উৎপাদনের আনন্দ মেলে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, দূষণ হ্রাসের পাশাপাশি এলাকার প্রতি পাখি, কীটপতঙ্গকে আকর্ষিত করা সম্ভব হয়। ব্যস্ত শহরে রুফটপ গার্ডেন মানসিক প্রশান্তি ও টেকসই জীবনের দিকে এক সুন্দর পদক্ষেপ।

মাঝে কয়েক বছর আগেও শহরে সাধারণ সময়ে ফুলের বড়সড়ো একটা আকাল দেখা যেত। বর্তমানে সেই ছবিটা কিছুটা বদলেছে। অন্তত ঘরোয়া কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফুল সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মানুষ কিছুটা স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অনেকেরই অভিযোগ, বাজারে উপলব্ধ সবজির মধ্যে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা

হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বাড়িতে যে সমস্ত সবজির চাষ সম্ভব হচ্ছে সেখানে ঘরোয়া সার প্রয়োগ হচ্ছে। বাড়ির পচনশীল বর্জ্য সহজেই সার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ মিলছে। ফলে উৎপন্ন সবজি রাসায়নিকমুক্ত অবস্থায় মিলছে। মন খারাপ হলে ছাদের বাগানের ফুল, সবজি, ফল দেখে মানসিকভাবে হালকা হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, গাছের যত্ন মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে। ছাদবাগানের পরিচর্যায় যে সময়টুকু অতিবাহিত হয় সেটাই আসল 'কোয়ালিটি টাইম'। নিজের সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধ এক অন্য পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে।

তবে কিছু বিষয় লক্ষ রাখা উচিত। যেমন, জলের অপচয় রোধ। এক্ষেত্রে ছাদেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। তবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সিঞ্চন করা উচিত। ছাদের বাগানের গাছ জলের অভাবে শুকিয়ে গেলে তার থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। ছাদবাগান থেকে এই দায়বদ্ধতার শিক্ষা আমরা পেতে পারি। দ্বিতীয়ত, যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য জল সিঞ্চনের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এছাড়াও ছাদের ভারবহন ক্ষমতার দিকেও নজর দিতে হবে।

ছাদবাগান প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের এক নতুন উদাহরণ। সামান্য পরিসরে সৃজনশীলতা প্রকাশেরও এক মাধ্যম। আজ যদি শহরের প্রত্যেক ছাদে একটা করে বাগান শোভা পায়, শহর নতুন করে প্রকৃতিকে ফিরে পাবে। আমরা আবার আমাদের সোনালি দিনগুলিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাব।

(লেখক প্রাথমিক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সগৌরবে অবস্থান ৪। ধর্মীয় সংকীর্ণতা মুক্ত সাধক সম্প্রদায় ৫। পয়গম্বর, হজরত মোহম্মদ ৭। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৮। কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবীর আরাধনা ৯। রাত ১১। যে লোহা পুড়িয়ে গোরু-মোষের গায়ে দাগ দেওয়া হয় ১৩। ধর্ম-এর কথ্যরূপ ১৪। তুষার, হিমানী ১৫। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নদী ও সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার।

উপর-নীচ : ১। খ্রিস্টীয় চার্চের যাজকবিশেষ ২। চিঠিপত্র বা প্রশ্নের উত্তর ৩। সংগীতের রাত্রিকালীন রাগবিশেষ ৬। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত নদীবিশেষ ৯। নানারকম ১০। আচার-ব্যবহার প্রথা, মতবাদ ১১। পুত্র, বালক ১২। সপ্ত পাতালের অন্যতম।

সমাধান ■ ৪২৮৭

পাশাপাশি : ১। ছন্নমতি ৩। কড়চা ৫। কমলাকর ৭। মদত ৯। কলভ ১১। বরকন্দাজ ১৪। তড়াক ১৫। কক্ষান্তর।

উপর-নীচ : ১। ছমছম ২। তির্যক ৩। কপিলা ৪। চাউর ৬। কন্দল ৮। দন্তুর ১০। ভরপুর ১১। বয়েত ১২। কতক ১৩। জনৈক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিলামে উঠবে চোকসির সম্পত্তি

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : পিএনবি কেলেঙ্কারির অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত মেহুল চোকসির সম্পত্তি এবার নিলামে উঠতে চলেছে। চোকসির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় ৪৬ কোটি টাকার সম্পত্তি নিলামে তোলার অনুমতি দিয়েছে মুম্বইয়ের একটি বিশেষ আদালত। নিলামের তালিকায় রয়েছে মোট ১৩টি সম্পত্তি। তার মধ্যে রয়েছে, মুম্বইয়ের বোরিভালি এলাকার ৪টি ফ্ল্যাট, যেগুলির এক একটির বাজারদর প্রায় ২ কোটি ৫৫ লক্ষ, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের একটি বাণিজ্যিক ভবন, রুপোর বাট এবং কিছু মূল্যবান রত্ন। সম্প্রতি চোকসিকে বেলজিয়ামের আদালত ভারতে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

জামিন পেলে দেশে হরমিত

চণ্ডীগড়, ৯ নভেম্বর : একটি ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত পঞ্জাবের আপ বিধায়ক হরমিত সিং পাঠানমাজরা অস্ট্রেলিয়া থেকে দাবি করেছেন 'জামিন পেলে তবেই দেশে ফিরব।' ১ সেপ্টেম্বর বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন জিরাকপুরের এক মহিলা। এরপর থেকেই পলাতক হরমিত। দীর্ঘ দু-মাস ধরে নানা জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও খোঁজ মেলেনি। তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করে পাতিয়ালা পুলিশ। একটি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অবশেষে নিজের খোঁজ দিয়েছেন তিনি। হরমিতের দাবি, এর নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

সমকামী প্রেমে খুন সদ্যোজাত

চেন্নাই, ৯ নভেম্বর : প্রেমে বাধা হয়ে পড়েছিল পাঁচ মাসের সদ্যোজাত। তাই প্রেমিকার সঙ্গে মিলে নিজের ছেলেকে খুন করল মা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি জেলায়। মৃত শিশুর বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে মা বারাথি ও তাঁর সঙ্গিনী সুমিত্রাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দম্পতির আরও দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। স্তন্যপানের সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে শিশুটি। পুলিশ জানিয়েছে, শ্বাসরোধের কারণেই মৃত্যু হয়েছে সদ্যোজাতের। এরপর স্ত্রীর ফোনে কিছু ছবি ও ভয়েস মেসেজ খুঁজে পান সুরেশ। জানতে পারেন তিন বছর ধরে সুমিত্রা নামে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছে বারাথি। কিন্তু ছেলে হওয়ার পর থেকে সঙ্গিনীকে সময় দিতে পারত না।

বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে গুলি ছাত্রের

গুরুগ্রাম, ৯ নভেম্বর : স্কুলের দুই বন্ধুর মধ্যে কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে পুরোনো আক্রোশের এক ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী থাকল গুরুগ্রামের সেক্টর ৪৮। একাদশ শ্রেণির সেই দুই ছাত্রের মধ্যে ঝগড়া বেধে ছিল বেশ কিছুদিন আগে। পুলিশ জানিয়েছে, তার জেরে সহপাঠীকে শনিবার রাতে বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে এনে গুলি চালায় অভিযুক্ত। তার সঙ্গে আরও এক ছাত্র ছিল। দুই কিশোরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গুলিবিদ্ধ ছাত্র আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেদান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গুরুগ্রামের পুলিশ জানিয়েছে, খবর এসেছিল সদর থানায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ যায়। ততক্ষণে আক্রান্তকে পরিজনেরা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, পাঁচটি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তের ঘরের ভিতরের একটি বাক্স থেকে ৬৫টি তাজা কার্তুজ ও একটি ম্যাগাজিন মিলেছে। অভিযুক্তের বাবা সম্পত্তি-ব্যবসায়ী। তাঁর পিস্তল ছিল। লাইসেন্স পাওয়া সেই পিস্তলটি হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে। আহতের মা লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, স্কুলের এক বন্ধু ফোনে তাঁর ছেলেকে রাতের খাবারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তিনি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। শেষে যেতে দেন। ওই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর ছেলের ঝামেলা হয়েছিল মাস দু'য়েক আগে।

কাঁপল আন্দামান

পোর্ট ব্লেয়ার, ৯ নভেম্বর : মাঝারি মানের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান ও নিকোবর। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় দ্বীপপুঞ্জে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৪। ভূমিকম্পের উৎসস্থল আন্দামান সাগরের ৯০ কিলোমিটার গভীরে। কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। জারি হয়নি সুনামি সতর্কতা।

বন্ধ ভারত-নেপাল সীমান্ত

প্রচার শেষ বিহারে, নজরে ভোটের হার

পাটনা, ৯ নভেম্বর : বিহারে প্রায় ২ মাস ধরে চলা ভোটের প্রচারে ইতি পড়ল রবিবার। মঙ্গলবার রাজ্যের ২০ টি জেলার অবশিষ্ট ১২২টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১১৬৫ জন পুরুষ, ১৩৬ জন মহিলা এবং ১ জন রূপান্তরকামী প্রার্থীর। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ৭২ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভারত-নেপাল সীমান্ত। সুরক্ষাও বাড়ানো হয়েছে সীমান্ত এলাকায়।

ভোটের আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে শাসক ও বিরোধী উভয় শিবির রীতিমতো ঝড় তোলে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব প্রমুখ চুটিয়ে প্রচার করেন রাজ্যের নানা প্রান্তে। প্রথম দফায় অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে ৬৫.০৮ শতাংশ ভোট পড়ে। এনডিএ এবং বিরোধী মহাজোট উভয় শিবিরই দাবি করেছে, তাদের পক্ষেই যে জনাদেশ যাচ্ছে তার প্রমাণ এই রেকর্ড ভোট। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের হার আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারে কিনা সেদিকে এখন সব শিবিরের নজর।

রবিবার রোহতাস ও আরওয়ালে দুটি পৃথক জনসভা করেন অমিত শা। দুটি সভাতেই রাহুল গান্ধি ও তেজস্বী যাদবকে তীব্র ভাষায় নিশানা করেন তিনি। শা বলেন, 'রাহুল গান্ধি এবং লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলে বিহারে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য যাত্রা বের করেছিল। রাহুল গান্ধি চাইলে পাটনা থেকে ইতালি পর্যন্ত যাত্রা করতেই পারেন। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তিনি অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে পারবেন না। আমরা দেশ ও বিহার থেকে প্রত্যেকটি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়াব।' অমিত শা এদিন সীতামারিতে ৮৫০ কোটি টাকা খরচ করে মা সীতার জন্য একটি মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাশাপাশি সাসারামের একটি জনসভায় বিহারে ডিফেন্স করিডর ও অর্ডিন্যান্স কারখানা তৈরি করা হবে বলেও জানান।

অন্যদিকে রাহুল গান্ধি পূর্ণিয়ার জনসভা থেকে ভোট চুরি নিয়ে সুর চড়ান। তাঁর তোপ, 'আমি হাল ছাড়িনি। আমি স্পষ্ট বলছি, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করছেন। বিহারের তরুণ, জেন জিকে তাই বলছি, আপনারা সতর্ক থাকুন। বুথে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব আপনাদের। কিছুতেই ভোট চুরি হতে দেবেন না।' রাহুল এদিনও বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি এবং নীতীশ কুমার আম্বানি-আদানিদের জন্য কাজ করছেন। ওঁরা আপনাদের ভবিষ্যত চুরি করছেন। মানুষ রোজগার চাইছে। ইনস্টাগ্রাম চান না।'

> আমি স্পষ্ট বলছি, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করছেন। বিহারের জেন জিকে তাই বলছি, আপনারা সতর্ক থাকুন। বুথে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব আপনাদের। কিছুতেই ভোট চুরি হতে দেবেন না।
>
> **রাহুল গান্ধি**

দেরির শাস্তি পুশ-আপ

ভোপাল, ৯ নভেম্বর : ছোট-বড় যেই হোন, নির্ধারিত সময়ের পরে ক্লাসে বা কর্মস্থলে গেলে শাস্তি অবধারিত। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও তার ব্যতিক্রম নন। দেরি করে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সংগঠন সৃজন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় তাঁকেও শাস্তির কোপে পড়তে হল শনিবার। তবে তাঁর শাস্তি ছিল একটু আলাদা-১০টি পুশ-আপ। বিহারে ভোট প্রচারের ফাঁকে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে কংগ্রেসের সংগঠন সৃজন অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাহুল গান্ধি। কিন্তু যেহেতু তিনি ওই অনুষ্ঠানে দেরিতে যোগ দেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির নিদান দেন দলের প্রশিক্ষণ প্রধান শচীন রাও। রাহুল তখন জানতে চান, তাঁকে কী করতে হবে। রাও মজার ছলে বলেন, 'অন্তত ১০টি পুশ-আপ।' আর দেরি না করে সাদা টি-শার্ট ও ট্রাউজার পরা রাহুল গান্ধি সঙ্গে সঙ্গে পুশ-আপ দেওয়া শুরু করেন।

তাঁকে এমন করতে দেখে বৈঠকে উপস্থিত বাকি জেলা কংগ্রেস সভাপতিরা যাঁরা দেরি করে এসেছিলেন, তাঁরাও এই 'টিম বিল্ডিং এক্সারসাইজ'-এ অংশ নেন। রাহুল পরে জানান, জেলা সভাপতিদের থেকে খুব ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। শুধু পুশ-আপ দেওয়া নয়, রবিবার জঙ্গল সাফারিও করেন রাহুল গান্ধি। এই নিয়ে তাঁকে নিশানা করে বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা এক্সে লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধির কাছে এলওপি-র অর্থ হল লিডার অফ পর্যটন ও পার্টি করা। বিহারে ভোটপর্ব চললেও তিনি ছুটি কাটাচ্ছেন। এরপর যখন ওঁরা হারবেন তখন এইচ ফাইলসের ওপর পাওয়ার পয়েন্ট পেশ করে নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করবেন।' রাহুল অবশ্য ভোট চুরি এবং এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তোপ দেগেছেন বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে।

আদবানির পাশে থারুর

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির পাশে দাঁড়ালেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে আদবানির তুলনা টেনে থারুর বলেছেন, শুধুমাত্র একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার কয়েক দশকের জনসেবার মূল্যায়ন করা উচিত নয়। শনিবার লালকৃষ্ণ আদবানির ৯৮ তম জন্মদিন ছিল। তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ এক্সে লিখেছেন, 'বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা দীর্ঘদিন ধরে যে জনসেবা করেছেন, তা মাত্র একটি ঘটনায় সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা অন্যায়। জওহরলাল নেহরুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবন কেবল চিনের ধাক্কার ঘটনা দিয়ে বা ইন্দিরা গান্ধিকে জরুরি অবস্থা দিয়ে যেমন বিচার করা যায় না, ঠিক সেভাবেই আদবানির প্রতিও সুবিচার করা উচিত।' কংগ্রেস অবশ্য থারুরের এই মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত বলে দূরত্ব বাড়িয়েছে। অন্যদিকে নেটিজেনরা বলেছেন, বিভাজনের রাজনীতিতে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার ভূমিকা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। এই দেশে বিদ্বেষের মহাবীজ বপন করাটা মোটেই জনসেবা নয়।

আছড়ে পড়বে ফাং ওয়াং

ম্যানিলা, ৯ নভেম্বর : শক্তিসঞ্চয় করে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে টাইফুন ফাং ওয়াং। সোমবার ভোররাতে ঘূর্ণিঝড়টি ফিলিপিন্স উপকূলে আছড়ে পড়বে। স্থলভাগে প্রবেশের সময় গতিবেগ ঘণ্টায় ২৩০ কিমি হতে পারে। বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দেশের পূর্ব ও উত্তর অংশের লক্ষাধিক বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সারে জাঁহা সে আচ্ছা... *রবিবার গুয়াহাটিতে বায়ুসেনার কুচকাওয়াজ।*

হিন্দুধর্মও নিবন্ধিত নয়, বার্তা ভাগবতের

বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে (আরএসএস) নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে কংগ্রেস। আরএসএসে অহিন্দুদের প্রবেশাধিকার নিয়েও নানা সময় প্রশ্ন উঠেছে। সংগঠনের নিবন্ধন নিয়েও বিতর্ক নতুন নয়। রবিবার প্রতিটি প্রসঙ্গ ধরে ধরে জবাব দিয়েছেন সংঘচালক মোহন ভাগবত। বেঙ্গালুরুতে আরএসএসের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'সমালোচনা আমাদের আরও বিখ্যাত করে তুলেছে। কর্ণাটকে আমরা তা লক্ষ করেছি। সমালোচকদের বলছি আপনারা আরও সমালোচনা করুন।' সংঘপ্রধানের বক্তব্য, 'আরএসএসকে মোট ৩ বার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবার সেই নিষেধাজ্ঞা খারিজ করে দিয়েছে আদালত। সংসদে আরএসএসের পক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতার ঝড় উঠেছে। সব প্রশ্ন বা বিতর্কের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই। এ নিয়ে সময় নষ্ট করতে পারব না। আমাদের অনেক কাজ আছে।'

সম্প্রতি আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এদিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সুর চড়ালেও প্রিয়াঙ্ক বা কংগ্রেসের নাম নেননি ভাগবত। তাঁর সাফ কথা, 'নিষেধাজ্ঞা জারি করার মাধ্যমে সরকারই আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা না থাকলে কাদের নিষিদ্ধ করত।' আরএসএসের নিবন্ধন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, '১৯২৫ সালে সংঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন ঔপনিবেশিক শাসন। আমরা কি নিবন্ধনের জন্য ব্রিটিশদের দরজায় দরজায় ঘুরতাম!'

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন কংগ্রেস সরকার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেনি বলে ভাগবত জানান। বলেন, 'আমাদের দেশে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। ব্যক্তিসমষ্টিরও আইনি স্বীকৃতি রয়েছে। আমরা ব্যক্তিসমষ্টি হিসাবে শ্রেণিভুক্ত স্বীকৃত সংগঠন।' হিন্দুধর্মের সঙ্গে আরএসএসের তুলনা টেনে ভাগবত বলেন, 'অনেক কিছুই তো নিবন্ধিত নয়। এমনকি হিন্দুধর্মও নয়।' সংঘে কি মুসলিমদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। সংঘচালক জানান, শুধু মুসলিম নয়, খ্রিস্টান এমনকি ব্রাহ্মণদেরও তাঁদের সংগঠনে ঠাঁই হয় না। কারণ, আরএসএস কখনই ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে সদস্যপদ দেয় না। আরএসএসের সদস্য হতে হলে একটি শর্ত, ভারত মায়ের সন্তান হওয়া। যে কোনও ভারতীয় সংঘে যোগ দিতে পারেন।

ভাগবতের কথায়, 'সংঘে কোনও ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার নেই, কোনও বর্ণের কারও প্রবেশাধিকার নেই, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও এই নীতি কার্যকর হয়। মুসলিম, খ্রিস্টান সহ যে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি ছেড়ে সংঘে যোগদান করতে পারেন। যখন আপনি শাখায় আসবেন তখন আপনি ভারত মায়ের পুত্র হিসেবে আসবেন। আমরা ধর্মীয় পরিচয় দেখি না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন ধর্ম বা জাতির সদস্য, আমরা তা কখনই জানতে চাই না।'

ভাগবত-বার্তা

- সমালোচনা আমাদের আরও বিখ্যাত করে তুলেছে
- আমাদের দেশে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়
- ব্যক্তিসমষ্টিরও আইনি স্বীকৃতি রয়েছে
- আমরা ধর্মীয় পরিচয় দেখি না

আসল না নকল... *রবিবার নভি মুম্বইয়ের ইসকন মন্দিরে হেমা মালিনী।*

কমিশনকে নিশানা স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ৯ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের পর এবার এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে সুর চড়ালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। রবিবার ডিএমকে জেলা সম্পাদকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি সাফ বলেন, 'একজন বৈধ ভোটারের নামও যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে, সেদিকে দলের নেতা-কর্মীরা যেন সতর্ক নজর রাখেন।' স্ট্যালিন বলেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। তামিলনাড়ুতে যাতে ভোট চুরি না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।'

ইতিমধ্যে এসআইআরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে ডিএমকে। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই এসআইআর হচ্ছে। ডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন সরকার ফেলার জন্য এই প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও এসআইআর নিয়ে লাগাতার নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মতো তামিলনাড়ুতেও ভোট রয়েছে। স্ট্যালিন বলেন, 'আদর্শগত জায়গা থেকে বা রাজনৈতিকভাবে ওরা ডিএমকে-কে হারাতে পারবে না। তাই ঘুরপথে এসআইআরের মতো পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এটা ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।'

দলীয় কর্মীদের তাঁর নির্দেশ, 'কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, সেদিকে যেমন নজর রাখতে হবে তেমনই সুনিশ্চিত করতে হবে, কোনও অবৈধ ভোটারও যেন ভোটার তালিকায় নাম তুলতে না পারেন।'

৬০০ পরিবার উচ্ছেদ অসমে

গুয়াহাটি, ৯ নভেম্বর : সংরক্ষিত বনভূমি এলাকা জবরদখল মুক্ত করতে নতুন করে অভিযান শুরু হয়েছে অসমে। রবিবার অভিযান চলেছে গোয়ালপাড়ার দহিকাটা রিজার্ভ ফরেস্টের ১,১৪০ বিঘা জমিতে। বিরাট পুলিশ বাহিনী ওই এলাকায় বসবাস করা প্রায় ৬০০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে। তাদের অধিকাংশই বাংলাভাষী মুসলিম বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনার প্রদীপ তিমুং জানিয়েছেন, সংরক্ষিত অরণ্যে বেআইনিভাবে বসতি তৈরি করা পরিবারগুলিকে দু-সপ্তাহ আগে এলাকা খালি করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো এদিন শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান চলেছে। তিনি বলেন, '৫৮০টি পরিবার ১,১৪০ বিঘা জমি দখল করে রেখেছিল। নোটিশ পাওয়ার পর তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছে। বাকিরাও চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।' গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে এদিন উচ্ছেদ অভিযান চলেছে বলে ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন।

২০২১-এ হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অসমে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ অভিযানে গতি এসেছে। উচ্ছেদ হওয়া মানুষের বেশিরভাগই বাংলাভাষী মুসলিম বলে বিরোধীদের দাবি। সম্প্রতি রাজ্যে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ অভিযান জারি রাখার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

তিরুবনন্তপুরম, ৯ নভেম্বর : সদ্য উদ্বোধন হওয়া এর্নাকুলাম-বেঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে আরএসএসের গান গাওয়ানোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক যেন থামছেই না। এবার এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপ দাবি করে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছেন সংশ্লিষ্ট স্কুল সরস্বতী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

মোদিকে লেখা চিঠিতে স্কুল অধ্যক্ষ ডিন্টো কেপি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমাদের শিশুরা কি তবে মাতৃভূমির প্রশংসা করে দেশাত্মবোধক গানও গাইতে পারবে না?' অধ্যক্ষের দাবি, গানটিতে কোনওভাবেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী বা রাজনৈতিকভাবে আপত্তিকর কিছু ছিল না।

তিনি অভিযোগ করেন, মিথ্যা প্রচারের কারণে ছাত্রছাত্রী এবং স্কুলের সুনাম নষ্ট হয়েছে। বিতর্কের জেরে দক্ষিণ রেল যেভাবে স্কুল পড়ুয়াদের গান গাওয়ার ভিডিও এক্স হ্যান্ডেল থেকে সরিয়ে দেয়, তারও বিরোধিতা করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অস্ত্র দিতে গিয়ে ধৃত ৩ পাক জঙ্গি

আহমেদাবাদ ও বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর : দেশের বিভিন্ন জায়গায় নাশকতার ব্যাপক ছক চালিয়েছিল তিন জঙ্গি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা তা পারল না। তিনজনই ধরা পড়েছে। গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস) জঙ্গিদের সন্ত্রাসবাদী হানার ছক বানচাল করে দিয়েছে। অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা আগরাহারা কেন্দ্রীয় জেলের অন্দরের কিছু ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় কর্ণাটক প্রশাসনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। এডিজিপি বি দয়ানন্দের কাছে সংশ্লিষ্ট সংশোধনাগার সম্পর্কে নিশানায় রেখেছিল গুজরাট এটিএস। দেশের কোন কোন শহর তাদের টার্গেটে ছিল, সে বিষয়ে কোনও তথ্য অবশ্য জানা যায়নি।

এদিকে এই ঘটনার ঠিক আগের দিন বেঙ্গালুরুর একটি কেন্দ্রীয় জেলের অন্দরের ভিডিও প্রকাশ্যে এসে হুলস্থুল ফেলে দিয়েছে কর্ণাটক প্রশাসনে। ভিডিওটি জেল কর্তৃপক্ষের অপদার্থতাকেই সামনে নিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শনিবার সংশোধনাগারটির ভিতরের কিছু ঘটনার ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা

রিপোর্ট চেয়েছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরমেশ্বর।

তিন জঙ্গিকে গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী দপ্তর জেরা করে জেনেছে, তিনজনই পাক গুপ্তচর সংস্থা, আইসিস ও বিভিন্ন জঙ্গি-মডিউলের সঙ্গে যুক্ত। দু'জনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। একজন হায়দরাবাদের বাসিন্দা। আইসিসের ওই জঙ্গিরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক কষেছিল। এদিনের গ্রেপ্তারিকে বড় সাফল্য বলে মনে করছে গুজরাট পুলিশ। খবর, ধৃত আহমেদ মহিনুদ্দিন সইদ, মহম্মদ সুহেল ও আজাদকে একবছর ধরে আগরাহারা কেন্দ্রীয় জেলের বন্দিদের কেউ মোবাইলে মজে, কেউ টিভি দেখছে। আইসিস জঙ্গি জুহেব হামিদ ফোন ঘাঁটছে। ধর্ষণে সাজাপ্রাপ্ত উমেশের হাতে দু'টি ফোন। ভিডিওটি দেখে জেল কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বলেছেন, 'আমি এসমস্ত বরদাস্ত করব না। বন্দিরা জেলের ভিতর সবরকমের সুযোগ পেলে তারা জেলে কেন রয়েছে? বলা হচ্ছে জেলে কর্মীর সংখ্যা কম। এটা কোনও অজুহাত নয়। আমরা সিসিটিভি ও জ্যামার অনুমোদন করেছি। এগুলো খুব কম জায়গায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।'

মুনিরের পদোন্নতি, বিক্ষোভ পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ৯ নভেম্বর : অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের মাটিতে পরপর আছড়ে পড়েছে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র। বিমানঘাঁটি থেকে জঙ্গি শিবির, ধ্বংস হয়েছে সবকিছু। বিপরীতে পাক সেনাবাহিনীর ছোড়া শয়ে শয়ে ড্রোনকে ধ্বংস করছে ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সাম্প্রতিক সংঘাতে সুবিধা করতে না পারলেও পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের পদোন্নতি আটকাচ্ছে না। কিছুদিন আগে ফিল্ড মার্শাল হয়েছেন। এবার তাঁর জন্য নতুন পদ চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান) তৈরি করতে চলেছে শাহবাজ শরিফ সরকার। সংবিধান সংশোধন করে তাঁকে আরও ক্ষমতা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং অবসরের পরেও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সংশোধনীতে। যার মধ্যে রয়েছে, সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে আজীবন কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না। মুনিরের অবসরের পরেও যে রক্ষাকবচ কার্যকর থাকবে।

সরকারি প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি। সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেনাপ্রধানের গুরুত্ব বাড়িয়ে বর্তমান সরকার ঘুরপথে পাকিস্তানকে সামরিক শাসনে আনতে চাইছে কি না, প্রশ্ন উঠেছে। শনিবার পাক সরকারের তরফে পার্লামেন্টে সেনাপ্রধানের নতুন পদ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পেশ হওয়ার পর থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীর পর, ফিল্ড মার্শাল আজীবন সুযোগ-সুবিধা পাবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সারা জীবন কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না। আসিম মুনির তাঁর নিজের অপকর্মের জন্য এতটাই ভীত যে তিনি নিজের চারপাশে একটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরি করছেন। তিনি ভয় পাচ্ছেন যে, দেশের জন্য যা করেছেন তার জন্য তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।'

পাক পার্লামেন্টের দু-কক্ষে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবে সেনাপ্রধান বা চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদের নাম বদলে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান) করার পাশাপাশি ৩ বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় রাখতে চেয়ারম্যান অফ দ্য জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটি (সিজেসিএসসি) স্থায়ী ভাবে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, এখন থেকে সেনাপ্রধানই প্রতিরক্ষা বাহিনীর শীর্ষকর্তা বলে গণ্য হবেন। প্রস্তাবে কমান্ডার অফ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড নামে পাকিস্তানের পরমাণু এবং কৌশলগত পরিকাঠামোর নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে। তাঁকে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস-এর পরামর্শ মেনে নিয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই পদ তৈরি থেকে স্পষ্ট যে দেশের পরমাণু শক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে জেনারেল মুনিরের অনুগত কোনও সেনাকর্তার হাতে।

অবসরের পরেও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ

একনজরে

- সেনাপ্রধান বা চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদের নাম বদলে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান) করা হবে
- অবলুপ্ত হচ্ছে চেয়ারম্যান অফ দ্য জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটি
- কমান্ডার অফ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড নামে একটি পদ তৈরির প্রস্তাব। সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীর হাতে থাকবে পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ
- তৈরি হবে ফেডারেল সাংবিধানিক আদালত

সুস্থ থাকুন

মনের যত্ন নিন

আমরা এক পরিবর্তনশীল ও অস্থির সময়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। শক্তি আর প্রতিযোগিতার খেলায় সবাই জয়ী হতে চাইছে। আমদের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা পদ্ধতি, এমনকি অনুভূতিও নিয়ন্ত্রণ করছে মুঠোফোন বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যার প্রভাব পড়ছে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যে। ফলে কেউ একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, কেউ অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছে, কারও বা আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় কী করবেন জানালেন দুই বিশেষজ্ঞ।

মানসিক সমস্যা চেনার উপায়

ডাঃ এসএ মল্লিক
জেনারেল ফিজিশিয়ান

আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, চাপ, সম্পর্কের জটিলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানসিক অসুস্থতা বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যেখানে একজন মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ও সামাজিক আচরণে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁর দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হয়।

লক্ষণ

অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা ভয় : সামান্য বিষয়েও উদ্বেগ বা আতঙ্ক অনুভব করা।

অস্থিরতা বা হতাশা : মন খারাপ থাকা, আগ্রহের অভাব, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি।

ঘুম ও খাবারে পরিবর্তন : ঘুম না আসা, অতিরিক্ত ঘুম, খিদে কমা বা বেড়ে যাওয়া।

মনোযোগে ঘাটতি ও ভুলে যাওয়া : কাজে মনোযোগ দিতে না পারা, বারবার ভুল করা।

আচরণে পরিবর্তন : হঠাৎ রাগ, কান্না, একাকিত্ব বা সামাজিক যোগাযোগ থেকে দূরে থাকা।

শরীরের অজানা সমস্যা : মাথাব্যথা, পেটব্যথা বা ক্লান্তি, কিন্তু টেস্টে কোনও কারণ না পাওয়া।

উপরিউক্ত লক্ষণগুলি যদি কয়েক সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে থাকে, তাহলে এটি মানসিক অসুস্থতার ইঙ্গিত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

মানসিক অসুস্থতা নির্ণয়ের জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে তাঁরা কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যেমন –

বিশদ ইতিহাস নেওয়া : রোগীর মানসিক অবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতি জানা।

মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন : প্রশ্নাবলি ও মানসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মানসিক অবস্থা যাচাই।

প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা : থাইরয়েড, ভিটামিন বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যার মূল্যায়ন, কারণ অনেক সময় এগুলিও মানসিক লক্ষণের কারণ হতে পারে।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা

প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে —

ওষুধ : মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কিছু ওষুধ দেন যা মস্তিষ্কের রাসায়নিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

মনোচিকিৎসা : কাউন্সেলিং, কগনিটিভ বিহেভিয়ারল থেরাপি (সিবিটি) প্রভৃতি রোগীর চিন্তা ও আচরণ পরিবর্তনে সাহায্য করে।

জীবনধারার পরিবর্তন : নিয়মিত ঘুম, সুষম আহার, ধ্যান, যোগব্যায়াম ও সামাজিক সংযোগ বজায় রাখা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর।

মানসিক অসুস্থতা লজ্জার নয়, এটি শরীরের অন্য রোগের মতোই একটি চিকিৎসাযোগ্য অবস্থা। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা ও সমর্থন পেলে যে কেউ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। তাই নিজের বা প্রিয়জনের মধ্যে ওপরের লক্ষণগুলি দেখলে দেরি না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

নথি নেই? চাপ সামলাবেন কীভাবে?

ডাঃ নির্মল বেরা
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
বিভাগীয় প্রধান, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এমনিতে রোজকার জীবনে চাপ কম নয়। তার ওপর রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া, যেখানে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের আপডেট দিতে অনেকেই বেশ স্বচ্ছন্দ। এই সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ইতিবাচক খবরের পাশাপাশি নেতিবাচক খবরও আমাদের কানে পৌঁছাতে বিশেষ দেরি হয় না। এই যেমন সম্প্রতি শুরু হওয়া এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী কর্মসূচির জেরে অনেকেই বেশ উদ্বিগ্ন। কারও কারও আত্মহত্যার ভাইরাল খবরে সেই উদ্বেগ যেন আরও বেড়েছে। ভোটার তালিকা থেকে নিজের নাম হারানোর শঙ্কায় আতঙ্কিত অনেকে।

এই উদ্বেগ, আতঙ্ক অনেকসময় গভীর অস্থিরতা, বর্জনের অনুভূতি বা পরিচয়ের ক্ষতি হিসেবে অনুভূত হয়। বিশেষ করে বৃদ্ধ, বিশেষভাবে সক্ষম, গ্রামীণ বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে এই উদ্বেগ বেশি। গুজব ও ভুল তথ্য এই ভয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে। কিছু এলাকায় যাচাই প্রক্রিয়া অবিশ্বাস বা গোষ্ঠীগত উত্তেজনা তৈরি করে, বিশেষত যখন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নাম অধিক যাচাইয়ের আওতায় আসে। এতে সমষ্টিগত বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি বাড়তে পারে। একইভাবে ভোটার যাচাইয়ের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তারা অতিরিক্ত কাজের চাপ, সময়ের সীমাবদ্ধতা ও জনসমালোচনার মুখোমুখি হন। ফলে অবসাদ, বিরক্তি ও পেশাগত মানসিক ক্লান্তি তৈরি হয়।

এক্ষেত্রে অস্থিরতা, বর্ধিত উদ্বেগ, বুকে চাপ অনুভূত হওয়া, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি অ্যাংজাইটির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এমনকি ক্ষণিকের জন্য শ্বাসকষ্ট বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিংবা প্যানিক অ্যাটাকের সম্ভাবনাও কম নয়।

দিনের বেশিরভাগ সময় মন খারাপ থাকা, খুশির লেশমাত্র অনুভব না করা, খিদে এবং ঘুম কমে যাওয়া, নিজেকে অসহায় মনে হওয়া ধীরে ধীরে মানুষকে আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। কিছুতেই কাজে মন দিতে না পারা, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের মানিয়ে না নিতে পারা— অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডারের অনুরূপ মানসিক সমস্যা এই প্রেক্ষাপটে প্রকট হতে পারে। বারবার আতঙ্কিত হওয়া, বারবার কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, দিনের মধ্যে বারবার সেগুলি পরীক্ষা করা, সবকিছু সঠিক আছে কি না দেখার প্রবণতা দেখা যায়।

সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে চাপগ্রস্ত মানুষের কাছে ভোটার পরিচয় হারানো বা হারানোর ভয় অনেক সময় নিজেকে জাতীয় সত্তা থেকে মুছে ফেলার অনুভূতি এনে দেয়। এই অনুভূতি থেকে হতাশা, উদ্বেগ হতে পারে এবং নিজেকে মূল্যহীন মনে হতে পারে, যা আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া গুজব, প্রশাসনিক জটিলতা ও সামাজিক কলঙ্ক থেকে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা, আত্মহত্যাপ্রবণ চিন্তা বা আত্মহত্যার চেষ্টা বাড়তে পারে। সেইসঙ্গে অন্তর্ভুক্তির অভাব ও অসহায়তার অনুভূতি চরম পদক্ষেপ করতে বাধ্য করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটি সবার আগে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

বেআইনি ও যথোপযুক্ত কাগজপত্রবিহীন গোষ্ঠীর মধ্যে বাড়িঘর হারানোর ভয়, নিরাশা, অনিশ্চয়তার মতো লক্ষণের প্রবণতা সাধারণের থেকে বেশি, যা থেকে আত্মহত্যার ঝুঁকি অনেক বাড়ে।

এই অবস্থায় প্রতিরোধ বা সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কয়েকটি উপায় কার্যকরী হতে পারে। যেমন, সকালবেলা যোগব্যায়াম ও হালকা শরীরচর্চা স্ট্রেস ও অ্যাংজাইটি সামাল দিতে সাহায্য করে। স্থানীয় ভাষায় সংবাদমাধ্যম, পঞ্চায়েত ও আধিকারিকদের মাধ্যমে স্বচ্ছ তথ্য প্রচার করে গুজব প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এছাড়া ভোটার হেল্পলাইনকে মানসিক স্বাস্থ্য জরুরি সহায়তা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা, যাতে আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাৎক্ষণিক সহায়তা পান। পাশাপাশি সামাজিক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে সঠিক তথ্য ও মানসিক আশ্বাস পৌঁছে দেওয়া, নির্বাচনি কর্মকর্তাদের মানসিক কষ্ট বা আত্মহত্যার ভাবনা চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

পরিশেষে বলব, ভোটার তালিকার যথার্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নাগরিকদের মানসিক সুস্থতা ও মর্যাদা রক্ষা করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অনভ্যস্ত হাতে শান মস্তিষ্কে

যখনই আপনার মনে হয়, অনেক কথা মনে রাখতে পারছেন না, প্রয়োজনে মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না তখন আপনি হয় পাজল সলভ করেন বা দাবা খেলেন কিংবা ক্রসওয়ার্ড করেন। কিন্তু এইসবের থেকেও সহজ হল, আপনি যে হাতে ব্রাশ করতে বা রান্না করতে বা অন্যান্য কাজ করতে অভ্যস্ত, সেইসব কাজই অন্য হাত দিয়ে করা। সিএমসি ভেলোরের নিউরোলজিস্ট ডাঃ সুধীর কুমারের মতে, দৈনন্দিন কিছু পরিবর্তনেই মস্তিষ্কের সক্রিয়তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ডাঃ কুমারের মতে, পেশির মতো মস্তিষ্ক যখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। সাধারণ কাজের জন্য আপনার কম সক্রিয় হাত ব্যবহার করলে তা মস্তিষ্কের সেই অংশকে উদ্দীপিত করে যা সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। তাই কম সক্রিয় হাত বা বাঁ হাত কিংবা বাঁহাতিরা ডান হাত ব্যবহার করলে শুধু যে কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে তা নয়, নতুন স্নায়ু সংযোগ তৈরিতেও উৎসাহিত করবে।

মস্তিষ্কে শান দিতে ডাঃ কুমার কয়েকটি উপায় জানিয়েছেন। যেমন –

- যে হাত দিয়ে রান্না করতে বা খেতে অভ্যস্ত, সেখানে অন্য হাত ব্যবহার করুন
- ফোন অপারেটেও কম সক্রিয় হাতের ব্যবহার করুন
- ছোট নোট লেখার অভ্যাস
- ব্রাশ করা বা চুল আঁচড়াতে, এমনকি পিয়ানোর মতো যন্ত্র বাজাতেও কম সক্রিয় হাত ব্যবহার করতে পারেন

দৈনন্দিন জীবনের এত কাজের মধ্যে অল্প কয়েকটা কাজও যদি অনভ্যস্ত হাতে করতে পারেন তাহলে তা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাতে প্রকৃত অর্থেই ব্রেন শার্প হবে।

ছোট্ট তারা

তৃতীয় শ্রেণির ময়ূখ সূত্রধর আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র সে। পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কন ও ক্রিকেট খেলায় পারদর্শী।

নাচের তালে খুদেরা। আলিপুরদুয়ার পুরসভা হলে নৃত্যানুষ্ঠান। রবিবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

ফালাকাটায় বিজেপির সংকল্প পরিবর্তন যাত্রা

সুকান্তর মিছিলে ভিড় নিয়ে কটাক্ষ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সংকল্প পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে ব্যাপক প্রচার করেছিল বিজেপি। ফালাকাটার প্রায় সব অংশেই এই প্রচার করে বিজেপি নেতৃত্ব। রবিবার মন্ত্রী এসে সংকল্প যাত্রা ও পথসভায় বক্তব্য রাখেন।

পথসভায় প্রায় চার হাজারের মতো মানুষ তাঁর বক্তব্য শুনতে আসেন। এদিকে শাসকদল পথসভায় এই পরিমাণ মানুষের উপস্থিতিকে নিয়ে বিদ্রুপ করতে ছাড়েনি। তাতে আপত্তির রোষ পদ্ম শিবিরের নেতৃত্বের।

তৃণমূলের জেলা সম্পাদক শুভব্রত দে বলেন, 'বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মিছিলে আর সভায় তো লোকই হয়নি। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে লোক এনেও মিছিলে ভিড় করতে পারেনি তারা। আসলে মানুষ এখন বিজেপির আসল চেহারা চিনে গিয়েছে। তাই সামনের বিধানসভার প্রচারেও লোক পাবে না তারা।'

যদিও বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'আমাদের মাত্র চারটি মণ্ডল থেকেই কর্মীরা এসেছিল। আমরা তো চেয়েইছিলাম সাধারণ মানুষ আমাদের কথা শুনুক। তাতে আমরা সফল। এদিন মিছিল ও পথসভায় যথেষ্ট ভিড় হয়েছিল।'

এদিন শহরের ধূপগুড়ি মোড়ে বেলা ২টো থেকে সংকল্প পরিবর্তন যাত্রা শুরু হবার কথা ছিল। কিন্তু তার প্রায় দু'ঘণ্টা পরে সেখানে এসে পৌঁছান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

পরে শহরের মেইন রোড থেকে মিছিল শুরু হয়ে নেতাজি রোড, মিল রোড হয়ে ট্রাফিক মোড়ে মিছিল শেষ হয়। মিছিলে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জেলা সভাপতি মিঠু দাস সহ জেলার বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন।

মিছিল শেষে ট্রাফিক মোড়ে পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে মূল বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বক্তব্যে প্রথম থেকেই এদিন তিনি নানা ঘটনার বিবরণের মধ্য দিয়ে সবুজ শিবিরকে বেঁধেন।

> বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মিছিলে আর সভায় তো লোকই হয়নি। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে লোক এনেও মিছিলে ভিড় করতে পারেনি তারা। মানুষ এখন বিজেপির আসল চেহারা চিনে গিয়েছে। তাই সামনের বিধানসভার প্রচারেও লোক পাবে না তারা।
>
> **শুভব্রত দে** জেলা সম্পাদক, তৃণমূল

> আমাদের মাত্র চারটি মণ্ডল থেকেই কর্মীরা এসেছিলেন। আমরা তো চেয়েইছিলাম মানুষ আমাদের কথা শুনুক। তাতে আমরা সফল। এদিন মিছিল ও পথসভায় যথেষ্ট ভিড় হয়েছিল।
>
> **দীপক বর্মন** রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি

এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আগে মারব না। তবে কেউ মারতে এলে ছাড়ব না। পাকিস্তানকে মেরে যেমন ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি তেমনি তৃণমূলকেও করা হবে। তৃণমূল তো নেংটি ইঁদুর।'

এদিন সুকান্ত আরও বলেন, 'উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আসেন আমোদ করতে। তিনি চলে যাবার পরেই নদী থেকে বালি, পাথর চুরি বাড়ে। চা বাগানগুলি নিয়েও কোনও পরিকল্পনা নেই। তাই বাগান বন্ধ হচ্ছে।'

এছাড়াও এসআইআর নিয়েও সুকান্ত তৃণমূলকে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি। তিনি তোপ দেগে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে বারণ করছেন। অথচ তাঁর বাড়ির লোকজনই চুপিসারে এই ফর্ম পূরণ করে জমা করছেন। রাজ্যে চাকরি নেই, সব চাকরি চুরি করেছে তৃণমূল নেতারা।' এছাড়াও এসআইআর নিয়ে এদিন বিজেপির বিএলএ-দের সতর্ক থাকার কথাও বলেন তিনি।

এই পথসভার পর বিজেপির নেতা-কর্মীরা মনে করছেন, বছর ঘুরতেই ভোট। তার আগে আলিপুরদুয়ার জেলায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর মিছিল ও সভার যথেষ্ট তাৎপর্য আছে।

বিধানসভায় ৫-০ করার ডাকও এদিন দিয়েছেন খোদ সুকান্ত। তাই এদিন ভোটের প্রচার এবং রণকৌশল ছকে দেন তিনি। যাকে হাতিয়ার করেই বিজেপির নেতা-কর্মীরা এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলেই জানিয়েছে জেলা নেতৃত্ব।

ফালাকাটায় মিছিলে সুকান্ত। রবিবার।

আলোচনার কেন্দ্রে মায়েদের মানসিক লড়াই

> বাজার হোক কিংবা চায়ের দোকান, রাস্তার মোড়- সব জায়গায় এখন আলোচনার মূলে একটাই বিষয়, 'একজন মা কি সত্যিই এমন কাজ করতে পারেন?' দক্ষিণ চেচাখাতা শিশুহত্যা কাণ্ডের পর এই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। পরিবারের দাবি, ওই তরুণী পূজা দে ঘোষ ৪-৫ বছর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তার চিকিৎসাও চলছিল। কিন্তু শহরের একাংশ বলছে, বিষয়টি হয়তো পোস্ট পার্টাম ডিপ্রেশন। অর্থাৎ প্রসবের পর হরমোনগত পরিবর্তনের কারণে বহু নতুন মায়ের মধ্যে যে জটিল মানসিক অবস্থা তৈরি হয়, সেটিরই সম্ভাব্য প্রতিফলন। তবে শুধু দোষারোপ করলেই কি পুরো সত্যিটা উঠে আসে? না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সন্তান জন্মের পর বহু মা এমন একটি মানসিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যান, যাকে প্রায়ই গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : দক্ষিণ চেচাখাতা শিশুহত্যা কাণ্ডে শহরজুড়ে তীব্র আলোড়ন অব্যাহত। ওই ঘটনাকে সামনে রেখেই বহু মা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। এই লড়াইকে শুধু মানসিক নয়, এক অদৃশ্য যুদ্ধ নিজের ভেতরের সঙ্গে বলে ব্যাখ্যা করেছেন অনেকে। আর ওই সংকটময় সময়ে পরিবারের বোঝাপড়া, সঙ্গ ও সহায়তাই কারও কারও জীবনে হয়ে ওঠে জীবনরক্ষাকারী বল।

এই যেমন শহরের বাসিন্দা অস্মিতা চক্রবর্তীর সন্তানের জন্মের পর কয়েক মাস তাঁর মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

তাঁর কথায়, 'কখনও প্রচণ্ড রেগে যেতাম। আবার একটু পরেই মন খারাপ করে কাঁদতাম। একসময় গান শোনা আমাকে বাঁচিয়েছিল। বাচ্চা একটু বড় হতেই আমি আবার ফিটনেসে মন দিলাম। শরীর ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনও ধীরে ধীরে হালকা হতে শুরু করে।' অস্মিতার মতে, সবচেয়ে বড় সহায়তা ছিল নিজের বদলটাকে স্বীকার করে নেওয়া।

আবার আরেক বাসিন্দা ঝর্ণা সাহার সন্তান হওয়ার পর তাঁর পুরো যাত্রাতেই সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা। তিনি বলেন, 'আমি দিনভর অস্থির থাকতাম, রাতে ঘুম আসত না। মনে হত আমি কিছুই ঠিকমতো করতে পারছি না। কিন্তু মা একদিনও আমাকে একা ছাড়েননি। এই সময়টা কেটে যাবে। সেই কথাটাই আমাকে বাঁচাত।'

আলিপুরদুয়ার শহরের অপর্ণা পালের অভিজ্ঞতা অন্যরকম।

তিনি বলেন, 'আমার স্বামীর ওপর ভীষণ রাগ হত। কোনও কারণ ছাড়াই চিৎকার করতাম। ভাবতাম, ও কী বুঝবে আমার ভিতরের যন্ত্রণাটা? আশ্চর্যজনকভাবে ও বিন্দুমাত্র রাগ করত না।'

তবে যেটা বহু মায়ের মধ্যেই গভীর ক্ষত তৈরি করে সেটা হল, বাচ্চা হওয়ার পর তাকে ঘিরে থাকে সবাই। সে কেমন আছে, ঠিকমতো খাচ্ছে কি না, ঘুমোচ্ছে কি না। কিন্তু মা কেমন আছেন, তাঁর শরীর বা মনের কী অবস্থা, সেটা জিজ্ঞেস করে খুব কম মানুষই, বলছেন আলিপুরদুয়ারের প্রিয়াংকা ভৌমিক।

এই কথার মধ্যেও প্রিয়াংকার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিক্রমী। তিনি যোগ করেন, 'হ্যাঁ, এতে প্রথমে খারাপ লাগত। মনে হত আমাকেও তো কেউ জিজ্ঞেস করতে পারত। কিন্তু পরে বুঝেছি, এটা অনেকটাই স্বাভাবিক। কারণ নতুন একটা প্রাণ যখন পৃথিবীতে আসে, সে কিন্তু নিজের অসুবিধা প্রকাশ করতে পারে না। বড়রা বা মায়েরা অন্তত বলতে পারে কোথায় কষ্ট হচ্ছে, কোথায় সাহায্য দরকার। তাই সবাই আগে বাচ্চার দিকেই ছুটে যায়।'

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের সমাজে এখনও সন্তান জন্মের পর মায়েদের মানসিক অবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অনেকেই বলেন, 'এ তো স্বাভাবিক'। কিন্তু আসলে তা নয়। এই উপসর্গগুলোকে অবহেলা করলে অনেক সময় পরিস্থিতি বিপজ্জনক হতে পারে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীলাদ্রি নাথ বলেন, 'বাচ্চা জন্মের প্রায় ৬ সপ্তাহ পর থেকেই অনেক মায়ের ক্ষেত্রে পোস্ট পার্টাম ডিপ্রেশনের উপসর্গ শুরু হতে পারে। কারও যদি আগে থেকেই ডিপ্রেশনের ইতিহাস থাকে, তাদের ঝুঁকি আরও বেশি। আবার ডেলিভারির পরে শরীরে বড় ধরনের হরমোনাল পরিবর্তন হয়, সেই ইমব্যালেন্স থেকেই অনেকের মধ্যে অবসাদ, রাগ, অস্থিরতা ও কান্নাকাটির প্রবণতা দেখা দেয়।'

অন্যদিকে, স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবযানী সেন শর্মা জানান, যে মায়েরা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন না, বা পরিবারের সাপোর্ট পান না তাঁদের ক্ষেত্রে চাপ দ্বিগুণ হয়। প্রথমবার মা হলে স্বাভাবিকভাবেই কনফিডেন্স কমে যায়। আবার যেসব মায়ের আগেও মিসক্যারেজ হয়েছে, তাদের মধ্যেও মানসিক অস্থিরতা দেখা দেওয়া খুবই সাধারণ বিষয়। তাই পুরো প্রেগন্যান্সি-টাইম জুড়ে যদি কেউ নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখেন, তাহলে পোস্ট পার্টাম ডিপ্রেশনের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। নতুন মা হলে কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবেই- এটাই স্বাভাবিক। সহযোগিতা এবং সঠিক মেডিকেল গাইডলাইন অনুসরণ করলেই কঠিন সময়টি সহজে সামলে ওঠা সম্ভব।'

যত্ন শুধু বাচ্চাকেই

> কখনও প্রচণ্ড রেগে যেতাম। আবার একটু পরেই মন খারাপ করে কাঁদতাম। একসময় গান শোনা আমাকে বাঁচিয়েছিল। বাচ্চা একটু বড় হতেই আমি আবার ফিটনেসে মন দিলাম। শরীর ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনও ধীরে ধীরে হালকা হতে শুরু করে।
>
> **অস্মিতা চক্রবর্তী** শহরের বাসিন্দা

চিকিৎসকের পরামর্শ

অনেক মায়ের ক্ষেত্রে অবসাদ স্বাভাবিকভাবেই আসে

তবে যাঁদের আগে মানসিক সমস্যার ইতিহাস আছে তাঁদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে

একবার চিকিৎসা ও ওষুধ শুরু হলে তা সম্পূর্ণ কোর্স মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি

অনেকেই সামান্য ভালো লাগলেই ওষুধ বন্ধ করে দেন, এটা একদমই ভুল

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অনেকে মনে করেন ব্রেস্টফিড করালে ওষুধের প্রভাব বাচ্চার উপর পড়বে

কিন্তু আধুনিক বেশিরভাগ ওষুধেই এই ঝুঁকি নেই

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ নভেম্বর : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় নারারথলিতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি পণ্যবাহী ট্রাক ধাক্কা মারে একটি স্কুটারের পেছনে। রবিবার ওই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় স্কুটারচালক ভারতী মালাকার নামে বছর ৫০-এর এক মহিলার। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই মহিলার সঙ্গে থাকা তাঁর নাতনি মুন্নি মালাকার।

পুলিশ এসে ভারতীর দেহ উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি সুবিমল বর্মন ও শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক সহ অন্য পুলিশকর্মীরা। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি সুবিমল বর্মন জানান, সোমবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে, ঘটনার তদন্ত চলছে। গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে।

মুন্নিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

খোলা আকাশ, সবুজ মাঠে মুক্ত জিম

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : প্রতিদিনের ব্যস্ততায় অনেক সময়ই জিমে যাওয়া হয়ে ওঠে না। কেউ কেউ আবার শরীর সুস্থ রাখতে রোজ মাঠে দৌড়াদৌড়ি করেন। তাঁদের শরীরচর্চার প্রতি আরও আগ্রহ বাড়াতে এবার আলিপুরদুয়ারের ফুসফুস বলে পরিচিত প্যারেড গ্রাউন্ডেই খোলা হচ্ছে 'মুক্ত জিম।' এতে খোলা আকাশের নীচে এবং সবুজে ঘেরা মাঠে শরীরচর্চা করতে পারবেন শহরবাসী।

ঠিক কী এই মুক্ত জিম? সুবিশাল ওই মাঠের পশ্চিম প্রান্তে শহিদ বিপুল রায়ের মূর্তির পাশেই কিছুটা জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে সেই শরীরচর্চাকেন্দ্র। বিধায়ক তহবিল থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেই শরীরচর্চার কেন্দ্রটি খুব শীঘ্রই সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। কী নেই সেখানে? লেগ প্রেস, বেঞ্চ প্রেস, চিলিং বার, পেক ডেক, রোলার, বাটারফ্লাই মেশিন সহ বিভিন্ন শরীরচর্চার সরঞ্জাম আছে।

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'অনেকেই আছেন যাঁরা নিয়মিত জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করতে পারেন না। পাশাপাশি অনেক খেলোয়াড় আছেন যাঁরা এই মাঠে প্রতিদিন দৌড়াদৌড়ি করেন। নিজেদের ফিট রাখতে শরীরচর্চা করেন। তাঁদের স্বার্থে এবং খেলাধুলোর প্রতি উৎসাহ বাড়াতেই এই শরীরচর্চাকেন্দ্র। খুব শীঘ্রই আমরা সেটা উদ্বোধনের পর সকলের ব্যবহারের জন্য খুলে দেব।'

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই ব্যায়ামাগারটি সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকবে। সকাল ও বিকেল এমনকি সন্ধ্যায় যাঁরা এই মাঠে শরীরচর্চা করতে আসবেন তাঁরা এই জিমের সুবিধা নিতে পারবেন।

> শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর প্রতি উৎসাহ বাড়াতেই এই শরীরচর্চাকেন্দ্র। শীঘ্রই আমরা সেটা উদ্বোধনের পর সকলের ব্যবহারের জন্য খুলে দেব।
>
> **সুমন কাঞ্জিলাল** বিধায়ক

পুরসভা থেকে এর রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মদন ঘোষের কথায়, 'প্রতিদিন প্রচুর মানুষ এখানে হাঁটাহাঁটি ও ব্যায়াম করেন। এবার থেকে এই জিমে তাঁরা শরীরচর্চা করতে পারবেন। পাশাপাশি পুরসভা থেকে সেখানে আলোর ব্যবস্থাও করা হবে।'

রবিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, সেই মুক্ত জিমের কাজ প্রায় শেষ। তবে যন্ত্রাংশগুলিকে উদ্বোধন অবধি প্লাস্টিকে মোড়ানো অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে। এদিন সেখানে প্রতিদিনের মতো শরীরচর্চা করতে এসেছিলেন অনিরুদ্ধ রায়। তিনি পেশায় একজন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিন বিকেলে মাঠে আসি, ওয়ার্কআউট করি। তবে কিছুদিন ধরে এখানে এসব জিমের মেশিনগুলো দেখতে পাচ্ছি। যদি এটা সর্বসাধারণের জন্য হয় তাহলে খুবই ভালো হবে। অনেকেই সেখানে শরীরচর্চা করতে পারবেন।'

শুধু ক্রীড়াবিদ নয়, শহরের বুকে এধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রত্যেকেই। শহরের প্রবীণ নাগরিক ল্যারি বসু জানিয়েছেন, 'নেশাগ্রস্ত সমাজ থেকে বেরিয়ে সুস্থ পরিবেশ এবং নিজেকে গড়তে চাই শরীরচর্চা। প্যারেড গ্রাউন্ডে যে মুক্ত ব্যায়ামাগার হচ্ছে সেখানে অনেকেই আছেন যাঁরা সকালসন্ধ্যায় চলাফেরা করেন। ফলে এখন থেকে তাঁরাও এখানে এসে নিজেকে সুস্থ রাখতে পারবেন। এটা একটা দারুণ উদ্যোগ।'

প্রথম দিনেই রাসমেলা জমজমাট

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : রবিবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি ও আলিপুরদুয়ার পুরসভার যৌথ উদ্যোগে ৭৯তম রাসমেলার উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস প্রমুখ। এবারের মেলায় প্রায় ১৫০-র মতো স্টল থাকছে বলে জানাচ্ছেন রাসমেলা কমিটি। এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী তারা। রবিবার থেকে শুরু হয়ে আগামী ১৫ দিন মেলা চলবে। মেলায় বাচ্চাদের খেলনা, মেয়েদের সাজগোজের সামগ্রী, জামাকাপড়, ঘর সাজানোর দোকান, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন রাইড রয়েছে। পাশাপাশি, খাবারেরও একাধিক স্টল থাকছে। রাসমেলা কমিটির সম্পাদক পুলক মিত্র বলেন, 'রবিবার থেকে মেলা শুরু হয়ে গেল। এবার অনেক স্টল থাকছে। প্রথম দিন মেলায় ভালো ভিড় হয়েছে।'

এদিন দুর্গাবাড়ি রাসমেলা উদ্বোধনের আগে থেকেই ভিড় লক্ষ করা যায়। তপসিখাতা থেকে মা-বাবার সঙ্গে মেলায় ঘুরতে এসেছিল ভাই ও বোন আদ্রিক দাস ও আরাত্রিকা দাস। মা-বাবার কাছে তারা বায়না করে ওঠে, 'আমাদের ডাম্পার ট্রাক ও পুতুল কিনে দিতে হবে। নইলে মেলা ঘুরব না।' এরপর সেগুলো কিনে দিতেই দুজনের মুখভরা হাসি। তারপর খুশিতে নাচতে নাচতে মেলার অন্য প্রান্তে মিলিয়ে গেল তারা।

শহর লাগোয়া অঞ্চল থেকে মেলায় গৃহস্থালির সামগ্রী কিনতে এসেছিলেন অমৃত রায় ও বাসন্তী রায়। বাসন্তী রায় বলেন, 'বাড়ির জন্য কিছু সামগ্রীর দরকার ছিল। তাই মেলার প্রথম দিন সন্ধ্যা হতেই চলে এলাম। পাশে দাঁড়ানো অমৃত রায় বলেন, 'প্রতিবারই মেলায় আসি। এখানে এলে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। খুব ভালো লাগে এখানে আসতে।'

পাশাপাশি, প্রায় সব দোকান প্রস্তুত হয়ে গেলেও সামান্য কিছু দোকানের কাজ এখনও বাকি। যা সোমবারের মধ্যে হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন দোকানদাররা।

প্রণব বিশ্বাস, কুণাল রায়, চয়ন দাস, রোহিত বর্মন চার বন্ধু মিলে এসেছিল মেলায় রাইড চড়তে। কুণাল রায় বলে, 'মেলায় প্রতিবারই আসি। রাইডগুলো চড়ি। খুব ভালো লাগে আমাদের। আবারও আসব।'

বিক্রেতা রূপম ধর বলেন, 'প্রথম দিনেই মানুষজন মেলায় আসছে। খুব ভালো লাগছে। কেনাকাটিও দারুণ চলছে। আশা করি, গোটা মেলাই ভালো হবে।' খেলনার দোকান দেওয়া আমজাদ হোসেন বলেন, 'প্রথম দিন ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। অনেক বাচ্চাই আসছে কেনাকাটি করতে।'

আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি রাসমেলায় ভিড়। রবিবার।

রাসমেলার উদ্বোধনে সুকান্ত, কটাক্ষ তৃণমূলের

পলাশবাড়ি, ৯ নভেম্বর : রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজবিলে ঐতিহ্যবাহী ৫৬তম রাসমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ সহ আরও অনেকে।

এদিকে সুকান্তকে স্বাগত জানিয়ে মেজবিল, নিউরোড, গুদামটারি মোড়, শিশাগোড়, বালুরঘাট এলাকায় মহাসড়কের পাশে একাধিক প্ল্যাকার্ড লাগানো হয়। যা নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

গত বুধবার মেজবিলে এসে রাসচক্রের পুজো ও উদ্বোধন করেছিলেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। এদিন মেলায় না এলেও সুকান্তকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, 'মূল রাসচক্রের তো গত বুধবার উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। এদিন কলকাতা থেকে কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রী এসেছেন। মেলায় যে কেউ আসতেই পারেন। এখানকার জিলিপি খেয়ে যেতেই পারেন। ক'দিন আগেই শালকুমারহাটে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল। তখন কেন্দ্রের কোনও প্রতিনিধিদল আসেনি। এখন তাঁরা মেলায় আসছেন চপ খেতে।'

এদিকে মেলা কমিটির দাবি, এদিনের উদ্বোধন কর্মসূচি পুরোপুরি অরাজনৈতিক। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাবু দে'র কথায়, 'এবারই প্রথম কেন্দ্রের কোনও মন্ত্রীকে দিয়ে রাসমেলার উদ্বোধন করা হল। এটা আমাদের কাছেও গর্বের। এই উদ্বোধন পুরোপুরি অরাজনৈতিক ব্যাপার। এই মেলাও ঐতিহ্যবাহী। তাই অনেকেই এদিন মেলায় এসেছেন।'

ফালাকাটায় রাজনৈতিক কর্মসূচি শেষ করেই সুকান্ত এদিন রাতে মেজবিলের মেলায় আসেন। বৈরাতি নৃত্যের মাধ্যমে তাঁকে বরণ করা হয়। মন্দিরে পুজো দেন মন্ত্রী। পুতুল প্রদর্শনীও দেখেন। তারপর মেলার মঞ্চে সুকান্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিলিপি খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। পরে কমিটির তরফে তাঁকে জিলিপি খাওয়ানো হয়। মন্ত্রী বলেন, 'মেজবিলের এই রাসমেলার উদ্বোধন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কারণ, কোচবিহারের পর আলিপুরদুয়ার জেলায় মেজবিলের এই মেলাই সবথেকে বড়। দীর্ঘ ৫৬ বছর ধরে এই মেলা চলছে।'

লায়ন্স মানবিক দেওয়াল

ফালাকাটা, ৯ নভেম্বর : লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার উদ্যোগে চালু করা হল লায়ন্স মানবিক দেওয়াল। ব্যবহারযোগ্য পুরোনো জামাকাপড়ের বস্ত্রসম্ভার নিয়ে তারা এই মানবিক দেওয়াল চালু করেছে।

রবিবার ফালাকাটা হাইস্কুলের সামনে জামাকাপড় নিয়ে এই বস্ত্র ব্যাংক চালু করা হয়। লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সম্পাদক সোমনাথ গোস্বামী বলেন, 'এদিন প্রায় হাজারখানেক ব্যবহারযোগ্য জামাকাপড় দিয়ে আমাদের মানবিক দেওয়াল চালু করা হয়েছে। এবার আমাদের এই উদ্যোগের দ্বিতীয় বছর। দুঃস্থ সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে এই জামাকাপড় নিতে পারবেন। এখানে শিশু থেকে বয়স্ক মানুষ সবার জন্যই জামাকাপড় রাখা হয়েছে।'

এদিন মানবিক দেওয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সভাপতি ডাঃ স্বপনকুমার রায়, মহানন্দ পাল, শান্তনু দেবনাথ, অরিজিৎ চন্দ প্রমুখ।

আজ ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : ২৫ দিনের মাথায় সোমবার ফের উত্তরবঙ্গে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'দিনের সফরে সোমবার দুপুরে বাগডোগরায় নেমে সরাসরি উত্তরকন্যায় পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতি এবং ধসে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মানুষকে সরকারি সহায়তা তুলে দেবেন। পাশাপাশি শ্রম দপ্তর সহ একাধিক দপ্তরের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা করবেন। মঙ্গলবার তাঁর কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা।

গত ৪ অক্টোবর রাতে উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের জেরে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। দার্জিলিং পাহাড়েও ধস নামার ফলে বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাপা পড়ে প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন। দুধিয়ার লোহার সেতু ভেঙে যায়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৮ অক্টোবর তিনি কলকাতায় গিয়ে আবার ১৩ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে ফিরে আসেন। সেই সফরে তিনি মিরিক, পশুপতির ধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে মুখ্যমন্ত্রী ১৬ অক্টোবর কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন।

এই সফরে মূলত বন্যা পরিস্থিতি ও ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্য করা, যে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, মাঠের ফসল নষ্ট হয়েছে তাঁদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেবেন। তবে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তারা জেলা সদর থেকে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে থাকবেন। এই অনুষ্ঠানেই শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের সন্তানদের রাখার জন্য তৈরি ক্রেশ এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তরাই-ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য নিঃশুল্ক বাস পরিষেবা চালু করার কথাও রয়েছে বলে সরকারি সূত্রের খবর।

বিধানসভায় প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা

কংগ্রেসে অমল

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৯ নভেম্বর : পদ্মে মোহ নেই। ঘাসফুলে কলকে নেই। অবশেষে ফুলের মায়া ছেড়ে 'ধাত্রী' দলের হাত ধরতে চলেছেন ইটাহারের দুইবারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অমল আচার্য। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১২ নভেম্বর কংগ্রেসে যোগ দেবেন তিনি। প্রদেশ ও জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলার পরেই তিনি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

অমল বলেন, 'আমার রাজনৈতিক সহকর্মী, সমর্থক ও অনুগামীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের পরামর্শ নিয়েই আমার পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছি। আগামী বুধবার বেলা ১টায় আমার সহযোদ্ধা তথা ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ ও আরও কয়েকজন নেতাকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছি। পরে বাকি অনুগামীরাও কংগ্রেসে যোগ দেবেন।' উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের তরফেও একই বার্তা মিলেছে। অমল আচার্যর মতো দাপুটে নেতাকে ফিরে পাওয়ার খবরে কংগ্রেস শিবিরও মরা গাঙে জোয়ার আসার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহ বলেন, 'আগামী ১২ নভেম্বর কলকাতায় দলের প্রদেশ কার্যালয়ে ইটাহারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অমল আচার্য ও ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ তাঁদের বেশ কিছু অনুগামীকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেবেন।' কংগ্রেস সূত্রে খবর, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা এই রাজ্যে দলের পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি ও উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত ওইদিন দলের পতাকা তুলে দেবেন অমল ও আব্দুসের হাতে। অমলের দলে যোগদান প্রসঙ্গে কংগ্রেসের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহর প্রতিক্রিয়া, 'অমলদা কংগ্রেসেরই লোক ছিলেন। কংগ্রেস দলটা করেই তিনি নেতা হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন আমাদের কাছে অবশ্যই আনন্দের বিষয়। তিনি দলে ফিরলে কংগ্রেস পুনরায় পুরোনো ফর্মে ফিরবে। ইটাহারের পাশাপাশি জেলাতেও কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হবে।'

কার্যত কংগ্রেসই ছিল অমল আচার্যর রাজনৈতিক জীবনের আঁতুড়। তিনি নিজেও মনে করেন, কংগ্রেস তাঁর কাছে ধাত্রী মায়ের মতো। ছাত্র পরিষদ থেকে যুব কংগ্রেস নেতা হিসেবে দীর্ঘদিন রাজনীতি করার পর প্রদেশ কংগ্রেস সদস্যও হয়েছিলেন তিনি। ২০০১ ও ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ইটাহার থেকে দুইবার কংগ্রেসের প্রার্থীও হয়েছিলেন। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আঁচ পেয়ে ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটের মুখে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে ইটাহার থেকে জোড়াফুল প্রতীকের প্রার্থী হয়ে প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হন অমল। পরের বছর তাঁকে দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬-তে দ্বিতীয়বার তৃণমূল বিধায়ক হওয়ার বছর চারেক পর থেকেই দলের অন্দরে তাঁকে ঘিরে বিরুদ্ধ হাওয়া বইতে শুরু করে। ইটাহারে সংখ্যালঘু মুখকে প্রার্থী করার জিগির ওঠে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে। সেই পাকেচক্রে তৃণমূলের টিকিট হাতছাড়া হয় অমল আচার্যর। অভিমানে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেন। তৃণমূলকে হটানোর রাজনৈতিক মিশন সফল না হওয়ায় পোড়খাওয়া নেতা অমল অভিমান ভুলে ফের তৃণমূলেই ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু ঘাসফুল শিবির থেকে কোনও সাড়া মেলেনি।

পৃথিবীর পাঠশালা

বাঁশ থেকে প্লাস্টিক

চিন থেকে এক নতুন চমক! গবেষকরা বাঁশ থেকে এক ধরনের জৈব প্লাস্টিক তৈরি করেছেন, যা খুব মজবুত এবং পুরোপুরি বায়োডিগ্রেডেবল। এই প্লাস্টিকটি বাঁশের সেলুলোজকে আণবিক স্তরে দ্রবীভূত করে তৈরি করা হয়েছে। এই প্লাস্টিকটি উচ্চ চাপ সহ্য করতে এবং ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ওপরেও স্থিতিশীল থাকতে পারে। সবথেকে ভালো দিক হল, এটি ৫০ দিনের মধ্যে মাটিতে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় এবং এর মূল শক্তি বজায় রেখে পুনর্ব্যবহার করা যায়। এটি তেলভিত্তিক প্লাস্টিকের এক দারুণ বিকল্প হতে পারে, যা পরিবেশের জন্য খুব উপকারী।

তেজস্ক্রিয়তায় বাঁচে ছত্রাক!

বিজ্ঞানীরা চেরনোবিল এক্সক্লুশন জোনের ভেতরে একধরনের কালো ছত্রাক খুঁজে পেয়েছেন, যা ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তার মধ্যেও দিব্যি বেঁচে আছে। এই ছত্রাকটির নাম ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম স্ফেরোস্পারমাম (Cladosporium sphaerospermum)। বেশিরভাগ জীবের বিপরীতে, এই ছত্রাকটি তার উচ্চ মেলানিন উপাদানের জন্য তেজস্ক্রিয়তাকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে! গবেষকরা এর নাম দিয়েছেন 'রেডিওসিন্থেসিস', অনেকটা উদ্ভিদ যেমন সূর্যালোককে শক্তিতে রূপান্তর করে। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে যে, কীভাবে এই ছত্রাককে দূষিত স্থানগুলোতে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণে বা মহাকাশচারীদের জন্য প্রাকৃতিক সুরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাতের আলো, ড্রাইভারের দুর্ভোগ

যুক্তরাজ্যের এক গবেষণা বলছে, ২৫ শতাংশ ড্রাইভার অতিরিক্ত উজ্জ্বল হেডলাইটের কারণে রাতে গাড়ি চালানো পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন। আর বাকি ৭৫ শতাংশ এই একই কারণে রাতে কম ড্রাইভ করেন। যদিও রাতে ৪০ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটে, তবুও ড্রাইভাররা অভিযোগ করেন যে, উজ্জ্বল আলো অস্বস্তিকর এবং রাতে গাড়ি চালানোকে কষ্টকর করে তোলে। এর থেকে বাঁচতে পিছনের আয়নাকে 'নাইট মোডে' উলটে দেওয়া যেতে পারে। অনেকেই হেডলাইটের উজ্জ্বলতা সীমিত করার জন্য আইন প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছেন।

জোড়া সন্তানে কর মকুব

পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট একটি আইনে সই করেছেন, যেখানে কমপক্ষে দুটি সন্তান আছে এমন বাবা-মায়েদের জন্য ব্যক্তিগত আয়কর মকুব করা হয়েছে। যাঁদের বার্ষিক আয় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, তাঁরা এর সুবিধা পাবেন। এটি প্রেসিডেন্টের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির অংশ ছিল। এতে সাধারণ পরিবারগুলো মাসে প্রায় এক হাজার জ্লটি (পোল্যান্ডের মুদ্রা) সঞ্চয় করতে পারবে। যদিও কর বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, কম আয়ের পরিবারগুলোর তেমন লাভ হবে না। কিন্তু উচ্চ আয়ের মানুষই বেশি সুবিধা পাবেন। এই সংস্কারটি একটি বৃহত্তর কর প্যাকেজের অংশ।

মনোরোগী ছিলেন পূজার মা-ও

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : শিশুকন্যা খুনে অভিযুক্ত মা পূজা দে ঘোষের পারিবারিক ইতিহাসও কম রহস্যজনক নয়। পূজার প্রথমপক্ষের স্বামী এবং পূজার মায়ের রহস্যমৃত্যু (আত্মহত্যা) হয়েছিল বলে পরিবারের লোকেরা জানাচ্ছেন। আরও জানা যাচ্ছে, সিজোফ্রেনিয়া জনিত মনোরোগ পূজার মায়েরও ছিল। বছর তেইশের পূজার মধ্যেও সেই রোগের প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছোটবেলায় সেই রোগের বিষয়ে তেমন বোঝা না গেলেও লকডাউনের সময় এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, খাবারে অনীহার মতো উপসর্গ দেখা দেয় পূজার। তারপরেই মনোরোগের বিষয়ে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন। বিশেষ করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল না বললেই চলে। স্বামীর সঙ্গে বাইকে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত মাঝে মাঝে। বাড়ির রান্না করলেও অন্যান্য কাজ করতে চাইত না। অবসরে মোবাইল ফোনে পূজা ব্যস্ত থাকত বলে জানান শ্বশুর। পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'শিশুকে জলে ফেলার বিষয়টি স্বীকার করেছে পূজা। আরও বিশদে জানতে তদন্ত চলছে।'

শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর রবিবার দক্ষিণ চেচাখাতা ডিএস কলোনির গলিতে থমথমে পরিবেশ লক্ষ করা গিয়েছে। শিশুটির বাড়িতে শ্রাদ্ধের জন্য পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলছিলেন তার বাবা জয়দীপ ঘোষ। জয়দীপ বলেন, 'মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। কিছুদিন আগেই অন্নপ্রাশন দিয়েছি। আর এখন মেয়ের শ্রাদ্ধশান্তির কাজের প্রস্তুতি চলছে।' জয়দীপ জানাচ্ছেন, বিয়ের পর কয়েকবার স্ত্রীর মানসিক পরিস্থিতি বদলে যেতে দেখেছেন তিনি। স্নান, খাওয়াদাওয়া না করে চুপচাপ বসে থাকা, পলকহীন চোখে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা, এসব অস্বাভাবিকতা দেখে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। তারপর আবার সুস্থ হয়ে ফিরেও আসেন স্ত্রী। কিন্তু সন্তান জন্মানোর প্রায় এক মাস পর থেকেই পরিস্থিতি বদলে যায়। মেয়ে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে পূজার। তাকে জোরে আঘাত করতেও দেখেছেন

শিশুকন্যা খুন

পরিবারের লোকজন। প্রতিবেশী রূপা দত্ত বলেন, 'বিয়ের পর রাস্তাঘাটে তেমন দেখা যায়নি পূজাকে। এমনকি শিশু খুনের ঘটনার পরেও ও নিজের কথাই বলে চলছিল।'

শিশুটিকে যে খাটে বিশ্রামের জন্য শেষবার রাখা হয়েছিল, সেখানে বসে ছিলেন ঠাকুরদা মলয় ঘোষ। রবিবার দুপুর পর্যন্ত কিছু খেতে পারেননি বলে জানালেন।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নীলাদ্রি নাথ বলেন, 'সিজোফ্রেনিয়া বা পোস্টপার্টাম সাইকোসিস রোগ থাকলে শিশুর প্রতি অনীহা জন্মাতে পারে। প্রসব পরবর্তী সময়ে হতে পারে মানসিক বিকার। যা থেকে নিজের সন্তানের ক্ষতি করে থাকতে পারেন রোগী। এমনকি আত্মহত্যা করতে পারে। তবে সঠিক চিকিৎসা হলে রোগী সুস্থ থাকেন।'

ফুলের জলসাঘর... শ্রীনগরের 'বাগ-ই-গুল-ই-দাউদ' নামে পরিচিত ক্রিসান্থেমাম বাগানে। রবিবার। -পিটিআই

রাজ্যের হাতে বিপুল তহবিল, তবু ত্রাণ নেই উত্তরে

বঞ্চনায় বিস্টের অস্ত্র কেন্দ্রের চিঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : সদ্য বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের ত্রাণ নিয়ে বারবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট অভিযোগ করেছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে বিপুল ত্রাণ তহবিল থাকা সত্ত্বেও কোনও সাহায্যই পৌঁছয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিকে ভিত্তি করে বিস্ট দাবি করেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের প্রতি চরম অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করছে।'

রাজু বিস্টের অভিযোগ, ২৪ অক্টোবর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাঠানো বিপর্যয় ত্রাণ তহবিলের বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য জানতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই জবাবে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি অনুযায়ী বিপর্যয় মোকাবিলা এবং ত্রাণ বিলির দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে রাজ্য সরকারের ওপরই বর্তায়। অথচ তিস্তা বন্যা (২০২৩) থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের অক্টোবরের ভয়াবহ ভূমিধস ও বন্যা, একটি ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গবাসীর পাশে দাঁড়ায়নি রাজ্য সরকার। বিস্টের কথায়, 'ত্রাণ পৌঁছানোর দায়িত্ব যাদের, তারাই গা-ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে।'

> কেন্দ্র তার দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই অর্থ ব্যবহার করেনি, এটাই ভয়াবহ।
>
> **রাজু বিস্ট** সাংসদ, দার্জিলিং

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের অভিযোগের জবাবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এসডিআরএফ খাতে এখনও পর্যন্ত অব্যবহৃত রয়েছে ৫,২৪৪.৩০ কোটি টাকা। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম কিস্তির ৪৯১.৬০ কোটি টাকা এবং রাজ্যের ১৬৪ কোটি যোগ করলে মোট তহবিল দাঁড়ায় ৫,৮৯৯.৯০ কোটি টাকা। যা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য রাজ্যের হাতে রয়েছে বলে তথ্য সহকারে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে।

দার্জিলিংয়ের সাংসদের প্রশ্ন, 'যখন দার্জিলিং পাহাড় থেকে তরাই, ডুয়ার্স পর্যন্ত মানুষ ঘরহারা, বিপর্যস্ত ও নিরাপত্তাহীন, তখন এত বিপুল তহবিল রাজ্যের অ্যাকাউন্টে নিষ্ক্রিয় পড়ে আছে কেন?' তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এসডিআরএফ-এর অংশ হিসেবে ৩,৯৭৮ কোটি টাকা এবং এনডিআরএফ-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত ৪৩৪.৯০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ৪,৪১২.৯ কোটি টাকা পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, 'কেন্দ্র তার দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই অর্থ ব্যবহার করেনি এটাই ভয়াবহ।' তাঁর অভিযোগ, তিস্তা বন্যার শিকার হাজার হাজার পরিবার এবং সাম্প্রতিক ধস-বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ আজও বিপদের মধ্যে রয়েছে। আর রাজ্য সরকার তহবিলে বসে আছে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা নিয়ে।

নদী জোগাচ্ছে জ্বালানি

প্রথম পাতার পর

বাড়িতে এখন জ্বালানির অভাব হচ্ছে না।'

অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখও শিসামারা নদীর জল গ্রামগুলিতে ঢুকে পড়েছিল। সেবারও একদিন পর জল নেমে যায়। পরে নদীর জলস্তরও কমে। সেবারও অনেক গাছের গুঁড়ি, লগ, ডালপালা নদীতে ভেসে আসে। শিসামারা নদী জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান হয়েই শালকুমারহাটের দিকে বইছে। ভুটান থেকে নেমে আসা তোর্ষা নদীর সঙ্গে এই নদীর সংযোগ রয়েছে। তাই জল বাড়লেই গাছের ডালপালা ভেসে আসে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও জল কমতেই স্থানীয়রা নদীতে নেমে গাছের ডালপালা সংগ্রহ করেন। এভাবে স্থানীয়দের বাড়িতে কয়েক মাসের জ্বালানি এখন মজুত হয়ে গিয়েছে। তাই কাউকে এখন আর রান্নার গ্যাস কিনে নিতে হচ্ছে না।

মুন্সিপাড়ার গৃহবধূ দীপিকা বর্মনের কথায়, 'ঘরবাড়ি, চাষের জমির অনেক ক্ষতি হল। এই পরিস্থিতিতে রান্নার গ্যাস কেনাটা আমাদের কাছে এখন কষ্টকর। তবে সেই অভাব শিসামারা নদীই পূরণ করে দিয়েছে।' আরেক বাসিন্দা নীলকমল রায়ের বক্তব্য, 'গাছের ডালপালা, গুঁড়ি বাড়িতেই জমা করেছি। এখন রোদ উঠছে। সেগুলি শুকোনো হচ্ছে। এতে চার মাসের জ্বালানি চলে যাবে।'

কালাধান্দার কমান্ড সেন্টার পুণ্ডিবাড়ি

প্রথম পাতার পর

শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপির কিছু নেতার সঙ্গেও ওই আমলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, সেই নেতাদের মাধ্যমে মেঘালয় এবং অসমে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছেন আমলা। সোনার কারবারে বিজেপির মেদিনীপুরের এক বড় নেতার সঙ্গেও আমলা ও তৃণমূল নেতার একাধিক বৈঠক হয়েছে। মেদিনীপুরের এক প্রাক্তন আমলার (পরে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে) সঙ্গেও সোনা সিন্ডিকেটের যোগসূত্র মিলেছে। সিন্ডিকেটের লুট করা সোনা একাধিকবার মেদিনীপুর হয়ে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছেছে।

আমলা ও নেতার সোনা সিন্ডিকেট তাদের কুকর্মের জন্য কীভাবে সরকারকে ব্যবহার করছে তা পুণ্ডিবাড়িতে গেলেই পরিষ্কার হবে। বিলাসবহুল রিসর্ট তৈরি ছাড়াও জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ধারে কয়েক একর জমি কিনে সেগুলো প্লট করে বিক্রি করতে শুরু করেছে সিন্ডিকেটের কারবারিরা। গ্রামের ভেতরেও জমি কিনেছে সিন্ডিকেট। বিস্ময়করভাবে তাদের জমি কেনার পরই সেই জমির পাশ দিয়ে সরকারি প্রকল্পে তৈরি হয়েছে একের পর এক পাকা রাস্তা। পরিকল্পনা করে সিন্ডিকেটের জমির দর বাড়াতেই যে সরকারি প্রকল্পের ব্যবহার হয়েছে তা সহজেই বুঝেছেন গোয়েন্দারা।

আমলার চাইতে কোনও অংশে কম নয় তার কুকর্মের শাগরেদ তৃণমূল নেতা। পুণ্ডিবাড়ির সেই সামান্য লোকটি এখন হয়ে উঠেছে ক্রাইম থ্রিলারের অন্যতম ট্রিগার। নেতার পুরোনো বাড়ি এখন প্রাসাদোপম অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। প্রভাবশালী আমলার ভরসায় সে এবং তার দুই ভাই কোচবিহার-২ ব্লকজুড়েই কার্যত লুটের কারবার চালাচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের জমি হাতিয়ে নিতেও পিছপা হয়নি সে। নেতা ও তার দুই ভাই ডজনেরও বেশি বাউন্সার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণী সিনেমার নায়কদের স্টাইল নকল করে ঘোরা নেতার ভাই সম্প্রতি কোটি টাকা দামের দুটি গাড়িও কিনেছে।

সূত্রের খবর, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের পর নেতার ঘনিষ্ঠ তিন ব্যক্তি গা-ঢাকা দিয়েছে গোপন ঠিকানায়। তাদের মধ্যে দুজনের বাড়ি পুণ্ডিবাড়ি এলাকাতেই। তাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও রাজ্যে লুকিয়ে রাখা হতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা। সোনা সিন্ডিকেটের অপরাধ সাম্রাজ্য কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় আপাতত সেই পরিকল্পনাতেই ব্যস্ত আমলা ও নেতা।

স্বার্থপর আপসে দুর্নীতির জাল

প্রথম পাতার পর

এটা কি অনৈতিকতার অমানিশার কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ নয়?

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আইয়ান সিনিয়র বলেছিলেন, 'যেখানে অনৈতিক অর্থ প্রদানের কারণে তৃতীয় কোনও পক্ষ সুবিধা পায়, যার ফলে তারা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার নিশ্চিত করে, তাতে দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষ- উভয়েই লাভবান হয়।' এই পর্যবেক্ষণ আজ সকলের কাছে জলের মতো পরিষ্কার! পশ্চিমী সাবেকি উদারনীতিবাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ সর্বস্বতার প্রবল ঝোঁক দুর্নীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে দিচ্ছে।

আত্মনিমগ্নতার কারণে যতক্ষণ না ব্যক্তিস্বার্থে ঘা পড়ে, ততক্ষণ সবকিছু মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা চলতে থাকে। এই অদ্ভুত আপসকামিতা অনৈতিক কাজকর্মকে মান্যতা দেয়। ফলে দুর্নীতি যাঁরা করে চলেছেন, তাঁরা সমাজে মান্যতা পেয়ে যান। দুর্নীতির জাঁতাকলে সাধারণ মানুষ হাঁসফাঁস করলেও কিছু করে উঠতে পারে না। চরম অসহায়তার দুঃসহ যন্ত্রণাই শুধু সঙ্গী হয়। রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস করার অভ্যাস মধ্যবিত্ত বাঙালি বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে গণতন্ত্রের অন্যতম দুই শক্তিশালী স্তম্ভ প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্র ও বিচার বিভাগের উপরও আস্থা, বিশ্বাসের জায়গাটা ধাক্কা খাচ্ছে। কোনদিকে যাচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী গণতন্ত্র?

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত সরকারি আমলাদের বদান্যতায় দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেয়ে চলছে। তাঁদের ক্ষমতার স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করা না গেলে আমাদের দেশ ও আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! কিন্তু প্রশ্নটা হল 'বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে?'

প্রশাসনের স্তরে স্তরে যেভাবে দুর্নীতির শিকড় গজিয়েছে, তা দেখে নাগরিকদের একাংশের মধ্যেও সহজে বিত্তশালী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। আন্না হাজারে'র ভ্রষ্টাচারবিরোধী লড়াইয়ের সময় দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ তৈরি হয়েছিল। আন্নার শিষ্যরা ক্ষমতা পেয়ে সেই উত্তাল আন্দোলন ভুলেই গেলেন! আন্না হাজারেও এখন বিস্মৃতির অতলে!

রাজনৈতিক নেতারা প্রায় সকলে মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বড় বড় বুলি আওড়ে ক্ষমতার অলিন্দে জাঁকিয়ে বসে সেসব বেমালুম ভুলে যান! দুর্নীতিতে যুক্ত সরকারি আধিকারিক, কর্মীদের সঙ্গে মিলে তৈরি হয়ে যায় চক্র! সেই চক্রব্যূহে নিষ্পেষিত হতে থাতে অসহায় সাধারণ মানুষ।

বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালে সাম্প্রতিক উত্তাল আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সীমাহীন দুর্নীতির অবসান। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা বা কর্মীদের প্রশ্রয় দিলে নৈরাজ্যকেই আহ্বান করা হয়। তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে ভরসার জায়গাটা ফেরানো বোধহয় কখনোই সম্ভব হবে না।

প্রধান শিক্ষক, বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়

নিয়ে জল্পনা

প্রথম পাতার পর

দলের দীর্ঘদিনের কর্মী এবং নানা পদ সামলেছেন। তবে অভিযোগ, নিজের ওয়ার্ড ছাড়া তাঁর তেমন জনসংযোগ নেই। চেয়ারম্যান হিসেবে শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মনোজ সাহার নাম নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিনু বর্মন, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রুমা রায় সরকার এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী মিশ্র চক্রবর্তীর নাম উঠে এসেছে। এর মধ্যে মিনু ও লক্ষ্মীকে নিয়েই চর্চা বেশি।

লক্ষ্মী এর আগে পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যেই ভাইস চেয়ারম্যান পদে মহিলা কাউকে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

যাঁরা আলোচনায় রয়েছেন তাঁরা কে কী মনে করছেন বলে প্রশ্ন করা হলে বেশিরভাগই মন্তব্য করতে চাননি। রতন অবশ্য বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দল করি। যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে পালন করি। ভবিষ্যতে আরও কোনও দায়িত্ব পেলেও তা সঠিকভাবেই পালন করব।'

মনোজের বক্তব্য, 'কাউন্সিলার হিসেবেই ঠিক আছি। পুরসভা ও দলের দায়িত্ব এভাবেই পালন করতে চাই।'

নীলবাতির গাড়ি

প্রথম পাতার পর

তাও জেনেছে পুলিশ। ধৃতদের জেরায় উঠে এসেছে, নিউটাউনের একটি বাড়িতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে দত্তাবাদ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে বেল্ট ও পরে লাঠি দিয়ে মারা হয়। এতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে, শুধু অপহরণ ও খুন নয়, অন্য অনৈতিক কাজেও ওই বিডিও জড়িত বলে রবিবার অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

দলীয় কাজে জলপাইগুড়িতে পৌঁছে তিনি বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, এই বিডিও খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি সহ প্রচুর জায়গায় নামে এবং বেনামে তাঁর প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। বিডিও হয়ে এটা তো তিনি পারেন না। অন্য কোনও অবৈধ কাজ, সেটা সোনা বা অন্য কোনও পাচার, এমনকি মাদকের কারবার আছে কি না, সেটা তদন্ত হওয়া দরকার।' সুকান্তর অভিযোগ, 'কোনও এক বিচারকেরও নাকি তাঁর মাথায় হাত রয়েছে।'

অভিষেককে নিয়ে যুবরাজ

‘মরে যাবে, তবু ব্যাট দেবে না’

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : ব্যাট তাঁর কাছে কার্যত তলোয়ার।

ক্রিজে নেমে যা দিয়ে বোলারদার ‘রক্তাক্ত’ করতে পছন্দ করেন। দেশ হোক বা বিদেশ, প্রতিপক্ষ বিশ্বসেরা বোলার হলেও মেজাজই যেন আসল রাজা তাঁর কাছে। সেই অভিষেক শর্মার ব্যাটের প্রতি ভালোবাসার গল্প শোনালেন কোচ, মেন্টর যুবরাজ সিং।

মরে গেলেও নাকি নিজের ব্যাট কখনও হাতছাড়া করেন না অভিষেক! কেউ চাইলে তো নয়ই। বাকি সবকিছু সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ব্যাট নয়! মজার সুরে প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে এমনই গোপন কথা প্রকাশ্যে আনলেন যুবি।

অভিষেককে পাশে বসিয়ে যুবরাজ বলেছেন, ‘ওর থেকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে দুইটি মাত্র আছে।’

এশিয়া কাপের পর অস্ট্রেলিয়া সফর- টানা দুই সিরিজে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন অভিষেক। জুটি বেঁধেছেন প্রিয় বন্ধু শুভমান গিলের সঙ্গে। তরুণ যে ওপেনিং জুটি স্বপ্ন দেখাচ্ছে, ভরসা জোগাচ্ছে। টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের কথায়, শুরুতে ‘অভিমান’ জুটির উপস্থিতি সমর্থকদেরও মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

ইরফান পাঠানের মুখে যদিও অভিষেককে নিয়ে সতর্কবার্তা। প্রাক্তনের মতে, অজি সিরিজে সেরার পুরস্কার পেলেও বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়েছে। ইচ্ছে আছে যা অভিষেকের কোচ যুবরাজকে জানানোর। ইরফান বলেছেন, ‘ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেছে অস্ট্রেলিয়ায়। এশিয়া কাপেও সফল। কিন্তু বিশ্বকাপ আলাদা মঞ্চ। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশ পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়ে নামবে। প্রতি বলেই যদি ও ক্রিজ থেকে বেরিয়ে আসে, বিগহিটের প্রবণতা ধরা পড়ে যাবে।’ নিজের দাবির সপক্ষে যুক্তিও দেখালেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার।

> বিপক্ষ ইতিমধ্যেই অভিষেকের ব্যাটিং নিয়ে কাঁটাছেড়া করছে। সবসময় পরিকল্পনা এক থাকলে আটকে যাবে। আমার বিশ্বাস, টিম ম্যানেজমেন্ট নজর রাখছে। যুবরাজও খেয়াল করছে নিশ্চয়। ইচ্ছে আছে এই ব্যাপারে যুবরাজের সঙ্গে কথা বলার।
>
> **ইরফান পাঠান**

ইরফান বলেন, ‘বিপক্ষ ইতিমধ্যেই অভিষেকের ব্যাটিং নিয়ে কাঁটাছেড়া করছে। সবসময় পরিকল্পনা এক থাকলে আটকে যাবে। আমার বিশ্বাস, টিম ম্যানেজমেন্ট নজর রাখছে। যুবরাজও খেয়াল করছে নিশ্চয়। ইচ্ছে আছে এই ব্যাপারে যুবরাজের সঙ্গে কথা বলার।’

ইরফানের পরামর্শ, অভিষেকের উচিত ব্যাটিং নিয়ে আরও ভাবনাচিন্তা করা। প্রতি বলে এগিয়ে এসে মারা যায় না। সঠিক বল, কোন বোলারকে আক্রমণ করবে, তা বেছে নেওয়া জরুরি। শেষ ম্যাচেও দুইটি ক্যাচ পড়েছে। একটা ধরলেই শুরুতে ফেরার কথা। অভিষেকের উচিত ব্যাটিংয়ে প্ল্যান ‘বি’, ‘সি’-ও প্রস্তুত রাখা। ঝুঁকির শট খেলতে পছন্দ করে, ভালো কথা। কিন্তু ব্যর্থ হলে ক্রিকেটপ্রেমীরাই প্রশ্ন তুলবে এটা কেমন শট! সবকিছু নিতে পারবে, কিন্তু কখনও ব্যাট পাবে না। মরে যাবে, মার খাবে, কান্নাকাটি করবে, কিন্তু তবুও ব্যাট ছাড়বে না! এমনকি ওর কাছে যদি ১০টি ব্যাটও থাকে, তারপরও

‘ডাক পেয়ে বাবা-আমি কেঁদেছি’

ঠাকুমার শেষ ইচ্ছে পূরণেই টিম ইন্ডিয়ায় অক্ষর

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : খুব ইচ্ছে ছিল টিভিতে নাতির খেলা দেখবেন।

জীবদ্দশায় যদিও সেই স্বাদ পূরণ হয়নি ঠাকুমার। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠাকুমার সেই ইচ্ছেই অক্ষর প্যাটেলকে পৌঁছে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার অভিষ্ট লক্ষ্যে। প্রিয় মানুষের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে ক্রিকেটকে ধ্যানজ্ঞান করে নেন। পরিশ্রম, প্রচেষ্টার ফল ২০১৪ সালে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ।

সফল অস্ট্রেলিয়া সফর সেরে দেশে ফিরে এমনই আবেগঘন গল্প শুনিয়েছেন ভারতের স্পিন-অলরাউন্ডার। এক সাক্ষাৎকারে অক্ষর বলেছেন, ‘ঠাকুমা যখন মারা যান, আমি বাড়ির বাইরে। ম্যাচ খেলছিলাম। বাবা আমাকে জানায়নি, যাতে আমার ফোকাস নড়ে যায়। যখন দিন দুয়েক পরে বাড়ি ফিরি, আমাকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবা। বলে, ঠাকুমা টিভিতে আমার খেলা দেখতে চেয়েছিল। সেটাই তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল।’

বাবার যে কথাগুলি নড়িয়ে দেয় অক্ষরকে। ক্রিকেট, নিজের কেরিয়ার নিয়ে সিরিয়াস হয়ে যান। ঠিক করে নেন একদিন না একদিন ভারতীয় দলে জায়গা করে নেবেনই। ভারতের নীল জার্সি পড়ে খেলবেন এবং তা টিভিতে দেখাবে। বাবার কাছে সেদিন জোর গলায় সেই শপথও করেন।

পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে অক্ষর আরও বলেছেন, ‘বাবাকে বলেছিলাম, একদিন আমি জাতীয় দলের জার্সি পরে ঠিক খেলব এবং তা টিভিতে দেখাবে। সেই মুহূর্তটা এসেছিল ২০১৪ সালে। দলে যখন নির্বাচিত হওয়ার খবর পাই বাবা আর আমি খুব কেঁদেছিলাম।’

> বাবাকে বলেছিলাম, একদিন আমি জাতীয় দলের জার্সি পরে ঠিক খেলব এবং তা টিভিতে দেখাবে। সেই মুহূর্তটা এসেছিল ২০১৪ সালে। দলে যখন নির্বাচিত হওয়ার খবর পাই বাবা আর আমি খুব কেঁদেছিলাম। -অক্ষর প্যাটেল

ইউটিউব চ্যানেলের বিশেষ যে শোয়ে অক্ষরকে নিয়ে তাঁর ছোটবেলার বন্ধুরাও স্মৃতিচারণ করেছেন। এক বন্ধু জানান, ছোটবেলায় তাঁরা অক্ষরকে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি সনৎ জয়সূর্যের সঙ্গে তুলনা করতেন। ‘জয়সূর্য’ বলে ডাকতেন।

এক বন্ধুর কথায়, অক্ষরের সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট, আত্মবিশ্বাস। বলেছেন, ‘একটা ম্যাচে অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর নিজেকে বোলার হিসেবে দাবি করে ও। অথচ, আমরা অক্ষরকে ব্যাটার হিসেবেই জানি। স্কুলের দিন থেকে দেখেছি প্রচুর রান করতে। স্কুল টুর্নামেন্টে দুরন্ত ব্যাটিংয়ের জন্য আমরা ওকে জয়সূর্য বলে ডাকতাম। অক্ষরের খেলার ধরনও ছিল জয়সূর্যের মতো। সেই অক্ষর নিজেকে বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে গড়ে তোলে পরবর্তীকালে!’ এখনও পর্যন্ত ভারতের হয়ে ১৪টি টেস্ট, ৭১টি ওডিআই এবং ৮২টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ২১০০-র বেশি রান ও দুইশোর বেশি উইকেট নিয়েছেন।

সুমন্ত-সুরজে চালকের আসনে টিম বাংলা

বাংলা-৪৭৪ রেলওয়েজ-৯৭/৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : আচমকা রনজি ট্রফি অভিষেক হয়েছিল তাঁর। তাও আবার ফাইনালের মঞ্চে। এই তো কয়েক বছর আগের কথা।

বীরভূমের সুমন্ত গুপ্তের কথা তার আগে বাংলা ক্রিকেটে কেউই তেমন জানতেন না। রনজি ফাইনালের মঞ্চে ওপেনার হিসেবে অভিষেকে ব্যর্থ হয়েছিলেন সুমন্ত। মাঝের সময়ে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী। আর সেই হারিয়ে যাওয়ার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলা দলের বর্তমান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তিনি ভরসা দিয়েছিলেন। ওপেনিং ব্যাটার থেকে মিডল অর্ডারে খেলা শুরু করেছিলেন সুমন্ত। চলতি মরশুমে লক্ষ্মীর পরশে বদলে যাওয়া সুমন্ত বাংলাকে নিয়মিতভাবে ভরসা দিয়ে চলেছেন।

সেই ভরসার ফসল আজ রেলওয়েজের বিরুদ্ধে সুরাটের মাঠে চলতি রনজি ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে সুমন্তের শতরান। শেষ কয়েকটি ম্যাচেই রানের মধ্যে ছিলেন সুমন্ত। কিন্তু শতরান আসছিল না। আজ সেঞ্চুরি করে দলকে ভরসা দিলেন। অনুষ্টুপ মজুমদার (১৩৫) ও সুমন্তের (১২০) শতরানে ভর করে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে গতকালের ২৭৩/৫ থেকে শুরু করে আজ দ্বিতীয় দিনে বাংলার রান পৌঁছে যায় ৪৭৪ রানে। শেষদিকে সুমন্তকে ব্যাট হাতে সাহায্য করেন বিশাল ভাট্টি (৩৬), রাহুল প্রসাদরাও (অপরাজিত ৪০)। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের (১৭/৪) ধাক্কায় বেলাইন হওয়ার পথে রেল। একসময় ১৬/৪ স্কোরে খাদের কিনারায় পৌঁছে যাওয়া রেলের দ্বিতীয় দিনের শেষে সংগ্রহ ৯৭/৫। এখনও ৩৭৭ রানে এগিয়ে থাকা টিম বাংলা সরাসরি ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

অনুষ্টুপ মজুমদারের সঙ্গে বাংলাকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেন সুমন্ত গুপ্ত।

যদিও সেই স্বপ্ন দেখার পথে এগিয়ে চলার আগে রীতিমতো সতর্ক বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সুদীপ ঘরামিদের। রেল ম্যাচে তাই যতটা সম্ভব পয়েন্ট নিশ্চিত করতে চাইছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। কোচ লক্ষ্মীরতন সাবধানি ভঙ্গিতে সন্ধ্যার দিকে সুরাট থেকে বলছিলেন, ‘এখনই লাফালাফি করার কিছু হয়নি। খেলার এখনও দু’দিন বাকি। দ্রুত রেলের ইনিংস শেষ করে দেওয়াই আপাতত প্রাথমিক লক্ষ্য আমাদের।’ সোমবার ম্যাচের তিন নম্বর দিনে রেল কত দ্রুত বেলাইন হবে, সময় বলবে। কিন্তু রেলকে বল হাতে প্রবল ধাক্কা দিয়ে দিয়েছেন সুরজ। তাঁর সুইংয়ে ঘায়েল হয়েই একসময় বিবেক সিংরা (৪) ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়েছিলেন। বিকেলের দিকে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ হয়ে যাওয়ায় এখনও মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে রেল দল।

সুরাটের পিচে বল ঘুরতে শুরু করেছে। ফলে আগামীকাল শাহবাজ আহমেদরা বাংলার এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে উদয় হতেই পারেন।

টেস্ট দলে ব্যাটার জুরেলকে চান অশ্বীনরা

‘এ’ দলের দ্বৈরথে হারলেন ঋষভরা

ভারত ‘এ’-২৫৫ ও ৩৮২/৭ ডি.
দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’-২২১ ও ৪১৭/৫
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ উইকেটে জয়ী)

বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর : হাতে আর চার দিন।

১৪ নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সে শুরু ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দ্বৈরথ। জোড়া ম্যাচের হাইভোল্টেজ টেস্ট সিরিজের আগে দুই দেশের ‘এ’ সিরিজে উত্তাপের আঁচ। চারদিনের প্রথম বেসরকারি টেস্টে জিতেছিল ঋষভ পন্থের ভারতীয় ‘এ’ দল।

দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচে আজ বদলা প্রোটিয়া ব্রিগেডের। তাও ৪১৭ রানের বিশাল লক্ষ্যে পৌঁছে! গতকাল তৃতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’-র স্কোর ছিল ২৫/০। জিততে হলে দরকার আরও ৩৯২। দুটি সম্ভাবনা উঁকি মারছিল। হয় ঋষভরা জিতবেন, না হলে ড্র। যদিও সবাইকে ভুল প্রমাণ করল অতিথি দল।

ইতিবাচক ক্রিকেটে মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, কুলদীপ যাদব সমৃদ্ধ ভারতীয় ‘এ’ দলের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সারাদিন দাপট দেখালেন। যে দাপটের পুরস্কার আলো কমে আসা বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে জিতে জিতে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দল।

জর্ডন হারম্যান (৯১), লেসেগো সেনোকওয়ানে (৭৭), জুবেইর হামজা (৭৭)-টপ থ্রি জয়ের ভিত গড়ে দেন। আগামীকাল কলকাতাগামী বিমান ধরার আগে ব্যাটিং প্রস্তুতি সেরে নেন দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলের অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাও (১০১ বলে ৫৯)। কোনও ভারতীয় বোলারই এদিন ছাপ রাখতে পারেননি। ফলস্বরূপ ৫ উইকেটে জিতে ‘এ’ সিরিজ ১-১ করে নিলেন বাভুমারা।

ফলাফল ছাপিয়ে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি। চোট-বিড়ম্বনার মাঝেও হাফ সেঞ্চুরিতে ঋষভ লম্বা সময় ক্রিজে কাটিয়েছেন। সিরাজ, কুলদীপরাও সাদা বলের ফর্ম্যাট ছেড়ে লাল বলে হাত ঘোরানোর সুযোগ পেয়েছেন। ভারতের তরফে সেরা পারফরমেন্স অবশ্য ধ্রুব জুরেলের।

দুই ইনিংসেই শতরান। একবারও আউট হননি! সংক্ষিপ্ত টেস্ট কেরিয়ারে মূলত ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতিতে ব্যাকআপ উইকেটকিপার হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন। এদিন শেষ দুই সেশনে ঋষভের বদলে উইকেটকিপিং করলেন। তবে জুরেলের ব্যাটিং সাফল্যে নতুন বিকল্পের হাতছানি।

পার্থিব প্যাটেল, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই জুরেলকে প্রথম এগারোয় রাখার দাবি তুললেন। অশ্বীনের মতে, কোচ-অধিনায়কের দল নির্বাচনের কাজটা কঠিন করে দিয়েছে জুরেল। বেসরকারি টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি, অবহেলা করা সহজ হবে না।

প্রাক্তন উইকেটকিপার পার্থিবের যুক্তি, ‘চাইলে ওকে ব্যাটার হিসেবে খেলানো যেতেই পারে। ইতিমধ্যেই জুরেলের ওপর আস্থাও দেখিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। পারথে ব্যাটার হিসেবে খেলেছে। তবে দল জিতলেও আর সুযোগ হয়নি। আমার ধারণা ব্যাটার হিসেবেই টেস্ট দলে ঢোকার জন্য যা করার দরকার, সবই করেছে জুরেল।’

৭৭ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের ভিত গড়ে দেন জুবেইর হামজা।

অলিম্পিক নিয়ে আশাবাদী অঞ্জু-জয়দীপরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : আগামী অলিম্পিক নিয়ে আশা দেখছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রীড়াবিদরা। রবিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অ্যাথলিট অঞ্জু ববি জর্জ, প্রাক্তন শুটার জয়দীপ কর্মকার, প্রাক্তন তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন। সেখানে অলিম্পিক নিয়ে নিজেদের আশার কথা জানিয়েছেন তাঁরা। প্রাক্তন লং জাম্পার

> আগামী অলিম্পিকে মানু ভাকেরদের মতো পরিচিত মুখের পরিবর্তে অন্য কোনও তরুণ শুটার পদক পেতে পারে। ৩-৪ পদকের আশা করছি।
>
> **জয়দীপ কর্মকার**

অঞ্জু ববি জর্জ বলেছেন, ‘আগামী অলিম্পিকের জন্য আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। অ্যাথলেটিক্সে পদক পাওয়া বিষয়ে আমি আশাবাদী। এছাড়াও ২০৩৬ সালে দেশের মাটিতে অলিম্পিক আয়োজনের চেষ্টা চলছে। সেটা করতে পারলে আমরা পদক তালিকায় প্রথম পাঁচে থাকব।’

অলিম্পিক নিয়ে জয়দীপ বলেছেন, ‘আগামী অলিম্পিকে মানু ভাকেরদের মতো পরিচিত মুখের পরিবর্তে অন্য কোনও তরুণ শুটার পদক পেতে পারে। ৩-৪ পদকের আশা করছি।’ প্রাক্তন তিরন্দাজ দোলা আশা করছেন, আগামী অলিম্পিকে তিরন্দাজিতে পদকের খরা কাটবে। বলেছেন, ‘প্রতিবার অলিম্পিকে তিরন্দাজিতে পদকের আশা থাকলেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আশা করছি এবার খরা কাটবে। বিশেষ করে কম্পাউন্ড বিভাগের মিক্সড টিম ইভেন্টে পদক জয়ের সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।’

রবিবার জেবিজি কলকাতা ম্যারাথনের থিম সং ও গত দশ বছরের ইতিহাস নিয়ে লেখা বই প্রকাশ হয় অঞ্জুদের হাত ধরে। এবারের জেবিজি ম্যারাথন আয়োজিত হবে ৩০ নভেম্বর।

গড়লেন দ্রুততম অর্ধশতরানের নজির

রনজিতে টানা ৮ ছক্কা আকাশের

সুরাট, ৯ নভেম্বর : গ্যারি সোবার্স ও রবি শাস্ত্রীর পাশে মেঘালয়ের আনকোরা আকাশ চৌধুরী। বিশ্বের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে টানা ছয়টি ছয় মারলেন ২৮ বছরের এই মিডিয়াম পেসার! শুধু তাই নয়, রনজি ট্রফির প্লেট গ্রুপের ম্যাচে অরুণাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে টানা আটটি ছক্কা এসেছে আকাশের ব্যাট থেকে। যার ফলে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম (১১ বলে) অর্ধশতরানও সেরে ফেলেছেন আকাশ।

মেঘালয়ের প্রথম ইনিংসের ৫৭৬/৬ স্কোরে ক্রিজে আসেন আকাশ। ৮ নম্বরে নেমে প্রথম দুই বল দেখে নেন তিনি। এরপর অরুণাচলের বাঁহাতি স্পিনার লিমার দাবির এক ওভারে টানা ছয়টি ছয় মারেন আকাশ। তাঁর ব্যাটিং তাণ্ডব এখানেই থামেনি। স্ট্রাইকে এসে অফস্পিনার টিএনআর মোহিতকে পরপর দুটি ছক্কা হাঁকান আকাশ। যার সুবাদে ১১ বলে অর্ধশতরানে পৌঁছে যান তিনি। এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম পঞ্চাশ ছিল ইংল্যান্ডের ক্লাইভ ইনমানের। তিনি ১৯৬৫ সালে লেস্টারশায়ারের হয়ে নটিংহামশায়ারের বিরুদ্ধে ১৩ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন। এদিন ৬০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দেন আকাশ। তাঁর ১৪ বলে অপরাজিত ৫০ রানে ভর করে মেঘালয় ৬২৮/৮ স্কোরে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। এদিকে, রনজিতে ৩৩তম শতরান করলেন পরস ডোগরা (১০৬)। তাঁর শতরানের সুবাদে দিল্লির ২১১-র জবাবে প্রথম ইনিংসে ৩১০ রানে থামে জম্মু-কাশ্মীর। ৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লির স্কোর ৭/০।

টানা ৮ ছক্কা মেরে শিরোনামে মেঘালয়ের আকাশ চৌধুরী। রবিবার।

অস্ট্রেলিয়ার রায়ান উইলিয়ামস যোগ দিলেন ভারতীয় দলের শিবিরে।

বেঙ্গালুরুর শিবিরে যোগ দিলেন রায়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন রায়ান উইলিয়ামস। তিনি ছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার জয় গুপ্তাও যোগ দিলেন শিবিরে। দুজনকেই পরে ডেকে নেন কোচ খালিদ জামিল। এঁদের মধ্যে রায়ান সদ্যই ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। তারপরই তাঁকে ডেকে নেওয়া হয়। ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে এফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে ঢাকা যাবে ভারতীয় দল।

যদিও এই ম্যাচ নিয়মরক্ষার, তবু একটা জয়ই এখন একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের। আত্মবিশ্বাস ফেরাতে তাই দল শক্তিশালী করতে চাইছেন খালিদ। এদিকে এই পর্বের জন্য ফিফা উইন্ডোর আগে ফুটবলার ছাড়তে চায়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তাই সবুজ-মেরুনের কোনও ফুটবলারকে ডাকেননি জাতীয় দলের হেড কোচ। এখন দেখার প্রাক্তন এই অজি তারকার সংযুক্তিতে ভারতীয় দল কতটা শক্তিশালী হয়।

জারি অচলাবস্থা

ফের আবেদনের পথে ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আগেই জানিয়েছিল, আইএসএলের দরপত্র জমা না পড়ার বিষয়টি নিয়ে তারা দ্রুত আলোচনায় বসবে। এদিন সেই মতো বিড ইভালুয়েশন কমিটি আলোচনায় বসে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, কমিটির চেয়ারম্যান এল নাগেশ্বর রাও বিষয়টি আবার একবার খতিয়ে দেখার জন্যই সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করবেন।

এদিন এআইএফএফের তরফে এই বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় আগামী সপ্তাহেই এই বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবে এআইএফএফ। ঘটনা হল, এফএসডিএল ইতিমধ্যেই দুইটি বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে। আদালত নির্দেশিত অবনমন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে তারা। একইসঙ্গে তিন সদস্যের যে গভর্নিং কাউন্সিল এই আইএসএল চালাবে তাতে এআইএফএফের দুইজন ও এফএসডিএলের একজন রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফুটবল চালানোর বিষয়ে শেষ কথা বলবে ফেডারেশন। যা এফএসডিএলের অপছন্দ। এই দুই বিষয়েই সম্ভবত উচ্চ আদালতের কাছে আবেদন জানানো হবে। তারপরই খুলতে পারে এই জট।

মেসির নজিরে শেষ চারে মায়ামি

ওয়াশিংটন, ৯ নভেম্বর : ন্যাশভিলকে হারিয়ে প্রথমবার এমএলএস কাপ সেমিফাইনালে উঠল ইন্টার মায়ামি। বলা ভালো লিওনেল মেসি নামক এক আর্জেন্টাইন জাদুকর একক দক্ষতায় দলকে শেষ চারে নিয়ে গেলেন।

এমএলএস কাপের প্রথম রাউন্ডে ‘বেস্ট অফ থ্রি’ সিরিজের শেষ ম্যাচে আর্জেন্টাইন মহাতারকার বিধ্বংসী পারফরমেন্সে ন্যাশভিলকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে মায়ামি। মেসি নিজে দুইটি গোল করেছেন এবং একটি অ্যাসিস্ট করেছেন। সেইসঙ্গে স্পর্শ করেছেন কেরিয়ারে ৪০০টি অ্যাসিস্টের মাইলফলক। যা অ্যাক্টিভ ফুটবলারদের মধ্যে সবাধিক। তবে সর্বকালের সবাধিক অ্যাসিস্টকারীদের তালিকায় মেসি কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। সেখানে ৪০৪টি অ্যাসিস্ট করে সবার প্রথমে রয়েছেন হাঙ্গেরিয়ান কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাস।

১০ মিনিটে মেসির গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। ৩৯ মিনিটে মাতেও সিলভেত্তির পাস থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ৭৩ মিনিটে জর্ডি আলবার পাস থেকে মায়ামির তৃতীয় গোলটি করেন তাদেও আলেন্দে। তিন মিনিট পরেই মেসির পাস থেকে দলের চতুর্থ ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

‘বেস্ট অফ থ্রি’ রাউন্ডের প্রথম ম্যাচ মায়ামি জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ন্যাশভিল জিতেছিল। ফলে শেষ ম্যাচটি ছিল দুই দলের কাছেই মরণবাঁচন লড়াই। শেষ ম্যাচ জিতে শেষ চারে পা রেখেছেন লিওনেল মেসিরা। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ সিনসিনাটি এফসি।

জোড়া গোলের পর লিওনেল মেসি। গড়লেন অ্যাসিস্টের নজিরও।

ঘূর্ণি পিচের আবদার নিয়ে কলকাতায় গিলরা

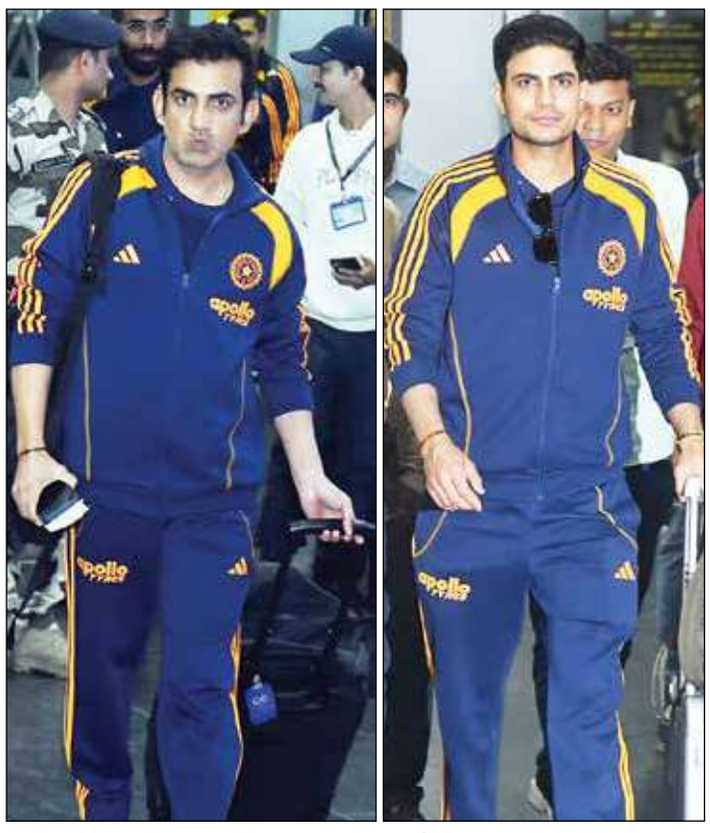

রবিবার রাতে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন গৌতম গম্ভীর, শুভমান গিল। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : মিশন অস্ট্রেলিয়া সফল। টি২০ সিরিজ জয়ের পর আজ রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন শুভমান গিল, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরাহরা।

হালকা শীতের আমেজে মোড়া কলকাতায় রাত সাড়ে দশটার সামান্য পরে শুভমানরা যখন পৌঁছালেন কলকাতায়, তখন তাঁদের নিয়ে রীতিমতো হুড়োহুড়ি দেখা গেল। কোচ গৌতম গম্ভীরও আজ রাতেই দলের সঙ্গে চলে এলেন কলকাতায়। সেই কলকাতা, যে শহর জানে কোচ-ক্রিকেটার-মেন্টর গম্ভীরের অনেক কিছু। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের বাকি সদস্যরা সোমবার বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে দেশের নানা প্রান্ত থেকে কলকাতায় হাজির হবেন। মঙ্গলবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে ভারতীয় দলের অনুশীলনও রয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে টিম ইন্ডিয়া অনুশীলন করবে। দুপুরে ইডেনে নামবেন টেম্বা বাভুমা, কাগিসো রাবাদারা।

গিলরা রাতের দমদম বিমানবন্দরে পা রাখার কয়েক ঘণ্টা আগে সকালের দিকে রাবাদা সহ দক্ষিণ আফ্রিকা দলের একঝাঁক ক্রিকেটার পাকিস্তানে সিরিজ খেলে দুবাই হয়ে কলকাতায় পৌঁছে যান। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমা সহ টেস্ট স্কোয়াডে থাকা বাকি প্রোটিয়া সদস্যরা কাল ভোরে কলকাতায় নামছেন। রবিবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন টেস্ট সিরিজের উন্মাদনা বেড়েছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকিটের খোঁজও চলছে। সঙ্গে ইডেনের বাইশ গজ নিয়েও চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

কেমন পিচ হতে পারে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ইডেন টেস্টের? ক্রিকেটের নন্দনকাননের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় দাবি করছেন, স্পোর্টিং পিচ হবে ইডেনে। অতীতে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময় ঠিক যেমন হয়েছে। যদিও সূত্রের খবর, কলকাতায় পা রাখার আগেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে কিউরেটার ও সিএবি-র শীর্ষকর্তাদের কাছে ঘূর্ণি পিচের আবদার পৌঁছে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় দলে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের মতো জোরে বোলার থাকার পরও তিন স্পিনারে দল নামাতে চাইছেন

দুপুরে পৌঁছালেন রাবাদারা

কোচ গম্ভীর। কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটনদের ইডেন টেস্টের প্রথম একাদশে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। রাতের দিকের খবর, কলকাতায় পা রাখার পর আগামীকাল দুপুরের দিকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কোনও প্রতিনিধি ইডেনে হাজির হতে পারেন পিচ দেখতে। যদিও সিএবি-র তরফে পুরো বিষয়টিকে গোপন রাখার চেষ্টা চলছে প্রবলভাবে।

এদিকে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে টানারের আবদার নিয়ে রীতিমতো বিরক্তি তৈরি হয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরে। শেষ কয়েক বছর ধরেই ইডেনের পিচ মানে গতি, বাউন্সের গনগনে কড়াই। জোরে বোলারদের হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ড। যদিও এবার ছবিটা বদলাতে পারে। কারণ, গম্ভীর-গিল জমানায় টিম ইন্ডিয়া দেশের মাঠে ঘূর্ণি পিচেই খেলছে টেস্ট ম্যাচ। যদিও গত বছর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ঘূর্ণি পিচ বানিয়েও টিম ইন্ডিয়ার হোয়াইটওয়াশ নজির এখনও তাজা অনেকের স্মৃতিতে। তাই গম্ভীরদের টানারের আবদার রাখতে গিয়ে টিম ইন্ডিয়ার ফের মুখ না পোড়ে, এমন জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে।

এথেন্স ওপেন টেনিসের ফাইনালে লরেঞ্জো মুসেত্তিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন নোভাক জকোভিচ। এর ফলে রজার ফেডেরারকে টপকে হার্ড কোর্টে ৭২টি খেতাব হয়ে গেল তাঁর। তাঁর এটিপি খেতাবের সংখ্যা ১০১।

সেমিফাইনালের ‘যুদ্ধে’ ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : বদলাচ্ছে পরিস্থিতি। বদলে চলেছে সমীকরণও। নিয়মিত বদলে যাওয়া পটভূমিতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের দৌড়ে একরকম যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি এখনও সরকারিভাবে কুড়ির বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেনি। কোন কোন শহরে ম্যাচ হবে, তার ঘোষণাও হয়নি।

তবে আগামী বছরের টি২০ বিশ্বকাপের উদ্বোদনী ম্যাচ, ফাইনাল যে আহমেদাবাদেই হবে, একথা সবারই জানা। প্রশ্ন হল, সেমিফাইনাল ম্যাচ কোথায় হবে? রাতের দিকে বিসিসিআইয়ের একটি প্রভাবশালী সূত্রের দাবি, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একটি সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত। অপর সেমিফাইনালের দৌড়ে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে যুদ্ধের আবহও। বোর্ডের অন্দরমহলের খবর, কলকাতাকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে চেন্নাই ও দিল্লি। শেষ পর্যন্ত সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিয়ে আসতে পারবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ রাতের দিকে বেশ কয়েকটি তথ্য সামনে এসেছে। এক, জানা গিয়েছে বিসিসিআই ও আইসিসি-র তরফে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ৮ কেন্দ্র বেছে নেওয়া হয়েছে। আটটি কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি ভারতের, তিনটি শ্রীলঙ্কার। দুই, পাকিস্তান যদি টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে, তাহলে কলম্বোয় হবে ফাইনাল। না উঠলে উদ্বোধনী ম্যাচের পাশে ফাইনালও হবে আহমেদাবাদে। তিন, কুড়ির বিশ্বকাপের একটি সেমিফাইনাল মুম্বইয়ে প্রায় নিশ্চিত। অপর সেমিফাইনাল নিয়ে ইডেন বনাম চেন্নাই-দিল্লির লড়াইয়ে ফল কী হয়, সেটাই দেখার।

টি২০ বিশ্বকাপ

২০২৩ সালে ভারতে যখন একদিনের বিশ্বকাপের আসর বসেছিল, তখন বহু কেন্দ্রে ম্যাচ হয়েছিল। কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে ছবিটা বদলে যেতে চলেছে। বিসিসিআই ও আইসিসি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, দেশের বড় শহরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে বিশ্বকাপের ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে ইডেন সহ দেশের সব কেন্দ্রেই অন্তত ৫-৬টি করে ম্যাচ পাবে। এখন দেখার, সেমিফাইনাল আয়োজনের যুদ্ধে ইডেনের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কিনা।

১০ ম্যাচ পর জয়হীন আর্সেনাল

জিতে ফেরা উচিত ছিল : অ্যামোরিম

লন্ডন, ৯ নভেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ১১তম ম্যাচ ডে-তে জয় পেল চেলসি। অন্যদিকে, আটকে গেল আর্সেনাল ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

শনিবার টটেনহাম হটস্পারের সঙ্গে ২-২ ড্র করে ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিমের মন্তব্য, ‘আজকে পুরো তিন পয়েন্ট ঘরে তোলা উচিত ছিল। তবে যেভাবে ক্যাসেমিরোদের উঠে যেতে হল এবং তারপর দুই গোল খেয়ে গেলাম। জেতা সম্ভব না হলে অন্তত হার বাঁচাতে হয়। সেটাই আমরা করেছি।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘বিপক্ষ চাপে আছে সেটা বুঝে আমাদের আরও আগে ম্যাচ শেষ করা উচিত ছিল।’ ১১ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ইউনাইটেড নেমে গেল ৮ নম্বরে।

> আজকে পুরো তিন পয়েন্ট ঘরে তোলা উচিত ছিল। তবে যেভাবে ক্যাসেমিরোদের উঠে যেতে হল এবং তারপর দুই গোল খেয়ে গেলাম। জেতা সম্ভব না হলে অন্তত হার বাঁচাতে হয়। সেটাই আমরা করেছি।
>
> **রুবেন অ্যামোরিম**

অন্যদিকে, আর্সেনালের টানা ১০ ম্যাচ জয়ের দৌড় থামাল সাদারল্যান্ড এফসি। ম্যাচের ফল ২-২। ড্র করে ডিফেন্সের দোষ দেখছেন মিকেল আর্তেতা, ‘যে গোলটা খেয়েছি, তা আমাদের মানের নয়। ম্যাচ নিজেদের দখলে থাকলেও বক্সের ভেতর ডিফেন্ড করতে পারিনি আমরা। বিশেষ করে ওরা যখন ৬-৭ জনে আক্রমণে আসছিল।’ ড্র করলেও ১১ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে গানাররা। বিপক্ষ দলের প্রশংসায় আর্তেতা বলেছেন, ‘এটা প্রিমিয়ার লিগ। প্রথম থেকেই জানতাম কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। অবশ্যই ওদের কৃতিত্ব দিতে হবে।’

চেলসির পরিষ্কার ৩-০ জয়ের রাস্তা খুলে দেন তাদের রাইটব্যাক মালো গুসতো। ৫১ মিনিটে প্রথম গোল আসে তাঁর হেডার থেকেই। চেলসির জার্সিতে ৫৮ ম্যাচ খেললেও এটিই প্রথম গোল ফরাসি ডিফেন্ডারের। ম্যাচের পর তাঁর মন্তব্য, ‘এখানে এসেছি কম সময় হয়নি। গোলের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিলাম। তবে এটা সবে শুরু হল। খুব খুশি পরিবার এবং সমর্থকদের জন্য।’ জয়ের পর ২০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে চেলসি। তা নিয়ে গুসতো বলেছেন, ‘এটা নিঃসন্দেহে বড় জয়। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে এই জয় প্রয়োজন ছিল। একইসঙ্গে প্রথম চারে উঠে এসেছি- যা আমাদের মূল লক্ষ্য।’

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে দিয়ে ব্রায়ান এমবিউমো।

র‍্যাপিড চেস ১৬ নভেম্বর

কোচবিহার, ৯ নভেম্বর : সারা কোচবিহার দাবা সংস্থার পরিচালনায় শিবযজ্ঞ বয়েজ ক্লাবের একদিনের র‍্যাপিড দাবা ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের দুটো তলা মিলে দুশোজন দাবাড়ু খেলতে পারবে। আয়োজকদের তরফে নীহার হোড় জানিয়েছেন, চারটি গ্রুপ মিলিয়ে ২০০ জন দাবাড়ু অংশ নেবে।

বেল্ট পরীক্ষা

কোচবিহার, ৯ নভেম্বর : এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ক্যারাটেকাদের বার্ষিক বেল্ট পরীক্ষা রবিবার কোচবিহারের এমজেএন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল। পরীক্ষক ছিলেন শুভঙ্কর দে। ৯০ জন মেয়ে সহ মোট ১৫০ জন ক্যারাটেকা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। ক্যারাটেকাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শংসাপত্র ও বেল্ট প্রদান করা হবে।

জয়ী কলকাতা

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : সর্বভারতীয় আন্তঃ সাই ফুটবলে রবিবার কলকাতা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে গুয়াহাটিকে হারিয়েছে। বিশ্ববাংলা সাই কমপ্লেক্সে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

সঞ্জুর বদলে রাজস্থান চাইছে জাড্ডু-স্যামকে

জয়পুর, ৯ নভেম্বর : মাসখানেক পরই হতে পারে আইপিএলের নিলাম। তার আগে ট্রেড উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে চলছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির দল গোছানোর পালা। সেই লক্ষ্যেই উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্তে রাজস্থান রয়্যালস নাকি চাইছে চেন্নাই সুপার কিংসের দুই অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও স্যাম কুরানকে। মাঝে অবশ্য শোনা যাচ্ছিল রাজস্থান সঞ্জুর বদলে জাদেজার সঙ্গে ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে চাইছে। তবে পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে তাদের চাহিদায় পরিবর্তন হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আইপিএলে ১১ বছর রাজস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সঞ্জু। তবে গত আইপিএলের পরই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দল পরিবর্তনের। অন্যদিকে, ২০২৩ সালে চেন্নাইয়ের খেতাব জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া জাড্ডু ১২ বছর ধরে সিএসকে পরিবারের সদস্য। কুরান ২০২০ সালে চেন্নাই শিবিরে যোগ দেওয়ার পর মাঝে ২ বছর পাঞ্জাব কিংসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তবে গত বছর ২.৪ কোটি টাকায় তাঁকে দলে ফিরিয়ে আনে সিএসকে।

কুড়োয় ব্রোঞ্জ ইশিকার

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : সুরাটে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কুড়ো ফেডারেশন কাপে ব্রোঞ্জ জিতেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব মিলনপল্লির ইশিকা রায়। সেখানে ইশিকা অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগোরিতে ৪৫ কেজি ওজনের কম বিভাগে নেমেছিল। এই জয়ের পর এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপ সহ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে ইশিকা। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার কোচ সহদেব বর্মন এবং অঙ্কুর বর্মন।

ইশিকা রায়

লেভান্তের বিরুদ্ধে জয় অ্যাটলেটিকোর

মাদ্রিদ, ৯ নভেম্বর : টানা চার ম্যাচে জয়। শুরুতে একটু এলোমেলো দেখালেও এখন লা লিগায় দৌড়াচ্ছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

শনিবার ঘরের মাঠে লা লিগার ম্যাচে লেভান্তেকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে অ্যাটলেটিকো। ১২ মিনিটে আদ্রিয়ান ডে লা ফুয়েন্তের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় দিয়েগো সিমিওনের দল। ২১ মিনিটে অবশ্য ম্যানু স্যাঞ্চেজের গোলে সমতায় ফেরে লেভান্তে। তবে ৬১ ও ৮০ মিনিটে জোড়া গোল করে দলকে ৩ পয়েন্ট এনে দেন ফরাসি তারকা আতোঁয়া গ্রিজম্যান।

আপাতত এই জয়ের সুবাদে ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। তাদের পরের ম্যাচ ২৩ নভেম্বর খেতাবের বিরুদ্ধে।

জোড়া গোলের পর আতোঁয়া গ্রিজম্যান।

ট্রফি নিয়ে কোচবিহার ওয়াইবি এফসি দল। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

চ্যাম্পিয়ন ওয়াইবি এফসি

কোচবিহার, ৯ নভেম্বর : সিপাহিটারি অগ্রদূত সংঘের ৮ দলীয় সালেয়া খাতুন ও ভাগ্য বড়ুয়া ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার ওয়াইবি এফসি। রবিবার ফাইনালে তারা ৫-৩ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। সিপাহিটারি অগ্রদূত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রফিক হোসেন ও ফাইনালের সেরা প্রণব থাপা জোড়া গোল করেন। ওয়াইবি-র অন্য গোলটি রাজ থাপার। অগ্রদূতের হয়ে জোড়া গোল করেন বাপি আলম। অন্যটি আত্মঘাতী। প্রতিযোগিতার সেরা অগ্রদূতের রাজা সরকার। পুরস্কার তুলে দেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

ট্রফি নিয়ে কুকুরজান হাইস্কুল। ছবি : অনীক চৌধুরী

সেরা ডালিমগাঁও, কুকুরজান

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : জেওয়াইএমএ মাঠে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের জোনাল খো খো-তে রবিবার চ্যাম্পিয়ন হল কালিয়াগঞ্জ ডালিমগাঁও হাইস্কুল। রানার্স জলপাইগুড়ির মান্তাদারি হাইস্কুল। সেরা চেজার তামান্না হাসমিন। কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার কুকুরজান হাইস্কুল। রানার্স দক্ষিণ দিনাজপুরের কাঁটাবাড়ি আদিবাসী হাইস্কুল। সেরা রাইডার জলপাইগুড়ির মৃণ্ময় রায়। সেরা ডিফেন্ডার হন প্রীতম বর্মন।

এসপি রায় ট্রফি টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি কলেজ দল।

টিটি-তে রানার্স ফালাকাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের এসপি রায় ট্রফি আন্তঃ কলেজ টেবিল টেনিসে পুরুষদের দলগত বিভাগে রানার্স হল ফালাকাটা কলেজ। রবিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা ০-৩ ব্যবধানে শিলিগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। ফালাকাটা দলে ছিলেন বিশাল বর্মন, অরিত্র বর্মন, শিবা কার্জি, ময়ূখ কার্জি ও রাহুল সাহা। শিলিগুড়ি দলের সদস্যরা হলেন সপ্তার্ষ চক্রবর্তী, মনোরূপ ঘোষ, সৌমিক বসাক, বিনীত প্রধান, সুমিত ঘোষ ও অনীক মণ্ডল। পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন সপ্তার্ষ। ফাইনালে তিনি ৩-১ গেমে অনীকের বিরুদ্ধে জয় পান। মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি কলেজের সুজনী বসু। ফাইনালে তিনি ৩-০ গেমে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের সায়োনিশা চাকিকে হারিয়েছেন।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট শুরু

বালুরঘাট, ৯ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে অভিযাত্রী ক্লাব ৫ উইকেটে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে নেতাজি প্রথমে ৪২.২ ওভারে ১৪৮ রানে অল আউট হয়। শুভজিৎ বসাক ৫৬ রান করেন। বিজয় থাপা ৩১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ঋক দাসও (১৭/২)। জবাবে অভিযাত্রী ৩৩.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ঋক ৫৩ রান করেন। প্রভাত দাস ২১ রানে নেন ২ উইকেট।

জোড়া গোল হেমরাজের

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রুনু গুহঠাকুরতা ও সুভাষ ভৌমিক ট্রফি উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবলে রবিবার দলসিংপাড়া ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-১ গোলে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির চাচা ব্যাটালিয়নকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা হেমরাজ ভুজেল জোড়া গোল করেন। দলসিংপাড়ার বাকি গোল দুইটি সজল মুন্ডা ও অর্পিত থাপার। জলপাইগুড়ির গোলস্কোরার রূপম রায়।

ম্যাচের সেরা হয়ে হেমরাজ ভুজেল। ছবি : অনীক চৌধুরী

প্রীতি ফুটবলে জয়ের পর কোচবিহার জেলা দল। ছবি : রাজেশ দাস

দার্জিলিংকে হারাল কোচবিহার

গোপালপুর, ৯ নভেম্বর : কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পালের ৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গোষ্ঠ পাল কোচবিহার জেলা কমিটির প্রীতি ফুটবলে কোচবিহার জেলা ৪-১ গোলে দার্জিলিং জেলাকে হারিয়েছে। কোচবিহারের শুভম বর্মন হ্যাটট্রিক করেন। তাদের অন্য গোলটি ধনছ অধিকারীর। দার্জিলিংয়ের গোলস্কোরার রবিময় বর্মন।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন আরিয়ান, শুভাঙ্গি

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : ডুয়ার্স ওয়ারিয়ার্স ক্যারাটে অ্যাকাডেমির সপ্তম ডুয়ার্স কাপ ক্যারাটেতে ওপেন বিভাগে কাতাতে চ্যাম্পিয়ন হল আরিয়ান দত্ত। মেয়েদের বিভাগে সেরা শুভাঙ্গি রায়। ৪ বছর বিভাগে ছেলেদের কাতা ইভেন্টে প্রথম অভির দাস। মেয়েদের বিভাগে প্রথম হয়েছে আরাধ্যা সন্ন্যাসী।

জয়ী অ্যাকর্ড, কালিয়াগঞ্জ

রায়গঞ্জ, ৯ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেটে শনিবার দ্বিতীয় ডিভিশনে রায়গঞ্জ অ্যাকর্ড ১৪ রানে কালিয়াগঞ্জ প্রতিবাদ ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অ্যাকর্ড ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অনিকেত পাল ৩৮ রান করেন। পচা পাল ১৮ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে কালিয়াগঞ্জ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায়। বিক্রম দেবশর্মা ৪৫ রান করেন। অনিকেত পাল ১১ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা অনিকেত পাল। ছবি : রাহুল দেব

অন্য ম্যাচে কালিয়াগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব ৯ উইকেটে রূপাহার যুব সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে রূপাহার ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১১১ রান তোলে। পঙ্কজ মজুমদার ২২ রান করেন। ময়ূখ চক্রবর্তী ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে কালিয়াগঞ্জ ১৬.৪ ওভারে ১ উইকেটে ১১২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা জ্যোতির্ময় সরকার ৪২ ও লাবপ্রসাদ সাহা ৩০ রান করেন। সোমবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে অভিযান ও ডাক্তার একাদশ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা সমর মাঝি - কে 26.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88D 61107 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে সত্যি অবিশ্বাস্য কিছু ঘটেছে। অল্প একটু বিনিয়োগেই আমি কোটিপতি হয়েছি। আমার আনন্দ বর্ণনা করার জন্য শব্দ অপ্রতুল। এখন মনে হচ্ছে নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে পারি, আরও বড় কিছু করতে পারি। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।